شجرۂ طیبہ
قادریہ چشتیہ اشرفیہ

শাজরায়ে ত্বয়্যেবাহ
ক্বাদেরীয়্যাহ চিশতীয়্যাহ আশরাফীয়্যাহ

Pdf by Ahmad Raza Ashrafi

প্রকাশনায়

আঞ্জুমান এ আশরাফীয়া বাংলাদেশ

শাজরায়ে তৈয়্যেবাহ
ক্বাদেরীয়্যাহ্ চিশতীয়্যাহ্ আশরাফীয়্যাহ্
(ওয়াজিফা ও মাসনুন দোয়া সমুহ)

বাফায়যে রুহানী

আলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আওলাদে গাউছে আযম, মাখদুমুল ওলামা, শায়খে আজম হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আবুল মাহমুদ সৈয়্যদ শাহ্ মোহাম্মাদ ইজহার আশরাফ আল আশরাফী আল জিলানী সাজ্জাদানাশীন সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহ্মাহ)

অনুমতি প্রদান

আলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আওলাদে গাউছে আযম, কায়েদে মিল্লাত, শায়খে তারিক্বাত, রাহনুমায়ে আহলে সুন্নাত, তাজুল মাশায়েখ, হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আবুল মুখতার সৈয়দ শাহ্ মুহাম্মাদ মাহ্মুদ আশরাফ আল আশরাফী আল জিলানী সাজ্জাদানাশীঁ (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) আস্তানায়ে আলীয়া আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ কিছাউছা শরীফ, ইউ.পি. ভারত।

https://syedizharashraflibrary.blogspot.com

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ হাফেজ মাওলানা শাহরিয়ার আশরাফী
অধ্যক্ষ
আল-জামেয়াতুল আশরাফীয়া ইযহারুল উলুম
আশরাফ নগর, আওলিয়া, সাভার, ঢাকা।

অনুবাদক ঃ মোহাম্মদ আফনানুর রহমান আশরাফী
মুতাদাররিস (দরসে নিজামিয়া বিভাগ),
আল-জামেয়াতুল আশরাফীয়া ইযহারুল উলুম

হাফিজ মোহাম্মদ ইমরান হাবীব আশরাফী
মুতাদাররিস (দরসে নিজামিয়া বিভাগ),
আল-জামেয়াতুল আশরাফীয়া ইযহারুল উলুম

এডিটর ঃ খলিফায়ে সারকারে কালাঁ মাওলানা কাজী মঈন উদ্দীন আশরাফী
শায়খুল হাদীস ছোবহানীয়া আলীয়া কামিল মাদরাসা
পাথর ঘাটা, চট্টগ্রাম।

Pdf by Ahmad Raza Ashrafi

প্রকাশ ঃ
১ম প্রকাশকাল ঃ জুলাই ২০০২
২য় প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০০৯
৩য় প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ২০১৬
মুদ্রণে ঃ আশরাফী কালার গ্রাফিক্স ০১৮১৬ ৯৪৬১১১
হাদিয়া ঃ ৫০ টাকা।

ডিজাইন ও কম্পোজ ঃ মোহাম্মদ সোহেল আশরাফী
০১৮১১ ১২৬৬২৮
০১৬৮০ ২২৩৩৩০

প্রকাশনায় ঃ আঞ্জুমান এ আশরাফীয়া বাংলাদেশ

https://syedizharashraflibrary.blogspot.com

সূচীপত্র

১. হামদে বারী তা'আলা। ১
২. না'ত শরীফ (১)। ২
৩. না'ত শরীফ (২)। ৩
৪. মানক্বাবাত শরীফ। ৪
৫. তারানায়ে আশরাফী। ৪
৬. তারানায়ে জামে আশরাফ। ৬
৭. পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের সংক্ষিপ্ত ওয়াযিফাসমূহ ৭
৮. তারানায়ে জামে আশরাফ। (উর্দু) ৮
৯. কাছিদায়ে গাউছিয়া (আরবী) ৯
১০. কাছিদায়ে গাউছিয়া (বাংলা) ১২
১৮. কিছাউছা শরীফ ও ছিলছিলায়ে মাশায়েখের পরিচিতি ১৯
১৯. হযরত সৈয়্যদ মাখ্দুম আশ্রাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (কুদ্দিসা সিররুহু)। ১৯
২০. হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক্ব নূরুল আ'ইন (কুদ্দিসা সিররুহু)। ২১
২১. হযরত সৈয়্যদ আলী হুসাইন আশ্রাফী মিয়াঁ (কুদ্দিসা সিররুহু) ২২
২২. হযরত সৈয়্যদ আহমাদ আশ্রাফ (কুদ্দিসা সিররুহু) ২৪
২৫. হযরত সৈয়্যদ শাহ মুহাম্মাদ মুখতার আশ্রাফ (কুদ্দিসা সিররুহু)। ২৪
২৬. হযরত সৈয়্যদ শাহ ইযহার আশ্রাফ (কুদ্দিসা সিররুহু)। ২৬
২৭. হযরত সৈয়্যদ শাহ মুহাম্মাদ মাহমুদ আশ্রাফ (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) ৩০
২৮. খানকাহে আশ্রাফীয়া। ৩৫
২৯. উরসে মাখদুমী । ৩৬
৩০. আশ্রাফে সিমনাঁ আলাইহির রাহমাহ থেকে খাজায়ে আজমীর আলাইহির রাহমাহ পর্যন্ত বুজুর্গানেদ্বীনের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ৩৭
৩১. সুলতানুল আরেফিন আলাউল হক্ব পান্ডুবী আলাইহির রাহমাহ । ৩৭
৩২. শায়েখ আখি সিরাজুদ্দীন আইনায়ে হিন্দ আলাইহির রাহমাহ । ৩৮

https://syedizharashraflibrary.blogspot.com

৩৩. সুলতানুল মাশায়েখ মাহবুবে ইলাহী সৈয়্যদ খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া আলাইহির রাহমাহ । ৩৯
৩৪. খাজা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শাকর আলাইহির রাহমাহ । ৩৯
৩৫. খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী আলাইহির রাহমাহ । ৪০
৩৬. খাজায়ে খাজেগাঁ খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতি আজমেরী আলাইহির রাহমাহ । ৪১
৩৭. খাজা বাবার দরবারে জিয়ারতের আদব। ৪২
৩৮. শাজ্‌রায়ে হুসাইনিয়া (ছন্দাকারে) ৪২
৩৯. শাজ্‌রায়ে হুসাইনিয়া (ছন্দাকারে উর্দু) ৪৩
৪০. শাজরায়ে হাসানিয়া । ৪৪
৪১. শাজরায়ে ক্বাদেরীয়া আশ্‌রাফীয়া (ছন্দাকারে ও সংক্ষিপ্তাকারে) ৪৫
৪২. শাজরায়ে ক্বাদেরীয়া আশ্‌রাফীয়া উর্দু (ছন্দাকারে) ৪৫
৪৩. শাজরায়ে ক্বাদেরীয়া জালালীয়া আশ্‌রাফীয়া হাসানীয়া বাছরীয়া ৪৬
৪৪. শাজরায়ে ক্বাদেরীয়া জালালীয়া আশ্‌রাফীয়া। ৪৮
৪৫. শাজরায়ে সিলসিলায়ে ক্বাদেরীয়া আশ্‌রাফীয়া মুনাওয়ারিয়া মুয়াম্মারিয়া । ৫১
৪৬. শাজরায়ে সিলসিলায়ে ক্বাদেরীয়া আশ্‌রাফীয়া মুনাওয়ারিয়া মুয়াম্মারিয়া (উর্দু)। ৫২
৪৭. শাজরায়ে ক্বাদেরীয়া আশ্‌রাফীয়া মুনাওয়ারিয়া মুয়াম্মারিয়া (মাজার শরীফের অবস্থান ও উরস শরীফের তারিখ) ৫৩
৪৮. শাজরায়ে চিশতীয়া নিজামীয়া আশ্‌রাফীয়া (ছন্দাকারে ও সংক্ষিপ্তাকারে) ৫৪
৪৯. শাজরায়ে চিশতীয়া নিজামীয়া আশ্‌রাফীয়া (উর্দু) (ছন্দাকারে ও সংক্ষিপ্তাকারে) ৫৪
৫০. শাজরায়ে চিশতীয়া নিজামীয়া আশ্‌রাফীয়া (ছন্দাকারে) ৫৫
৫০. শাজরায়ে চিশতিয়া নিজামিয়া আশ্‌রাফিয়া (মাজার শরীফের অবস্থান ও উরস শরীফের তারিখ) ৫৯
৫১. সিলসিলা হাসানিয়া চিশতীয়া'র শাখার বিবরণ। ৬০
৫২. সিলসিলা হুসাইনিয়া চিশতীয়া'র শাখার বিবরণ। ৬০
৫৩. বংশীয় শাজরাহ। ৬২
৫৪. দরূদ শরীফ ৬৫
৫৫. ফাতেহার পদ্ধতি ৬৫
৫৬. দরূদে তাজ ৬৭

https://syedizharashraflibrary.blogspot.com

৫৭. দরূদে তাজ (বাংলা) ৬৮
৫৮. লাখো সালাম ৬৮
৫৯. উমরি কাযা আদায় করার নিয়ম। ৭১
৬০. তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ম। ৭১
৬১. ইশরাকের নামাজের নিয়ম। ৭২
৬২. চাশতের নামাজের নিয়ম। ৭২
৬৩. মুসাব্বায়াতে আশার্। ৭২
৬৪. দৈনন্দিন ওয়াযিফা। ৭৫
৬৫. নফল রোযা। ৭৫
৬৬. মুর্শিদ ক্বিবলার নসিহত/উপদেশ ৭৫
৬৭. খাতমে গাউছিয়া (উর্দু) ৭৬
৬৮. খাতমে গাউছিয়া (বাংলা) ৭৮
৬৯. খাতমে খাজেগাঁ (উর্দু) ৮০
৭০. খাতমে খাজেগাঁ (বাংলা) ৮২
৭১. গিয়ারাবী শরীফ (উর্দু) ৮৪
৭২. গিয়ারাবী শরীফ (বাংলা) ৮৬
৭৩. বারাবী শরীফ (বাংলা) ৮৭
৭৪. হালক্বায়ে যিকিরের নিয়ম। ৮৮
৭৫. খাতমে যিকিরের দো'আ। ৮৯
৭৬. তাকবিরে আশেক্বাঁ। ৯১
৭৭. নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দিদার লাভের যিকির। ৯২
৭৮. সমস্ত বিপদ ও মুসিবত দুর করার এবং উন্নতি ও সফলতা অর্জনের যিকির। ৯২
৭৯. আউলিয়ায়ে কেরামের ইস্তেগফার। ৯৩
৮০. ফেরেস্তাগণের ইস্তেগফার। ৯৩
৮১. ইস্তেগফারে গাউছীয়া। ৯৩
৮২. ঝগড়া-বিবাদ, ভয় ও আতংক থেকে হেফাযতের দো'আ ৯৪
৮৩ রিযিক্বে উন্নতি এবং কাজ আদায়ের দো'আ ৯৪
৮৪. বিচারক থেকে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির দো'আ ৯৫
৮৫. মুশকিল আসানের দো'আ ৯৫
৮৬. জান ও মালের হেফাজতের দো'আ ৯৫
৮৮. অন্তর ও মেধাশক্তি বৃদ্ধির দো'আ ৯৫
৮৯. হৃদরোগ ও হার্ট এটাক থেকে মুক্তি পাওয়ার দো'আ ৯৬
৯০. রাস্তা ভুলে গেলে এর দো'আ ৯৬
৯১. খাবার দো'আ ৯৭

৯২. যানবাহনের আরোহনের দো'আ ৯৭
৯৩. নৌকায় আরোহনের দো'আ ৯৭
৯৪. আয়না দেখার সময় দো'আ ৯৭
৯৫. বিপদগ্রস্থ লোক দেখলে ৯৭
৯৬. আগুন নিভানোর দো'আ ৯৮
৯৭. রিযিক্বে বরকতের দো'আ ৯৮
৯৮. মল-মূত্র ত্যাগের পূর্বের দো'আ ৯৮
৯৯. অযুর দো'আ সমূহ। ৯৮
১০০. অযুর শেষে দো'আ পড়বে। ৯৯
১০১.অজুর পানি পানের দো'আ ৯৯
১০২. আশুরার নামাযের নিয়ম। ১০০
১০৩. কবরের অবস্থা জানার নিয়ম। ১০৬
১০৪. নফল দুই রাকাত নামাযে আশ্‌রাফীয়া । ১০৬
১০৫. সুরা ফাতেহার আমল। ১০৬
১০৬. আশ্‌রাফী খানদানের বুযুর্গানে উরস শরীফের তারিখসমুহ ১০৭
১০৭. গাউসুল আলম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর অমূল্য বাণী। ১০৮
১০৮. মুরীদের জন্য কতিপয় নির্দেশনা। ১১১
১০৯. মুরীদের জন্য পালনীয় আদব। ১১১
১১০.ইতিহাসে 'দারসে নিযামিয়া' ভিত্তিক মাদ্‌রাসা ও মহান মনীষীগণের বাণী ১১২
১১১. মহান মনীষীগণের বাণী ১১৩
১১২.সিলসিলায় অন্তর্ভূক্ত মুরিদ ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা। ১১৩
১১৩.পীর কিবলার সীলমোহর। ১১৩

সৌজন্যে ঃ-
মিরপুর ইউনিটঃ-১
০১৫৫৬৩৫৯৭১৩
০১৭১২-৬৬৯৬৯৮

https://syedizharashraflibrary.blogspot.com

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম নবীকূল শিরমণি হযরত মুহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, যিনি কোরআন সুন্নাহ্ ও তাঁর বংশধরগণকে উম্মতের হিদায়তের দিশারী হিসাবে রেখে যান। অনুরূপভাবে তাঁর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুযতাহিদীন ও আওলীয়া কিরামের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। যারা কোরআন্, সুন্নাহ্, ইযমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজকে শরীয়াত্ ও ত্বরিকাত্ এর শিক্ষাদানে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন। যুগে যুগে পীর মাশায়েখ্‌গণ ইমাম মুযতাহিদ ও মুজাদ্দিদ্‌গণ এর পাশাপাশি মুসলিম সমাজকে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত করে আসছেন। যাঁদের সংস্পর্শে এসে মুসলমানগণ ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের তত্ব ও রহস্যজ্ঞান অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পীর মাশায়েখগণের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁরা কোরআন্ হাদীসের আলোকে নিজ নিজ ত্বরীক্বার মুরীদানকে শরীয়াত ও ত্বরীক্বতের দীক্ষা প্রদান করেছেন। যা অনুসরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্য লাভের সাফল্য অর্জন করে আসছে। প্রত্যেক "ত্বরীকা" বা "সিল্‌সিলা"-এ দৈনিক কতিপয় ওযীফা রয়েছে, যা যথাসময়ে আদায় করা মুরীদদের জন্য একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতি ও অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই "সিলসিলা-এ-আলীয়া ক্বাদেরীয়া, চিশতীয়া আশরাফীয়া" এর হুযুর ক্বিবলাহ আলে রাসূল আওলাদে গাউছে আজম ক্বায়েদে মিল্লাত হযরত আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী সাজ্জাদানাশীন্ সারকারে কালা আস্তানায়ে হাসানিয়া আশরাফীয়া কাছাউছা শরীফ" এর অনুমতি ও নির্দেশে অত্র সিল্‌সিলার ত্বরীক্বতের মূরীদবৃন্দের সুবিধার্থে বাংলা ভাষায় সংকলন করতঃ তা মুদ্রণের ও প্রকাশনার ব্যবস্থা হয়েছে। এই জন্য হুজুর ক্বিবলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ৩য় প্রকাশনায় সংকলন ও সংস্করনের কার্যক্রমে আল-জামেয়াতুল আশরাফীয়া ইজহারুল উলুম এর অধ্যক্ষ জনাব হাফেজ মাওলানা শাহরীয়ার আশরাফী ও তার স্নেহ ভাজন ছাত্র মাওলানা আফ্‌নানূর রহমান আশরাফী ও হাফেয ইমরান হাবীব আশরাফীর ভুমিকা প্রসংসনীয়। আল্লাহ তাদের এই খিদমতকে কবুল করুন এবং বুর্জুগানে সিলসিলায়ে আশরাফীয়ার ফয়েজ ও বরকত সমুহ দান করুন (আমিন)।

উক্ত শাজরাহ শরীফে কোন প্রকার ভুল থাকলে ক্ষমার চোখে গ্রহণ করে সংশোধন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আলহাজ্ব মোহাম্মাদ মাসউদুর রহমান আশরাফী
নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট
আঞ্জুমান-এ-আশরাফী বাংলাদেশ

হাম্‌দে বারী তায়ালা
হুজুর আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ্‌)

মাশহুর হো রাহা হ্যায় ইজ্জো জালাল তেরা,
জারি হ্যায় হার যাবাঁ পার ক্বালো মাক্বাল তেরা,

তু পারদায়ে তায়াইয়ুন রুখ্‌ছে আগার্ উঠাদে,
আলাম কো মাহউ কারদে হুসনো জামাল তেরা।

আঁখোঁ মে আশিকোকি শাকলোমে মেহবুখোকি,
জালওয়াহ্ দেখা রাহা হ্যায় ইয়ে খাত্তোখাল তেরা।

গাহে বা-শাক্‌লে মুমকিন, গাহে বারাঙ্গে ওয়াজিব,
নাজারা হো রাহা হ্যায় এ্যায় বা-কামাল তেরা।

নাজরোঁমে আহলে দিল্‌কি কাছরাত্ হ্যায় আইনে ওয়াহ্‌দাত,
হার হালমে হ্যায় হাসিল কুরবে ওয়েছাল তেরা।

খুদ কার্‌কে ইশকু আপ্‌না পার্দেমে কিউ ছুপা হ্যায়,
শাহিদ হ্যায় মাজলিসোঁমে ইয়ে ওয়াজদো হাল তেরা,

মিল জায়ে জামে ওয়াহ্‌দাত গার্ ওয়ায়েজা তুঝেভি।
মিটজায়ে দিল্‌সে তেরে ইয়ে ক্বিলও কাল তেরা।

জাব তুঝমে আশরাফী হ্যায় অওর আশরাফীমে তু হ্যায়,
ফির্ কিয়া সামাঝ্‌মে আয়ে হিজরো ওয়েছাল তেরা।

Pdf by Ahmad Raza Ashrafi

https://syedizharashraflibrary.blogspot.com

না'ত শরীফ
হুজুর আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ্‌)

মিছালে মুস্তাফা কোয়ী পায়াম্বার হো নাহি সাক্‌তা,
সিতারা লাখ্‌ চামকে মেহরে আন্‌ওয়ার হো নাহি সাক্‌তা।

তাজাল্লি জাত কি হ্যায় জালওয়ায়ে রুখছারে আহ্‌মাদ-মে,
হাসিঁ অ্যায়ছা কোয়ী আল্লাহ্‌ আকবার হো নাহি সাক্‌তা।

বাড়ো মে কিসনে তাসদিক্বে রিসালাত সাবছে পেহ্‌লে কি,
ছাদাক্বাত মে কোয়ী সিদ্দীকে আকবার হো নাহি সাক্‌তা।

হাবিবে কিবরিয়া কে জানাশিঁ ফারুক্ব ও উসমাঁ হ্যাঁয়
কোয়ী উন্‌ খাছগানে হাক্ব কা হাম্‌ছার হো নাহি সাক্‌তা,

নাবীকে ইয়ার আওর আনছার সাব আফজাল হ্যাঁয় আলামমে
মাগার মিছলে আলী কোয়ী বেরাদার্‌ হো নাহি সাক্‌তা।

ওয়েলায়াত-মে নাহো জিস্‌কো তাওয়াচ্ছুল জাতে হায়দার সে,
ক্বাবুলে দার্‌গাহে হাক্ব ওহ্‌ মুক্বর্‌রার্‌ হো নাহি সাক্‌তা।

চাড়া-ইয়া উন্‌কো কাঁন্ধেপার রাসুলুল্লাহ্‌নে আকছার,
কোয়ী হাম রুতবায়ে শাব্বীর ও শাব্বার হো নাহি সাক্‌তা।

কোয়ী হো মুত্তাকী ও আলিম ও যাহিদ জামানে মে,
মাগার্‌ আ'লে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বারাবার্‌ হো নাহি সাক্‌তা।

খোদানে আলে আহ্‌মাদকো শারাফাত এ্যায়ছি বাখ্‌শিহে
আযীয ও আহ্‌লে ঈমাঁ উনছে বাড়হ কার হো নাহি সাক্‌তা।

হুয়া তু আশরাফী মাদ্দাহ্‌ সুলতানে দো আলাম কা,
নাসীবে কা কোয়ী এ্যায়ছা সিকান্দার হো নাহি সাক্‌তা।

https://syedizharashraflibrary.blogspot.com

না'তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (২)
শায়খে আযম সৈয়্যদ ইযহার আশরাফ (কুদ্দিসা সিররুহু)

সারে নাবীয়োঁ সে আলা হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
মায্হারে যাতে মাওলা হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

জিন্কে সাদ্ক্বে মে আলম কি তাখলীক্ব হ্যায়,
বায্মে হাস্তি কা দুলহা হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

খুব চামকা হ্যায় জিনসে জাহাঁ কা চামান,
ফায়যে রাহমাত কা দার্ইয়া হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

হ্যাঁয় শাফীয়ে উমাম খাতিমে মুরসালাঁ,
সারি উম্মাত কা দাতা হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

জিনকি চৌখাট পানাহ গাহে আলম হুয়ি,
উহ্ হ্যায় বেশাক্ তুমহারা হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ইউঁতো নাবীয়োঁ নে পায়ী বুলান্দী মাগার,
হার বুলান্দী সে উঁচা হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

চান্দ সুরাজ ইশারোঁ পে জিনকে চালেঁ,
হ্যায় খোদা কা ওহ্ পেয়ারা হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

সারে মাঙ্গতোঁ নে পায়ী হ্যায় দিল কি মুরাদ,
দেনে ওয়ালা হ্যায় আচ্ছা হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ফায়যে সারকার হ্যায় জো ভি ইজহার হ্যায়,
হার-কিছি কা সাহারা হামারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মানক্বাবাত শরীফ
"হুযুর মাখদুম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (কুদ্দিসা সিররুহু) এর শানে"

জাঁহা মে হ্যায় বাড়া শোহ্‌রা ওয়েলায়াত হো তো এ্যায়ছিহো,
মিলায়া হাক্বসে লাখোঁ কো হেদায়াত হো তো এ্যায়ছি হো।

শাহে সিমনাঁ থে পেহলে ফির হুয়ে কাওনাইনকে ছারওয়ার,
হেদায়াত হো তো এ্যায়ছিহো, নেহায়াত হো তো এ্যায়ছিহো।

জাহাঁ জিসনে মাদাদ চাহি ওয়াহি মুশকিল হুয়ি আসাঁ,
গোলামোঁ পার জো আক্বাকি ইনায়াতহো তো এ্যায়ছিহো।

মুরীদোঁ কি ক্বিয়ামাত মে রেহায়ী নারে দোযখছে,
কারেঙ্গেঁ আশরাফে সিমনাঁ হিমায়াতহো তো এ্যায়ছিহো।

তুমহারে হুসনকা ক্বিস্‌সাহ কোয়ী উশ্‌শাক্ব ছে পুছে,
তাড়াপ জাতা হ্যায় দিল সুনকার হেকায়াত হো তো এ্যায়ছিহো।

শাহে সিমনাঁ কি মিদহাত ছে নাওয়িদে মাগফিরাত পায়ী
সুখান-কি আশরাফী খাস্তাহ্ যো গায়াত হো তো এ্যায়ছিহো।

তারানায়ে আশ্‌রাফী
শায়খে আযম সৈয়্যদ ইযহার আশরাফ (কুদ্দিসা সিররুহু)

সায়্যাদী মুর্শিদী আশ্‌রাফী আশ্‌রাফী।

তুঝ্‌কো পানে সে পায়া হ্যায় মাওলা আলী
শানে ওয়ালা হ্যায় বে-শাক্ তেরী হায়দারী
জিসপে তেরে কারাম কি নাযার হো গায়ী
ফির ওহ্ জ্যায়সা ভি থা বান্ গায়া হ্যায় ওয়ালী।

সায়্যাদী মুর্শিদী আশ্‌রাফী আশ্‌রাফী।

দার্‌সে ইরফানে হাক্ব তুঝসে মিল্‌তা রাহা
ফায়েয কা সিলসিলা দার্‌সে বাট্‌তা রাহা
না তাওঁয়া পার কারাম তেরা খুলতা রাহা
তেরি চাশমে ইনায়াত হ্যায় কিতনি বাড়ি।

সায়্যাদী মুর্শিদী আশ্‌রাফী আশ্‌রাফী।

তুঝসে রওশান হোয়ে কিত্‌নে ক্বাল্‌বো জিগার
বিল ইয়াক্বিন তেরে আওসাফ হ্যায় খুবতার
হ্যায় হুজুমে আশেক্বা তেরি দেহলিজ পার
হো আতা নিকহাত্‌ ও নূর কি রওশনী।

সায়্যাদী মুর্শিদী আশ্‌রাফী আশ্‌রাফী।

শাক্‌লে গাউসুল ওরা তেরি তাসওয়ির হ্যায়
সিরাতে খাজেগাঁ তেরি তানওয়ির হ্যায়
আশ্‌রাফে বা খোদা কি তু তাফসীর হ্যায়
জাল্‌ওয়ায়ে হাক্ব কি হ্যায় তুঝমে জাল্‌ওয়াগারী।

সায়্যাদী মুর্শিদী আশ্‌রাফী আশ্‌রাফী।

কিত্‌নে তুফানে গাম লে কে ফিরতা রাহা
কাম আয়ায়ে বেশাক্ব তেরা আস্‌রা
তু হ্যায় মাওলা মেরা তু হ্যায় আক্বা মেরা
ডাল দে এক নিগাহে কারাম খুসরাওয়ি।

সায়্যাদী মুর্শিদী আশ্‌রাফী আশ্‌রাফী।

তেরি হার হার আদা সুন্নাতে মুস্তাফা
মাযহারে যাতে মাওলা আলী মুরতাযা
লাজ্‌ রাখ্‌লো খোদারা এ্যায় পীরে হুদা
দার্‌পে ফারিয়াদ হ্যায় তেরে ইয়া আশ্‌রাফী।

সায়্যাদী মুর্শিদী আশ্‌রাফী আশ্‌রাফী।

জাল্ওয়ায়ে নূর কা তুঝ্সে ইয্হার হ্যায়
জিস্পে তেরা কারাম হ্যায় ওহ মুখ্তার হ্যায়
বেহ্রে মওজে সাখা তেরা দারবার হ্যায়
তুঝ্কো পা কার্ হুয়ি দূর সারি কামি।

সায়্যাদী মুর্শিদী আশ্রাফী আশ্রাফী।

তারানায়ে জামে আশরাফ
শায়খে আযম সৈয়্যদ ইযহার আশরাফ (কুদ্দিসা সিররুহু)

সারওয়ারা শাহা কারিমা দাস্তাগীরা আশ্রাফা
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার ইয়াক্ নাযার্ কুন সুয়ে মা।

সায়্যিদি মাখ্দুম আশ্রাফ গাউসুল আলম দাস্তগীর
মায্হারে শানে আলী আওর চিশত কে বাদরে মুনীর
সাহিবে জুদ ও সাখা সার চাশমায়ে রওশান যামীর
হো গায়ি হ্যায় গাম্ কে হাথোঁ চাশ্মে পুরনাম মিছ্লে নীর্।

সারওয়ারা শাহা কারিমা দাস্তাগীরা আশ্রাফা
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার ইয়াক্ নাযার্ কুন সুয়ে মা।

নাইয়্যারে বুরজে ওয়েলায়াত সাহিবে ইযযো ওয়াক্বার
মা'দানে ফয়েয ও কারামাত তেরি দারকি হ্যায় বাহার
হ্যায় গাদা ও শাহ পার তেরি ইনায়াত বে শুমার
আপকি্ জাতে মুকাদ্দাস পার্ হ্যায় কুল্ দার্ ও মাদার।

সারওয়ারা শাহা কারিমা দাস্তাগীরা আশ্রাফা
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার ইয়াক্ নাযার্ কুন সুয়ে মা।

নূরে বাতহা কি তাজাল্লি হার তারাফ জাল্ওয়া ফিগান
নুসরাতে গাউসুল ওয়ারা ফায়যানে খাজা মুজেযান
আউলিয়া আকৃতাব সে আবাদ হ্যায় তেরা চামান
বেহরে নুরুল আইন কার্দো দুর সাব্ রাঞ্জো ও মিহান।

সারওয়ারা শাহা কারিমা দাস্তাগীরা আশ্রাফা
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার ইয়াক্ নাযার্ কুন সুয়ে মা।

জামে আশরাফ হ্যায় ফারোগে সুন্নিয়াতকা শাহ কার
জামে আশরাফ ফায়যে মাখদুমি কি হ্যায় এক ইয়াদগার
জামে আশরাফ আহমাদ আশ্‌রাফ কে তাখাইয়ূল কা মিনার
হো সালামাত তা আবাদ পুলে পালে লায়লো নাহার ।

সারওয়ারা শাহা কারিমা দাস্তাগীরা আশ্‌রাফা
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার ইয়াক্ নাযার্ কুন সুয়ে মা।

লে লিয়ে হ্যায় ফিতনা পারদাযোঁ কে ফিতনো নে জানাম
হিরসে দুনিয়া কে লিয়ে কুছ ছোড় রাখ্‌খে হ্যায় সানাম
তেরি চৌখাট পার ইয়েহি হ্যায় ইলতেজা বা চাশমে নাম
মুর্শিদি ইযহার ও মাহমুদ কা রাখ্‌লিজিয়ে আক্বা ভারাম।

সারওয়ারা শাহা কারিমা দাস্তাগীরা আশ্‌রাফা
হুরমাতে রুহে পায়াম্বার ইয়াক্ নাযার্ কুন সুয়ে মা।

পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের সংক্ষিপ্ত ওয়াযিফাসমূহ

সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় উপদেশ

* ফজর নামাজের পর ইয়া আজিজু ইয়া আল্লাহু ১০০ বার।
* যোহর নামাজের পর ইয়া কারীমু ইয়া আল্লাহু ১০০ বার।
* আসর নামাজের পর ইয়া জাব্বারু ইয়া আল্লাহু ১০০ বার।
* মাগরিব নামাজের পর ইয়া সাত্তারু ইয়া আল্লাহু ১০০ বার।
* এশা নামাজের পর ইয়া গাফফারু ইয়া আল্লাহু ১০০ বার।

প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতুল কুরসী ১ বার, সুরা ইখলাস ১০ বার, কালেমা তাওহীদ ১০ বার, অথবা কমপক্ষে ৩বার উচ্চস্বরে পড়বে। সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার, কালেমা তামজিদ (সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওলা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম) ১বার, দুরুদ শরীফ যত বেশি পড়তে পারবে পড়বে। প্রকৃত মুরীদের উচিত যেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সঠিক আক্বিদা মোতাবেক সালফে সালেহীনগণের অনুসরন করে এবং উনাদের সাথে দৃঢ়ভাবে থাকে। পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ জামায়তের সাথে যেন না ছেড়ে দেয়। ফজর এবং যোহরের নামাজ গ্রীষ্মকালে শেষ সময়ে পড়বে। বাকি নামাজসমূহ প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করবে। জীবনে যদি কোন নামাজ

(আল্লাহ না করুন) ছুটে যায়, তবে তার ক্বাযা আদায় করবে। কেননা যার এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ক্বাযা আছে তার নফল নামাজ কবুলযোগ্য নয়।

ترانۂ اشرفی

سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا
حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما

سیدی مخدوم اشرف غوث العالم دستگیر — مظہر شان علی اور چشت کے بدر منیر
صاحب جود و سخا سر چشمہ روشن ضمیر — ہو گئی ہیں غم کے ہاتھوں چشم پرنم مثل نیر

سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا
حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما

نیر برج ولایت صاحب عز و وقار — معدن فیض و کرامت میرے در کی ہے بہار
ہے گدا و شاہ پر تیری عنایت بے شمار — آپ کی ذات مقدس پر ہے کل دار و مدار

سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا
حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما

نور بطحا کی تجلی ہر طرف جلوہ فگن — نصرت غوث الوریٰ فیضان خواجہ موجزن
اولیا اقطاب سے آباد ہے تیرا چمن — بہر نور العین کر دو دور سب رنج و محن

سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا
حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما

جامع اشرف ہے فروغ سنیت کا شاہکار — جامع اشرف فیض مخدومی کی ہے اک یادگار
جامع اشرف احمد اشرف کے تخیل کا مینار — ہو سلامت تا ابد پھولے پھلے لیل و نہار

سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا
حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما

لے لئے ہیں فتنہ پردازوں کے فتنوں نے جنم — حرص دنیا کے لئے کچھ چھوڑ رکھے ہیں صنم
تیری چوکھٹ پہ یہی ہے التجا با دیدہ نم — عاصی اظہار کی رکھ لیجئے آقا بھرم

سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا
حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

القصيدة الغوثية

١. سَقَانِىْ الْحُبُّ كَأْسَاتِ الوِصَال
فَقُلْتُ لِخَمْرَتِىْ نَحْوِىْ تَعَالِىْ

٢. سَعَتْ وَ مَشَتْ لِنَحْوِىْ فِىْ كُئُوس
فَهِمْتُ بِسَكْرَتِىْ بَيْنَ الْمَوَالِىْ

٣. فَقُلْتُ لِسَائِرِ الاَقْطَابِ لُمُّوْا
بِحَالِىْ وَادْخُلُوْا اَنْتُمْ رِجَالِىْ

٤. وَهَمُّوْا وَ اشْرَبُوْا اَنْتُمْ جُنُوْدِىْ
فَسَاقِىْ اَلْقَوْمِ بِا لْوَافِىْ مَلاَلِىْ

٥. شَرِبْتُمْ فُضْلَتِىْ مِنْ بَعْدِ سُكْرِىْ
وَلاَنِلْتُمْ عُلُوِّىْ وَ اتِّصَالِىْ

٦. مَقَامُكُمْ الْعُلٰى جَمْعًا وَّلٰكِنْ
مَقَامِىْ فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِىْ

٧. اَنَا فِىْ حَضْرَةِ التَّقْرِيْبِ وَحْدِىْ
يُصَرِّفُنِىْ وَحَسْبِىْ ذُوْالْجَلاَلِ

٨. اَنَا الْبَازِىُّ اَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ
وَمَنْ ذَا فِىْ الرِّجَالِ اُعْطٰى مِثَالِىْ

٩. كَسَانِىْ خِلْعَةً بِطِرَازِ عَزْمٍ
وَ تَوَّجَنِىْ بِتِيْجَانِ الْكَمَالِ

١٠. وَاطْلَعَنِىْ عَلٰى سِرٍّ قَدِيْمٍ
وَقَلَّدَنِىْ وَاَعْطَانِىْ سُؤَالِىْ

١١. وَوَلاَّنِىْ عَلَى الاقْطَابِ جَمْعًا
فَحُكْمِىْ نَافِذٌ فِىْ كُلِّ حَالِىْ

١٢. وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِىْ بِحَارٍ
لَصَارَ اَلْكُلُّ غَوْرًا فِىْ الزَّوَالِ

١٣. وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِىْ جِبَالٍ
لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ

١٤. وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ نَارٍ
لَخَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِىْ

١٥. وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ مَيْتٍ
لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِى

١٦. وَمَا مِنْهَا شُهُوْرٌ اَوْ دُهُوْرٌ
تَمُرُّ وَتَنْقَضِىْ اِلاَّ اَتَا لِىْ

١٧. وَتُخْبِرُنِىْ بِمَا يَاتِىْ وَيَجْرِىْ
وَتُعَلِّمُنِىْ فَاقْصِرْ عَنْ جِدَالِىْ

١٨. مُرِيْدِىْ هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَنِّ
وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَا لاِسْمُ عَالِ

١٩. مُرِيْدِىْ لاَ تَخَفْ اَللّٰه رَبِّى
عَطَا نِىْ رِفْعَةً نِلْتُ الْمَنَالِىْ

٢٠. طُبُوْلِىْ فِىْ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ دُقَّتْ
وَ شَاوُسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَا لِىْ

٢١. بِلاَدُ اللّٰه مُلْكِىْ تَحْتَ حُكْمِىْ
وَوَقْتِىْ قَبْلُ قَلْبِىْ قَدْ صَفَالِىْ

٢٢. نَظَرْتُ اِلَى بِلاَدِ اللّٰه جَمْعًا
كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِ

٢٣. دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا
وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِىْ

٢٤. رِجَالِىْ فِىْ هَوَاجِرِهِمْ صِيَامٌ
وَ فِىْ ظُلَمِ اللَّيَالِىْ كَالْلاَ لِىْ

٢٥. وَكُلُّ وَلِيٍ لَهُ قَدَمٌ وَاِنِّيْ
عَلى قَدَمِ النَّبِيْ بَدْرِ الْكَمَالِ
٢٦. نَبِيٌ هَاشِمِي مَكِّيْ حِجَازِي
هُوَ جَدِّيْ بِهِ نِلْتُ الْمَوَالِيْ
٢٧. مُرِيْدِيْ لاَتَخَفْ وَاشٍ فَاِنِّيْ
غَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ
٢٨. فَمَنْ فِيْ اَوْلِيَاءِ اللهِ مِثْلِيْ
وَمَنْ فِيْ الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيْفِ حَالِيْ
٢٩. كَذَا ابْنُ الرِّفَاعِيْ كَانَ مِنِّيْ
فَيَسْلُكُ فِي طَرِيْقِيْ وَاشْتِغَالِيْ
٣٠. اَنَا الْحَسَنِيْ وَالْمُخْدَعُ مَقَامِيْ
وَاقْدَامِيْ عَلى عُنُقِ الرِّجَالِ
٣١. اَنَا الجِيْلِيْ مُحِيْ الدِّيْنِ اِسْمِيْ
وَاَعْلاَمِيْ عَلى رأسِ الْجِبَالِ
٣٢. وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُوْرُ اسْمِيْ
وَجَدِّيْ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ
تَقَبَّلْنِيْ وَلاَ تَرْدُدْ سُؤَالِيْ اَغِثْنِيْ سَيِّدِيْ اُنْظُرْ بِحَالِيْ
فَسَهِّلْ يَا اِلَهِيْ كُلَّ صَعْبٍ بِحَقِّ الْمُصْطَفى بَدْرِ الْكَمَالِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ক্বাছীদা-এ-গাউছিয়া শরীফ

(১) সাকানিল হুবুকা'সাতিল বিছালী
ফাকুলতু লিখামরাতী নাহভী তায়ালী
অর্থ ঃ আল্লাহর প্রেমের শারাব আমাকে মিলনের পেয়ালা পান করিয়েছে। অতঃপর আমি প্রেম সুধাকে বললাম আমার দিকে ফিরে এসো।

(২) সায়াত ওয়া মাশাত লিনাহ্ভী ফী কুউসিন
ফাহিমতু বিসুকরাতী বাইনাল মাওয়ালী
অর্থ ঃ পেয়ালায় পরিপূর্ণ ঐ প্রেম সুধা আমার দিকে দৌড়ে এসেছে। অতঃপর আমি নিজ বন্ধুদের মাঝে খোদা প্রেমের শারাবের নেশায় আত্মভোলা হয়েপড়েছি।)

(৩) ফাকুলতু লিসায়িরিল্ আক্বত্বাবি লুম্মু
বিহালী ওয়াদ্খুলু আনতুম রিজালী
অর্থ ঃ আমি কুতুবদেরকে বললাম- তোমরাও আমার অবস্থায় প্রবেশ করো। অর্থাৎ আমার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে যাও। কারণ তোমারাও তো আমার সাথী।

(৪) ওয়া হাম্মু ওয়াশরাবু আনতুম জুনুদী
ফাসাক্বীল্ কাউমি বিল্ওয়াফী মালালী
অর্থ ঃ তোমরা দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে এসো এবং মা'রিফাতের শরাব পান কর। যেহেতু তোমরা আমার সেনা দল। কারণ, সাকীয়ে কাউম আমার জন্যে শারাবের পাত্র পরিপূর্ণ করে রেখেছে।

(৫) শারিব্‌তুম ফুদ্বলাতী মিম্‌বাদি সুকরী
ওয়ালা নিল্‌তুম উলুব্বী ওয়াত্তিছালী
অর্থ ঃ আমি আত্মভোলা হওয়ার পর তোমরা আমার পরিশিষ্ট শারাব পান করেছ। কিন্তু আমার উচ্চাসনে এবং আমার নিকটে পৌছুতে পারনি।

(৬) মাক্বামুকুল উলা জামআও ওয়ালাকিন
মাক্বামী ফাউকাকুম মা যালা আলী
অর্থ ঃ যদিও আপনাদের পদমর্যাদা উঁচু হয়। তারপরও আমার "মারতাবা" আপনাদের "মারতাবা" থেকে অনেক মহান এবং সর্বদা উচুঁ থাকবে।

(৭) আনা ফী হাযরাতিত্‌ তাক্বরীবি ওয়াহ্‌দী
ইউছাররিফুনী ওয়া হাসবী যুল জালালী
অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে নৈকট্যের দিক দিয়ে অনন্য। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এক "মারতাবা" হতে অন্য "মারতাবায়" উন্নতি দান করেন। আর মহিয়ান আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট।

(৮) আনাল বাযীউ আশহাবু কুল্লা শায়খিন
ওয়ামান যা ফীর্‌রিজালি উ'ত্বা মিছালী
অর্থ ঃ যেমন বাযে আশহাব (কালো-সাদা পালকবিশিষ্ট পাখী) সমস্ত পাখী-দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট। অনুরূপ আমিও সকল মাশায়িখদের মাঝে শ্রেষ্টত্বের অধিকারী। কে আছে ওলীদের মধ্যে যাঁকে আমার মত উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে।

(৯) কাসানী খিল্‌আতাম্‌ বিত্বেরাযি আযমিন
ওয়া তাওয়্যাজানী বিতীজানিল কামালী
অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে শ্রেষ্টত্বের জামা পরিয়েছেন যার উপর দৃঢ়তার চিত্র অংকিত রয়েছে এবং আমার মাথার উপর শ্রেষ্টত্বের তাজ রেখেছেন।

(১০) ওয়া আত্‌লায়ানী আলা সিররিন্ ক্বাদীমিন
ওয়া কাল্লাদানী ওযা আত্বানী সুয়ালী
অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপন চিরন্তন রহস্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন, আমাকে সম্মানের হার পরিয়েছেন এবং যা কিছু চেয়েছি আমাকে দান করেছেন।

(১১) ওয়া ওয়াল্লানী আলাল আক্বত্বাবি জাম্‌আন
ফাহুকমী নাফিযুন ফী কুল্লি হা'লী
অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে কুতুবদের উপর সরদার নিয়েগে করেছেন। অতঃপর আমার নির্দেশ সর্বাবস্থায় কার্যকরি।

(১২) ওয়া লাও আলক্বাইতু সিররী ফী বিহারিন
লাছারাল কুল্লু গাউরান ফী যাওয়ালী
অর্থ ঃ যদি আমি আপন রহস্য বা দৃষ্টি সাগরসমূহের উপর নিপতিত করি। তখন সমস্ত সাগরের পানি জমিনে চোষিত হয়ে শুকিয়ে যাবে এবং পানির নাম চিহ্নও থাকবে না।

(১৩) ওয়া লাও আলক্বাইতু সিররী ফী জিবালিন
লাদুক্কাত ওয়াখ্‌তাফাত বাইনার রিমালী
অর্থ ঃ যদি আমার রহস্য বা দৃষ্টি পর্বতরাজির উপর নিক্ষেপ করি। তাহলে ঐ গুলো টুকরো টুকরো হয়ে বালির সাথে এমনি ভাবে মিশে যাবে যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না।

(১৪) ওয়া লাও আলক্বাইতু সিররী ফাউক্বা নারিন
লাখামদাত ওয়ান্‌ত্বাফাত মিন্ সিররি হালী
অর্থ ঃ যদি আমার রহস্য আগুনের উপর নিক্ষেপ করি, তাহলে আগুনে আমার রহস্যের কারণে নিভে যাবে এবং তার চিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না।

(১৫) ওয়া লাও আল্‌ক্বাইতু সিররী ফাউকা মাইতিন
লাক্বামা বিকুদ্‌রাতিল মাওলা তায়ালী
অর্থ ঃ যদি আমার রহস্য বা তাওয়াজ্জুহ্ মৃত ব্যক্তির উপর নিক্ষেপ করি তাহলে সে আল্লাহর কুদরাতে তাৎক্ষণিক উঠে দাঁড়াবে।

(১৬) ওয়ামা মিন্‌হা শুহুরূন আও দুহুরূন
তামুররু ওয়া তান্‌ক্বাদ্বী ইল্লা আতালী
অর্থ ঃ যুগ বা সময় যা অতিবাহিত হয়েছে বা হচ্ছে, নিশ্চয়ই যুগে বা সময় আমার নিকট উপস্থিত হয়।

(১৭) ওয়া তুখ্‌বিরুনী বিমা ইয়াতী ওয়া ইয়াজরী
ওয়া তুলিমুনী ফাআক্‌ছির আন্ জিদালি
অর্থ ঃ যুগ বা সময় আমাকে ঘটে যাওয়া ও ভবিষ্যতে ঘটমান বিষয় সমূহের সংবাদদেয় এবং আমাকে অবহিত করে অতঃপর (হে কারামাত অস্বীকার কারী) ঝগড়া থেকে বিরত থাক।)

(১৮) মুরিদী হিম্ ওয়াত্বিব্ ওয়াশ্‌তাহ্ ওয়াগান্নী
ওয়াফ্‌আল মা তাশাউ ফাল ইসমু আলী
অর্থ ঃ হে আমার মুরীদ আল্লাহর প্রেমে বিভোর হও, আনন্দিত হও, সাহসী হও আর খুশীর গান গাও এবং যা ইচ্ছা কর। কারণ, আমার নাম মহান।

(১৯) মুরিদী লা তাখাফ্ আল্লাহু রাব্বী
আত্বা'নী রিফআতান্ নিল্‌তূল মানালী
অর্থ ঃ হে আমার মুরীদ কাউকে ভয় করো না, আল্লাহ আমার পারওয়ার-দিগার, তিনি আমাকে ঐ সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদ দান করেছেন, যদ্বারা আমি আপন কাংখিত আশা সমূহ লাভ করেছি।

(২০) তুবুলী ফীস্‌সামায়ি ওয়াল আরদি দুক্কাত
ওয়া শাউসুস সায়াদাতি ক্বাদ বাদালী
অর্থ ঃ আসমান জমিনে আমার নামের ঢ়ংকা বাজানো হয়। আর পূণ্যের সংরক্ষক আমার জন্যে প্রকাশ হচ্ছে।

(২১) বিলাদুল্লাহি মুল্‌কী তাহ্‌তা হুকমী
ওয়া ওয়াক্তী ক্বাব্‌লা ক্বাল্‌বী ক্বাদ ছাফালী
অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র শহরসমূহ আমার রাজ্য, এতে আমার হুকুমত এবং আমার সয়ময় আমর অন্তর সৃষ্ঠির পূর্বেই স্বচ্ছ ছিল। অর্থাৎ আমার রূহানী অবস্থা দেহ দৃষ্টির পূর্বেই পরিস্কার ও পবিত্র ছিল।

(২২) নাযারতু ইলা বিলাদিল্লাহি জাম্‌আন্‌
কাখার দালাতিন্‌ আলা হুক্‌মিত্তিছালী
অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার শহরসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। দেখলাম সব মিলে একটি সরিষা বীজের সমান।
(২৩) দারাসতূল ইলমা হাত্তা ছির্‌তু কুত্‌বান্‌
ওয়া নিল্‌তুস্‌ সাদা মিম্‌ মাওলা মাওয়ালী
অর্থ ঃ আমি জাহিরী-বাতিনী জ্ঞান অন্বেষণ করতে করতে কুত্‌ব হয়ে গিয়েছি এবং আমি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে পুণ্য লাভ করেছি।

(২৪) রিজালী ফী হাওয়াজিরিহিম্‌ ছিয়ামুন
ওয়া ফী যুলামিল্লায়ালী কাল্লাআলী
অর্থ ঃ আমার মুরীদগণ গরমের মৌসুমে রোযা পালন করে এবং তারা রাতের অন্ধকারে মুক্তার মত চম্‌কিতে থাকে।

(২৫) ওয়াকুল্লু ওলীয়িন্‌ লাহু ক্বাদমুন ওয়া ইন্নী
আলা ক্বাদামিন্‌ নাবী বাদরিল্‌ কামালী
অর্থ ঃ প্রত্যেক ওলীর ক্বদম বা মারতাবা রয়েছে আর আমি সারকারে

দো আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ক্বদম মুবারকে যিনি রিসালাতের আকাশের পরিপূর্ণ চাঁদ।

(২৬) নাবীউন্ হাশিমী মাক্কী হিজাজী
হুয়া জাদ্দী বিহি নিলতুল্ মাওয়ালী
(ঐ সম্মানিত নবী যিনি হাশেমী বংশের, যিনি মক্কাবাসী, যিনি হেজাজের অধিবাসী, তিনি আমার নানাজান, যাঁর ওয়াসীলায় আমি বুযর্গী লাভ করেছি।

(২৭) মুরিদী লা তাখাফ্ ওয়াশিন ফা ইন্নী
আযুমুন ক্বাতিলুন ইন্দাল ক্বিতালী
অর্থা ঃ হে আমার মুরীদ ! তুমি কোন চোগলখোরকে ভয় করো না। কারণ, আমি যুদ্ধে অটল এবং হত্যাকারী।

(২৮) ফামান্ ফী আউলীয়াইল্লাহি মিছলী
ওয়ামান ফীল্ ইল্মি ওয়াত্তাছরীফি হালী
অর্থ ঃ ওলীদের মধ্যে আমার মত কে আছে? জ্ঞান এবং রূহানী শক্তিতেও আমার সমতুল্য কে আছে?

(২৯) কাযা ইব্নুর রিফায়ী কানা মিন্নি
ফাইয়াসলুকু ফী ত্বারীকী ওয়াশ্তিগালী
অর্থ ঃ অনুরূপ ইবনে রিফায়ীও আমার সম্পর্কিত, যিনি আমার পথে চলেন।

(৩০) আনাল হাসানী ওয়াল্ মাখদা মাক্বামী
ওয়া আক্বদামী আলা উনুক্বির রিজালী
অর্থ ঃ আমি হযরত ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর বংশধর, "মাখদা" (বিশেষ মহল যেখানে বাদশা বিশেষ উপদেষ্ঠাদের নিয়ে পরামর্শ করেন) আমার মাক্বাম বা মারতাবা এবং আমার 'ক্বদম' সমস্ত ওলীদের ঘাড়ের উপর।

(৩১) আনাল জীলী মুহীউদ্দীন ইসমী
ওয়া আ'লামী আলা রা'সিল জিবালী
অর্থ ঃ আমি গিলানের অধিবাসী, মুহীউদ্দীন (দ্বীনকে পুনঃজীবন দাতা) আমার উপাধি। আর আমার মহান শানের চিহ্নসমূহ পর্বতরাজির চূড়ায় বিদ্যমান।

(৩২) ওয়া আবদুল ক্বাদিরীল মাশ্হুর ইসমী
ওয়াজাদ্দী ছাহিবুল আইনিল কামালী
অর্থ ঃ এবং আবদূর ক্বাদির আমার পরিচিত নাম এবং আমার নানা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কামালিয়াতের ঝর্ণার মালিক।

মুনাজাত

(৩৩) তাক্বাম্বালনী ওয়া লা তারদুদ সুয়ালী
আগিছনী সৈয়্যদী উন্‌যুর বিহালী
অর্থ ঃ হে মাওলা আমাকে কবুল করুন এবং আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর করবেন না। হে মালিক ! আমাকে সাহায্য করুন আমার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

(৩৪) ফাসাহ্‌হিল ইয়া ইলাহী কুল্লা ছা'বিন
বি হাক্কিল মুস্তাফা বাদরিল্ কামালী
অর্থ ঃ হে মা'বুদ ! প্রত্যেক কঠিনকে সহজ করে দাও। প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওয়াসীলায় যিনি শ্রেষ্ঠত্বের আকাশে পরিপূর্ণ চাঁদ।

কিছাউছা শরীফ
উত্তর প্রদেশ, জেলা-আম্বেটকার নগর (ফয়যাবাদ)

ঐ পবিত্র স্থান যেখানে তারেকুস সালতানাত, গাউছুল আলম, মাহ্বুবে ইয়াযদানী, মাখদুম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (কুদ্দিসা সিররুহুন নুরানী) এর পবিত্র মাযার শরীফ অবস্থিত। ঐ পবিত্র স্থান যেখানে হাজার হাজার আউলিয়ায়ে কেরাম এবং আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাহ্গণ আরাম করতেছেন। এর অলি- গলিতে অদৃশ্য জগতের ওলীগণ এবং মাজযুব ওলীগণ চলাচল করেন। যাকে কেবলমাত্র প্রকৃত অন্তরের অধিকারীরাই অনুভব করতে পারেন। এটা ঐ বরকতপূর্ণ স্থান যেখানে গাউছে আযমের আওলাদগণ, আশরাফীয়া খানদানের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে বিদ্যমান আছেন। এই ছোট গ্রামটি হেদায়াত এবং আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রসিদ্ধ।

বিঃদ্রঃ এখানে আসার জন্য ট্রেন এবং বাস উভয়েরই রাস্তা আছে। ট্রেনে আগন্তুকগণ আকবরপুর রেলওয়ে ষ্টেশন এসে বাস অথবা টেক্সির দ্বারা কিছাউছা শরীফ পৌছান। দিল্লী, আহ্মাদাবাদ,
এলাহাবাদ, দাহরা-দওন, হাওড়া, জাম্মুলাখনৌ এবং মুগলসরাই এর ট্রেন সমূহ আকবরপুর থেকে অতিক্রম করে এবং এ ষ্টেশনে থামে। এবং পূর্ব ইউপির অধিকাংশ বাস আকবরপুর ষ্টেশন এর কাছে থেকে অতিক্রম করে।

হযরত সৈয়্যদ মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী
(কুদ্দিসা সিররুহু)

হযরত গাউছুল আলম, মাহবুবে ইয়াযদানী , তারেকুস সালতানাত, মাখদুম সুলতান আউহাদউদ্দীন, আমীর, কাবির আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর জীবনচরিত্র হয়ত সামান্য কয়েকটি আউলিয়া গনের ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে বাদ পড়েছে, নতুবা সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থে উনার জীবনী বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামী জগতে উনার জীবনচরিতের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে এবং এখনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উনার মহান জীবন ও ব্যক্তিতের উপর গবেষণা চলছে। দুই জাহানের বাদশাহ্ নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র সুসংবাদের দ্বারা তিনি ৭০৮ হিজরীতে ইরানের খোরসান রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী সিমনানে জন্মগ্রহণ করেন। উনার পিতা সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম (আলাইহির রাহ্মাহ), যিনি আহ্লে দিল ও আরিফে কামিল ছিলেন এবং সিমনানের বাদশাহ্ ছিলেন। উনার ইন্তেকালের পর হযরত মাখদুম পাক (আলাইহির রাহ্মাহ) সিংহাসনে আরোহন করেন।

যদিও এই পদ উনার প্রথম থেকেই অপছন্দনীয় ছিল। আর তিনি অন্য কোন পদ এবং মর্যাদার অনুসন্ধানী ছিলেন। অতঃপর তিনি দশ বছর রাজত্ব করার পর উনার ছোট ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ আরাফ (আলাইহির রাহমাহ) এর হাতে সিমনানের রাজত্বের সমস্ত দ্বায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় অনুসন্ধানে হযরত খিজির (আলাইহির রাহমাহ) এর ইশারা মোতাবেক পান্ডুয়া শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন, তখন মাখদুম আলাউল হক্ব পান্ডুয়ী (আলাইহির রাহমাহ) নিজের খলিফা এবং মুরীদগণকে নিয়ে উনাকে স্বাগতম জানানোর জন্য এগিয়ে আসেন এবং আপন পালকিতে চড়িয়ে বাদশাহী সম্মাননা জানিয়ে উনাকে নিজ খানকাহে নিয়ে আসেন। বার বছর তিনি শায়খের খেদমতে থেকে তাসাউফের সমস্ত স্তর অতিক্রম করেন। অবশেষে অদৃশ্য থেকে জাহাঙ্গীর (জগতের মালিক) উপাধিতে ভূষিত হন। যার আওয়ায প্রতিটি দেয়াল ও দরজা থেকে আসছিল। যখন শায়খের বেলায়াতের নযর উনাকে কামেল করে দেন তখন তিনি শায়খের আদেশে কিছাউছা শরীফের উদ্দেশ্যে ইচ্ছা পোষন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে হেদায়াতের নূর পৌছিয়ে দিয়ে কিছাউছা শরীফে উপস্থিত হন। এস্থানেই তিনি ৭৮২ হিজরীর শবে ক্বদরে এক অদৃশ্যের সংবাদদাতার ঘোষনার দ্বারা মাহ্বুবিয়্যাতের মাকাম অর্জন করেন। তিনি নিজ মুরীদ, খলিফা এবং আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাহ্গণের সাথে ইবাদত এবং রিয়াযতে লিপ্ত ছিলেন। এমন অবস্থায় ফজরের সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসে "আশরাফ হামারা মাহ্বুব হ্যা" অর্থাৎ আশরাফ আমার প্রিয় ভাজন। তিনি ৩০ বছর যাবত পুরো পৃথিবী ভ্রমন করেন এবং উচ্চস্তরের ৫০০ জন আউলিয়ায়ে কেরামের সাক্ষাত হাসিল করেন। উনার প্রতিদিনের পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি প্রতিদিন ফজরের নামায পবিত্র কাবা শরীফে আদায় করতেন। প্রতিদিন স্থান এবং কাল অতিক্রম করার কারামত উনার থেকে প্রকাশ পেত। উনার থেকে এত বেশি কারামতের প্রকাশ ঘটে যে, সমগ্র আরব ও অনারব রাজ্য উনার জন্য কুরবান হতে লাগলেন এবং লক্ষ লক্ষ বেদ্বীন ও পথভ্রষ্ট লোক উনার পবিত্র হাতে তওবা করে ইসলাম কবুল করেন। উনার পবিত্র জীবনের এক দীর্ঘ কাল মানুষের হেদায়াতের পথে দাওয়াত দিয়ে সত্যের স্বরুপ উম্মোচন করেন। অতঃপর ২৮শে মুহাররাম ৮০৮ হিজরীতে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ ও উনার পবিত্র মাযার শরীফে পেরেশান এবং বিপদগ্রস্থ লোকদের ভীড় মাখদুম পাকের যিন্দা কারামতের প্রমাণ বহন করে। ভারত ছাড়াও শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ব্রিটেন, এবং আরব উপদ্বীপসহ এর বিভিন্ন রাজ্যের লোকদের যিয়ারত এ স্থানে সর্বদা জারি থাকে এবং প্রত্যেক যিয়ারতকারীই নিজের অপ্রাপ্তির শূন্যস্থানকে পূর্ণতায় পরিপূর্ণ করে ফিরে যান। উরস

শরীফের তারিখ ছাড়াও সর্বদা এ স্থানে প্রেমিকদের ভীড় লেগেই থাকে। আর এই ভীড় থাকা অনর্থক নয় বরং এখান থেকে হাজার হাজার অসুস্থ চিকিৎসাহীন লোকেরা আরোগ্য লাভ করে। যাদু টোনা, জ্বীন এর আসর ইত্যাদি খারাপ ও অনিষ্টকারী বস্তু হতে মুক্তির জন্য তো এই দরবারের মধ্যে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা আদালত বসে। জ্বীন ও জ্বীনের আসরকৃত ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং জ্বীন তওবা করে আসরকৃত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়। অন্যান্য অবাধ্য শয়তান ও জ্বীনদের ও শাস্তি দেয়া হয়। হযরত মাখদুম পাকের দরবারের প্রজ্জলিত প্রদীপের এমন ক্ষমতা যে, তা জ্বালানো হলে আসরকৃত ব্যক্তি হতে জ্বীন পালিয়ে যায়। উনার মাযার শরীফের পাশেই এক বড় দীঘি রয়েছে যা "নীর শরীফ" নামে প্রসিদ্ধ। এই দীঘি স্বয়ং উনার খলিফাগণ এবং অদৃশ্য জগতের ওলীগণ নিজের হাতে খনন করেন। এইভাবে এটা খনন করা হয় যে, এর প্রতিটি কোপে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এর জিকির করা হয়। এই দীঘিকে সাতবার যমযমের পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়। এ পানির মধ্যে এমন প্রভাব রয়েছে যে এর দ্বারা পেটের বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি ঠিক হয়ে যায়। বহু পাগল আসরকৃত ব্যক্তি এর দ্বারা আরোগ্য হন। মোট কথা এই উচ্চ-দরবার পুরো বিশ্বে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আর এটা এই কারণে যে, স্বয়ং মাখদুম পাক (আলাইহির রাহ্‌মাহ) বলেন, "আমার দরবারে যে দুনিয়া এবং আখেরাতের যে কোন কিছুর আকাঙ্খা নিয়ে আসবে তা পূরণ করা হবে, তবে শর্ত এইযে, আকাঙ্খা সঠিক ও যথার্থ হতে হবে।"

মাখদুমুল আফাক্ব সৈয়্যদ আব্দুর রাযযাক নুরুল আইন (আলাইহির রাহ্‌মাহ)

আশরাফী খানদানের বংশীয় ধারা কুদওয়াতুল আবরার মাখদুমুল আফাক্ব সৈয়্যদ আব্দুর রাযযাক নুরুল আইন (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর সাথে মিলিত হয়। তিনি গাউছে আযম সৈয়্যদ মুহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদির জিলানী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর আওলাদগনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি মাত্র ১২বছর বয়সে হযরত মাখদুম সুলতান সৈয়্যদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন এবং পূরো জীবন উনার সান্নিধ্যেই কাটান। তিনি মাখদুম পাকের বোনের ছেলে, খলিফায়ে মুতলাক এবং উনার প্রথম সাজ্জাদানশীন ছিলেন। হযরত মাখদুম পাক (আলাইহির রাহ্‌মাহ) উনাকে প্রচন্ড ভালবাসতেন এবং ভালবেসে নূরুল আইন বলে ডাকতেন। নিজের রুহানী ছেলে হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। তিনি বলতেন, "যেইরকম হযরত মাহবুবে ইলাহী খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (আলাইহির রাহ্‌মাহ), হযরত আমিরে খুসরু (আলাইহির রাহ্‌মাহ) উপর গর্ব করতেন, সেই রকম নুরুল আইন এর উপর আমার গর্ব আছে এবং আল্লাহর এই দানের উপর কেয়ামতের দিনও আমি গর্ব করব।"

হযরত মাখদুম পাক (আলাইহির রাহ্‌মাহ) উনার বেলায়াত এবং হেদায়াতের প্রভাব কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকার জন্য খাছ করে দোয়া করেন। এই দোয়ার প্রভাব উনার উপর এমনই হয়েছিল যে, উনার বাহ্যিক জীবনে আশরাফীয়া সিলসিলার প্রসার অত্যাধিক হয় এবং উনার পর উনার আওলাদগণদের মধ্য হতে আউলিয়া, ফুযালা এর ক্রমধারা আজ পর্যন্ত জারী আছে যাদের দ্বারা মাখদুমী ফয়য সমগ্র জগতে বর্ষিত হচ্ছে। সাজ্জাদানাশীন হওয়ার ধারাও প্রতি যুগে জারি আছে। কেননা হযরত মাখদুম পাক (আলাইহির রাহ্‌মাহ) আওলাদে নুরুল আইন (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর জন্য এমনই দোয়া করেন যে, যাদের মধ্যে এমন ওলামা, মাশায়েখ এবং সুলাহা বর্তমান আছেন যাদের বরকত এবং হেদায়াতের ফয়েজে সমগ্র দুনিয়া বরকতময় হয়ে আছে। এবং এ সিলসিলায় এমন ওলামায়ে কেরামের একটি দল বর্তমান আছেন যার দ্বারা হেদায়াতের কার্যক্রম এখনও জারী আছে এবং ইনশাআল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।

বর্তমানে শায়খুল মাশায়েখ, মাহবুবে রাব্বানী আ'লা হযরত সৈয়্যদ আলী হুসাইন আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর পৌত্র শাহ্‌জাদা, মাখদুমুল মাশায়েখ, পেশওয়ায়ে আহ্‌লে সুন্নাত, সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা সৈয়দ শাহ্ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ আশরাফী জীলানী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর পুত্র, শায়খে আযম, সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা আলহাজ্ব শাহ সৈয়দ মুহাম্মাদ ইজহার আশরাফ আশরাফী আল-জিলানী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর শাহজাদা, হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত, তাজুল মাশায়েখ সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মদ মাহ্‌মুদ আশরাফ আশরাফী আল-জিলানী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) সাজ্জাদানাশীন পদে উপবিষ্ট আছেন। দেশ-বিদেশের অসংখ্য লোক উনার দ্বারা সিলসিলায় দাখিল হয়ে মাখদুমী ফয়েয দ্বারা ধন্য হচ্ছেন।

মাহ্‌বুবে রাব্বানী আ'লা হযরত সৈয়্যদ আলী হুসাইন আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ)

মাহ্‌বুবে রাব্বানী আ'লা হযরত সৈয়্যদ আলী হুসাইন আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর পবিত্র সত্তার পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। উনার ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তিনি আল্লাহ্‌র ঐসকল বন্ধুগনের মধ্যে অন্যতম যাদের অবদান কেয়ামত পর্যন্ত ভূলা সম্ভব না। উনার সত্তা সেই যুগের ওলামাদের মধ্যে শীর্ষে এবং তিনি হেদায়াতের এক স্রোতধারা ছিলেন। উনার সাথে যেই আলেমগণই ভালাবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলেন, উনারা ও হেদায়াতের প্রাণকেন্দ্র ও নক্ষত্র হয়ে উঠেন। যেমন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ উনার মুরীদ

এবং খলিফাগণের তালিকায় রয়েছেন যেমন ঃ-

১) সদরুল আফাযিল আল্লামা নাইমুদ্দীন আশরাফী মুরাদাবাদী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)।
২) আল্লামা সৈয়্যদ ফাখের এলাহাবাদী আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)।
৩) মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান আল্লামা সৈয়্যদ আবুল বারাকাত আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)।
৪) হাকিমুল উম্মাত আল্লামা মুফতী আহ্‌মাদ ইয়ার খান নাঈমী আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)।
৫) উমদাতুল ফুকাহা, আল্লামা মুফতী আব্দুর রশীদ আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)।
৬) মুনাযিরে আহ্‌লে সুন্নাত আল্লামা মুফতী রেফাক্বাত হোসাইন আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)।
৭) সাদরুল ওলামা আল্লামা সৈয়্যদ গোলাম জিলানী মিরাঠী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)
৮) মুবাল্লিগে ইউরোপ, শারেহে এশিয়া ও আফ্রিকা আল্লামা আব্দুল আলিম আশরাফী মিরাঠী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)
৯) মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা হাবিবুর রহমান আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)
১০) আল্লামা আব্দুস সোবহান আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) বাংলাদেশ।
১১) আল্লামা মুফতি হাছান আলী আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ), চট্টগ্রাম।
১২) পেশওয়ায়ে আহলে সুন্নাত আল্লামা আমিনুল হক আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)
১৩) নুরুল মিল্লাত আল্লামা নুরুছছফা নঈমী আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)।

তিনি বাতেনী সৌন্দর্য্যের সাথে সাথে যাহেরী ভাবে ও এমন সুন্দর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, উনাকে মাশায়েখে কেরামের এক উচ্চশ্রেণী এবং মারেফাত সম্পন্ন ওলীগণ "হামশাবিহে গাউছে আযম" (গাউছে আজমের প্রতিচ্ছবি) বলে আখ্যায়িত করেন। যাদের মধ্যে কুদওয়াতুল উরাফা সাইয়্যেদুনা আব্দুল কাদির বাদায়ুনী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) ও উল্লেখযোগ্য ছিলেন উনি বলতেন, আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর মাঝে প্রকাশ্যভাবে গাউছে আযমের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এ ব্যাপারে উনার এক বিশেষ ঘটনাও ইতিহাসের কিতাবে উল্লেখ আছে। আলী হোসাইন আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর জাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্য্য দেখে ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত ফাযেলে বেরেলভী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) বলেছিলেন ঃ-

"আশরাফী এয় রুখাত আইনায়ে হুসন ও খুবা,
এয় নাজার কারদাহ্ ও পারওয়ারদায়ে ছেহ মেহবুবা।

তিনি আরব ও অনারবে সিলসিলায়ে আশরাফীয়ার প্রচারের জন্য সর্বাধিক ত্যাগ এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। প্রকৃত সত্য এটাই যে সমগ্র দুনিয়াতে উনার কারনেই সিলসিলায়ে আশরাফীয়া সর্বাধিক পরিচিত হয়। এই কারনে উনাকে আশরাফী সিলসিলার মুজাদ্দিদ বলা হয়। তিনি সেই সময়ে দরগাহ্ শরীফের নিকটে খানকাহে আশরাফীয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন

এবং কেন্দ্রীয়ভাবে এ সিলসিলার কাজ শুরু করেন। মাখদুম পাকের বাৎসরিক উরস শরীফ ও অত্র খানকাহ্ শরীফের সাজ্জাদানাশীন হিসেবে প্রতি বছর পালন করেন। অর্ধশত বছর পর্যন্ত তিনি দ্বীনে হক্ব এর খেদমত করেন এবং ৮৯ বছর বয়সে ১১ই রজব ১৩৫৫ হিজরীতে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।

আলিমে রাব্বানী হযরত আল্লামা সৈয়্যদ আহ্মাদ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (আলাইহির রাহ্মাহ)

তিনি হামশাবিহে গাউছে আযম, মাহবুবে রাব্বানী আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্মাহ) এর বড় শাহ্জাদা ছিলেন এবং মুহাদ্দীসে আযমে হিন্দ সৈয়্যদ মুহাম্মাদ আশরাফী জীলানী (আলাইহির রাহ্মাহ) এর পীর ও মুরশীদ ছিলেন। তিনি **"আল ওয়ালাদু স্বিররুল লি আবিহি"** এর পরিপূর্ণ রূপ ছিলেন। উনার সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কিবা থাকতে পারে যে, স্বপ্নের মধ্যে নবী করিম (আলাইহির রাহ্মাহ) উনাকে নিজের হাতে পাগড়ী পরিয়ে দেন। উনার ওয়ায ইশক্ব ও মারেফাতে এমন ভরপুর থাকত যে, প্রত্যেক অন্তর বিশিষ্ট শ্রোতাগণ আত্মহারা হয়ে যেতেন। অসংখ্য গুনাহ্গার ও পথভ্রষ্টরা উনার ওয়ায মাহ্ফিলেই তওবার তৌফিক পেয়ে যেত। হাজার হাজার বেদ্বীন ও গোমরাহ্ উনার পবিত্র হাতে তওবা করে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি আশরাফী মিঁয়া (আলাইহির রাহ্মাহ) এর প্রথম উত্তরাধিকারী ছিলেন। হুজুর আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্মাহ) সর্বপ্রথম উনাকেই নিজের ওয়ালী আহাদ এবং পরবর্তী সাজ্জাদানাশীন হিসেবে ঘোষণা করেন কিন্তু হুজুর আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্মাহ) বর্তমান থাকতেই তিনি ১৫ই রবিউল আখির ১৩৪৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অতঃপর হুজুর আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্মাহ) আপন পৌত্র হুজুর মাখদুমুল মাশায়েখ সাইয়্যেদুনা মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (আলাইহির রাহ্মাহ) কে নিজের স্থলাভিষিক্ত (ওয়ালী আহাদ) এবং পরবর্তী সাজ্জাদানাশীন হিসেবে নির্ধারন করেন।

মাখদুমুল মাশায়েখ সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (আলাইহির রাহ্মাহ)

মাখদুমুল মাশায়েখ শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (আলাইহির রাহ্মাহ) ওরফে "সারকারে কালাঁ" তিনি আপন সম্মানিত দাদাজান

মাহ্‌বুবে রাব্বানী শায়খুল মাশায়েখ সাইয়্যেদুনা আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর ইন্তেকালের পর সাজ্জাদানাশীন পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বাল্যকালেই আপন সম্মানিত দাদাজানের তাওয়াজ্জুহ, দয়া ও ফয়েজের দ্বারা তাছাউফের সমস্ত স্তরসমূহ অতিক্রম করেন এবং ফয়েজ ও করুণার মূল ও সৃষ্টিজগতের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিণত হন। যার বেলায়াতের সনদ সাধারণ কারো কাছ থেকে অর্জিত হয়নি বরং সর্বজন স্বীকৃত কুতবে যামানের নিকট থেকে অর্জিত হয়। কুতবে রাব্বানী সাইয়্যেদুনা আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) উনার যুগে আশরাফী সিলসিলার প্রচারে ও সংস্কার কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেন অনুরূপ সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) ও উনার যুগে দৃষ্টান্তমূলক উপমা স্থাপন করেন। পৌনে এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত তিনি দ্বীনে হক্বের খেদমত করেন। আপন পদে অধিষ্ঠিত থেকেই তিনি দ্বীনের প্রচারের কাজসহ ওরসে মাখদুমীর সমস্ত নিয়মাবলি খুব সুন্দর ও সূচারুরূপে পালন করেন। তিনি দ্বীন ও সিলসিলার কাজে উনার পূর্বসূরী-গণদের থেকে যা কিছু পেয়েছেন তা দিয়েই খেদমত করে গেছেন এ ক্ষেত্রে কারো কোন তোষামোদ গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজের কর্মক্ষেত্রে কোন দূর্বলতা রাখতেন না । বাস্তবিকই উনি উনার পূর্বপুরুষগণের প্রতিচ্ছবি এবং নমূনা ছিলেন। ৯ই রজবুল মুরাজ্জাব ১৪১৭ হিজরী মোতাবেক ২১শে নভেম্বর ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে উনার ইন্তেকাল হয়। পূর্বেই তিনি উরসে মাখদূমীর সমস্ত দ্বায়িত্ব উনার বড় শাহ্‌জাদা শায়খে আযম সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মদ ইজহার আশরাফ আশরাফী আল-জীলানী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) কে অর্পন করেন । সে সময় তিনি আম-খাস সহ বড় ছোট সকল মজলিসে একথা বারবার বলতেন যে, "আমি শেষ সফরের প্রস্তুতির মধ্যে আছি এখন উরস শরীফের সমস্ত দ্বায়িত্ব ইজহার মিয়াঁ পালন করবে। আমি তাকে সব কিছু দিয়ে দিয়েছি"। তিনি ইন্তেকালের ৫২বছর পূর্বে উসূলে সাজ্জাদগী নামায় পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা করে লিখেন যে, " এই অধম বান্দাহ আপন বড় শাহ্‌জাদা সৈয়্যদ শাহ ইযহার আশরাফ কে মাশায়েখে কেরাম-গণের ক্বায়েদা মোতাবেক নিজের মুরীদ করে নিলাম এবং বিহামদিল্লাহ্ (আল্লাহর প্রশংসায়) এই গুণীপুত্র অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, দ্বীনদার অত্যন্ত গুণের অধিকারী, উসূল ও আকায়েদেও পরিপূর্ণ অনুসারী, আর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা আছে যে, সে সমস্ত খেদমত দ্বায়িত্ব, সাজ্জাদানাশীনী এবং তার সংরক্ষন সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করবে। (ইনশাআল্লাহু তায়ালা)। অতঃপর তিনি আপন স্থলাভিষিক্তের জন্য দোয়া করেন। এ দোয়ার ফলস্বরূপ তিনি সাজ্জাদাশীন পদে অধিষ্ঠিত হন এবং আশরাফী ফরজ ও বরকতে মানুষদের সিক্ত করেন।

শায়খে আযম মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ ইযহার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী সাজ্জাদানাশীন সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ)

৬ই মুহার্‌রামুল হারাম ১৩৫৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কিছাউছা মুকাদ্দাসায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় উনার পরদাদা কুতুবে রাব্বানী, শায়খুল মাশায়েখ, মুরশীদুল আনাম আ'লা হযরত সৈয়্যদ আলী হোসাইন আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন। উনার সাথে উনার মুরীদ ও খলিফা মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস নাইমী আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) ও ছিলেন। হঠাৎ করে আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) মুচকী হেসে উঠলেন এবং বললেন, ইউনুস ! আমার ঘরে নাতী (প্রপৌত্র) হয়েছে। মাওলানা মামদুহ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) অস্থির হয়ে উঠলেন এবং অন্তরে চিন্তা করতে লাগলেন, " না কোন টেলিগ্রাম আসল না কোন চিঠি উনি এই খবর কি করে পেলেন? এর কিছুক্ষণ পর আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) মুচকী হেঁসে বললেন, "মিয়াঁ! ফকিরদের কোন টেলিগ্রাম বা চিঠির প্রয়োজন হয় না। অতঃপর তিনি নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওযা মোবারকে আরয পেশ করলেন যে, এই ফকির তাঁর নাম ইযহার আশরাফ রাখল। তাঁর দ্বারা " আশরাফ " নামের অনেক অনেক ইজহার (প্রকাশ, চর্চা) হোক এবং আশরাফী সিলসিলার তাঁর দ্বারা অনেক অনেক প্রসার ঘটুক।

শিক্ষাজীবন ঃ তিনি কিছাউছা শরীফের মকতবে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। অতঃপর জামেয়া নাঈমীয়্যাহ্ মুরাদাবাদে কিছুদিন উমদাতুল ফুকাহা মুফতী হাবিবুল্লাহ আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর দরস্‌গাহে অংশগ্রহণ করেন। সর্বশেষে আল জামেয়াতুল আশরাফীয়া মোবারকপুরে তিনি সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি সে সময়ের বিখ্যাত শিক্ষকমন্ডলী থেকে ইলমে দ্বীন হাসিল করেন। যেমন ঃ

১। উমদাতুল ফুকাহা মুফতী হাবিবুল্লাহ নাঈমী আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)
২। মাওলানা ইউনুস নাঈমী আশরাফী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)
৩। হাফিযে মিল্লাত জালালাতুল ইল্‌ম মাওলানা আব্দুল আযিয আশরাফী মুরাদাবাদী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)
৪। ইমামুল মা'কুলাত মাওলানা সুলাইমান আশরাফী ভাগালপুরী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)
৫। মুফাক্কীরে ইসলাম হযরত আল্লামা হাফেজ আব্দুর রউফ মোবারাকপুরী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) ।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জ্ঞানার্জনের পর ১৯৫৯ ইং থেকে ১৯৬০ ইং পর্যন্ত পূর্ণ এক বছর জামেয়া নাঈমীয়া মুরাদাবাদে "ফি সাবিলিল্লাহ্" (আল্লাহ্ রাস্তায়) শিক্ষকতা করেন। খানকাহে আশরাফীয়ার ভিত্তি ও প্রসার সিলসিলায়ে আশরাফীয়া প্রসারের জন্য আপন সম্মানিত পিতা কুতবে

যামান, আরিফ বিল্লাহ সৈয়্যদ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (আলাইহির রাহমাহ) এর অনুমতিক্রমে শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিয়ে দ্বীনের প্রচার ও সৃষ্টির হেদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।
সর্বপ্রথম আপন সম্মানিত পিতা হতে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া চিশতিয়াতে বায়াত হন। অতঃপর সিলসিলায়ে মুনাওয়্যারিয়া, মুয়াম্মারিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া, সোহরওয়ার্দীয়া, ওয়াইসিয়া এর খিলাফত ও ইজাযত লাভে ধন্য হন। ৪৭ বছর পর্যন্ত তিনি ওয়ালী আহাদ হিসেবে ছিলেন। ২রা জানুয়ারী ১৯৯৭ইং আপন পিতা (আলাইহির রাহমাহ) এর ইন্তেকালের পর সাজ্জাদানাশীন পদে অধিষ্ঠিত হন। সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহমাহ) এর ৪০ দিনের ফাতেহার অনুষ্ঠানে খানদানে আশরাফীয়া হাসানিয়া, হোসাইনিয়া, আহ্‌মাদিয়ার সমস্ত মাশায়েখ হযরত সহ সমস্ত মুরীদ ও ভক্তগণ এর সামনে উনার পবিত্র মাথায় তাজ, খেরকা ও এমামা (পাগড়ী) রাখা হয় এবং সবাই একত্রিত ভাবে উনার সাজ্জাদানাশীন হওয়ার পত্রে দস্তখত করেন এবং একে একে উনার সাথে মুসাফাহা, মুয়ানাকা ও মোবারকবাদ পেশ করেন। হুযুর সারকারে কালাঁ ও আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াঁ (আলাইহির রাহমাহ) এর ফয়য ও বরকতে হুযুর শায়খে আযম (আলাইহির রাহমাহ) ফয়যানে আশরাফের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিণত হন। উনার পবিত্র দিক নির্দেশনা ও ফয়য ও বরকত হাসিল করার জন্য দেশ-বিদেশের বহু লোক উনার পবিত্র হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। একদিকে তো মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহমাহ) কে বাহ্যিকভাবে অপরূপ সৌন্দর্য্যের দ্বারা সুসজ্জিত করেন, অপরদিকে স্পষ্টবাদিতা, সত্যবাদিতা, আত্মোপলব্ধি, মধ্যম স্বভাবের অধিকারী, উচ্চ-মানসিকতা, ক্ষমাশীলতা, পরকল্যানকামীতা, সহনশীলতা এবং আত্মত্যাগের মত অগণিত গুনসমূহের দ্বারা উনার আভ্যন্তরীন হালকে পরিপূর্ণ করেন। আর বিশেষভাবে যেই গুণটির দ্বারা তিনি সবার চেয়ে অন্যতম হয়ে আছেন তা হল-মুসলিম জাতির ভিত্তি গঠন ও একত্রিত করন। উনার সমস্ত অবদান এই একটি গুনের উপরই নির্ভর করে।আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এর প্রচার ও প্রসার এবং ওহাবীসহ সমস্ত বাতিল ও পথভ্রষ্টদের হাত থেকে মুসলিম জাতিকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি বিশ্ববাসীকে যেই উপহার দিয়েছেন তা হল " জামে আশরাফ " ! ইনশাআল্লাহ্ যা কেয়ামত পর্যন্ত মোসলমানদের হেদায়াতের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।
হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহমাহ) প্রায় ৫৫বছর দ্বীনে হাক্বের খেদমত আঞ্জাম দেন এবং ২২ শে ফেব্রুয়ারী ২০১২ইং মোতাবেক ২৯শে রবিউল আউয়াল ১৪৩৩হিজরীতে, বুধবার, রাত ১১:৩০ মিনিটে ধ্বংসশীল দুনিয়া হতে মহান রবের নিকট চিরস্থায়ী জগতে স্থায়ী হয়ে যান। উনার জানাযার নামাজ

শুক্রবার আসরের নামাজের পর অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন উনার বড় শাহ্জাদা হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত, শায়খে তরিক্বাত, তাজুল মাশায়েখ, মুফাক্কিরে ইসলাম, আলহাজ্ব হযরত শাহ্ সৈয়্যদ মুহাম্মাদ মাহ্মুদ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (মদ্দাজিল্লুহুল আলী) সাজ্জাদানাশীন খানকাহে আশরাফীয়া হাসানিয়া সারকারে কালাঁ, তত্ত্বাবধায়ক- "জামে আশরাফ"।

হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) এর পবিত্র অবদান

১। জামে আশরাফ ঃ ১৯৭৮সনে হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) আপন সম্মানিত পিতা হুজুর সারকারে কালাঁ সৈয়্যদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল-জিলানী (আলাইহির রাহ্মাহ) এর অনুমতিক্রমে খানকাহ্ শরীফ সংলগ্ন এক আজিমুশ্বান মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম "জামে আশরাফ" রাখেন। এ প্রতিষ্ঠানে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি রুহানী শিক্ষাও প্রদান করা হয়। হেফজ ও ক্বেরাত থেকে শুরু করে দারসে নিযামীয়ার সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়ানো হয়। প্রতি বছর শত শত আলেম ও ফাযেল অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে বের হচ্ছে।

২। দারুল ইফতা ঃ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রশ্নোত্তরের জবাব কোরআন ও হাদীসের দ্বারা দেয়ার জন্য এবং ইসলামী জীবনকে সহজতর করার জন্য হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) এক বিজ্ঞ আলেমগনের দল নিয়ে "দারুল ইফতা" প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দারুল ইফতা সংলগ্ন আরো কিছু শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যেমন ঃ

* দারুত তাছনিফ।
* ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার।
* ইজহার আশরাফ কম্পিউটার ইন্সটিটিউট।
* মাখদুম আশরাফ মেমোরিয়াল এডুকেশন সোসাইটি।
* আল আশরাফ একাডেমী।

৩। মুখতার আশরাফ লাইব্রেরী ঃ ১৯৯৫ সালে হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) এই মহান লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। যার কাজ ১৯৯৮ সালে সমাপ্ত হয়। এটি এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ইসলামী পাঠাগার যাতে ছোট-বড় সব মিলিয়ে ৩০০০ হাজারেরও অধিক কিতাব রয়েছে। আরবী, ফার্সী, উর্দূ, ইংরেজী, হিন্দিভাষা সহ আরো অনেক ভাষায় তাফ্সির, হাদীস, উসুলে হাদীস, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ, সভ্যতা, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অলংকারশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ এখানে সংরক্ষিত আছে। এটি হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) এর শ্রেষ্ঠ স্থাপনার একটি। তিনি এর সাথে সাথে যেসকল স্থাপনা নির্মান করেন, তা হল ঃ-

* আশরাফ হোসাইন মিউজিয়াম।
* মসজিদে আ'লা হযরত আশরাফী (আলাইহির রাহমাহ)।
* নুরুল আইন (আলাইহির রাহমাহ) পার্ক।
* মাখদুম আশরাফ মেমোরিয়াল হাসপাতাল।
* আহমদ আশরাফ হল।

৪। **আল জামেয়াতুল আশরাফীয়া ইজহারুল উলুম (সরকার মার্কেট, আশুলিয়া, ঢাকা)** ঃ বাংলাদেশে হুজুর শায়খে আজম(আলাইহির রাহমাহ) এর অবদানের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। যদি বলতে হয় তবে বলতে হবে, হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহমাহ) এর জিন্দা কারামত যা আজ পর্যন্ত আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান আছে, তার নাম "আল-জামেয়াতুল আশরাফীয়া ইজহারুল উলুম"। গোমরাহ্ মাজহাব ও ইসলামের শত্রুদের উপর্যুপরি আক্রমণে যখন বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে এবং আউ-লিয়ায়ে কেরামের ঐতিহ্য যখন বিলুপ্তির সম্মুখিন, তখন এরূপ সংকটময় অবস্থায় ২০০৩ সালে হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহমাহ) ইসলামের স্বরূপ ফিরিয়ে আনার জন্য এবং মাদ্রাসা শিক্ষার জীবন দানকারী "দারসে নিযামীয়া" এর শিক্ষামাধ্যম চালু করার জন্য একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা রাখেন। এ সূত্র ধরে "আঞ্জুমান-এ- আশরাফীয়া বাংলাদেশ" এর ব্যবস্থাপনায় ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ইং মোতাবেক ৪ঠা মুহার্‌রাম ১৪২৭ হিজরী, ২১ শে মাঘ ১৪১২বঙ্গাব্দ রোজ-শুক্রবার হুজুর কায়েদে মিল্লাত পীরে তরিকত তাজুল মাশায়েখ আলহাজ্ব শাহ্ সৈয়দ মুহাম্মদ মাহ্মুদ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (মদ্দাজিল্লুহুল আলী) অত্র মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তার সাথে সাথে "খানক্বাহে আশরাফীয়া হাসানিয়া সারকারে কালাঁ" নামে একটি খানকাহ্ ও প্রতিষ্ঠা করেন, যেন ছাত্ররা তরিকত ও রুহানিয়্যাত এর শিক্ষা থেকে দূরে না থাকে। অতঃপর ১৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ইং মোতাবেক ২০জিলহজ্ব ১৪২৯ হিজরীতে হুজুর শায়খে আজম, মাখদুমুল উলামা আলহাজ্ব শাহ্ সৈয়দ মুহাম্মাদ ইজহার আশরাফ আশরাফী আল-জিলানী (আলাইহির রাহমাহ) "মুখতারুল মাসাজিদ" নামে অত্র মাদ্রাসা সংলগ্ন এক আজিমুশ্বান মস্‌জিদ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

অতঃপর ১৯শে জানুয়ারী ২০১৬ইং মোতাবেক ৮ই রবিউল আখির ১৪৩৭হিজরী, ৬ইমাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ রোজ-মঙ্গলবার হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত সৈয়্যদ মুহাম্মাদ মাহ্মুদ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (মদ্দাজিল্লুহুল আলী) "সুফী মোহাম্মদ মিজান আবাসিক হল" নামে অত্র মাদ্রাসা সংলগ্ন এক বিশাল আবাসিক হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বর্তমানে অত্র মাদ্রাসায় নূরানী, নাজেরা, হিফ্‌জ্ ও দারসে নিযামিয়া বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে। আবাসিক-অনাবাসিক ও

দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুব্যবস্থার রয়েছে। মাদ্রাসায় দ্বীনি শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য অত্র মাদ্রাসা সংলগ্ন "সৈয়দ ইজহার আশরাফ স্কুল এন্ড কলেজ" ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ৬তলা বিশিষ্ট মাদ্রাসা ও ৩ তলা বিশিষ্ট মসজিদ নির্মানাধীন আছে।
আবাসিক ভবনের কাজ অতি শীঘ্রই শুরু হবে এবং ভবিষ্যতে খানকাহ্ শরীফ ও এক আজিমুশ্বান লাইব্রেরীর জন্য স্বতন্ত্রভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

অনুদান প্রদানের ঠিকানাঃ

মাদ্রাসার জন্য (বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, একাউন্ট নং ঃ ২১১৪০১০০১০৬০৬)
মসজিদের জন্য (বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, একাউন্ট নং ঃ ২১১৪০১০০০৮৩৭১)

কায়েদে মিল্লাত, শায়খে তারিক্বাত, রাহনুমায়ে আহলে সুন্নাত, তাজুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আবুল মুখতার সৈয়দ শাহ্ মুহাম্মাদ মাহ্মুদ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী সাজ্জাদানাশীঁ (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) আস্তানায়ে আলীয়া আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ কিছাউছা শরীফ।

নাম ঃ সৈয়দ মাহ্মুদ আশরাফ (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)
উপনাম ঃ আবুল মুখতার।
উপাধী ঃ ক্বায়েদে মিল্লাত, তাজুল মাশায়েখ।
সম্মানিত পিতার নাম ঃ শায়খে আজম সৈয়্যদ মুহাম্মাদ ইজহার আশরাফ (আলাইহির রাহ্মাহ)
সম্মানিতা মায়ের নাম ঃ সৈয়্যদা নুজহাত ফাতেমা (আলাইহির রাহ্মাহ)
সম্মানিত দাদার নাম ঃ সারকারে কালাঁ সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ (আলাইহির রাহ্মাহ)
জন্মতারিখ ঃ ৭ই জুলাই ১৯৬৪খ্রিষ্টাব্দ।
জন্মস্থান ঃ কিছাউছা শরীফ, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
বংশীয় পরিচয় ঃ তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ৪০তম এবং গাউছে পাক (আলাইহির রাহ্মাহ) এর ২৭তম বংশধর।

গৌরবময় শিক্ষাজীবনঃ

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা কিছাউছা শরীফের মকতবে অর্জন করেন। অতঃপর কিছুদিন জামেয়া নাঈমিয়া মুরাদাবাদে পড়াশোনা করেন। সেখান থেকে " জামে আশরাফে " এসে উলুমে ইসলামীয়া এবং দারসে নিযামীয়া পরিপূর্ণ করেন।

পরিশেষে, ২৭মুহাররামুল হারাম ১৪১০হিজরী উরসে মাখদূমী এর বরকতময় অনুষ্ঠানে আপন দাদাজান আরিফবিল্লাহ মাখদুমুল মাশায়েখ সাইয়িদুনা ওয়া মাওলানা সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ আশরাফী জিলানী, সাজ্জাদানাশী (আলাইহির রাহ্মাহ) এবং আশরাফীয়া খানদানের বহু মাশায়েখগণ এর পবিত্র হাত হতে দাস্তারে ফাযিলাতের উচ্চ সম্মাননা অর্জন করেন। দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি উনি আউধ বিশ্ববিদ্যালয় হতে উর্দু, বি.এ, এম.এ এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাষ্টার্স পরিপূর্ণ করেন।

শিক্ষকতাঃ

মানব সমাজে সবচেয়ে মর্যাদার স্থান শিক্ষকতার। হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) শিক্ষাজীবন শেষ করার পর পরই ১বছর ফি সাবিলিল্লাহ্ "জামে আশরাফ" এ শিক্ষকতা করেন।

বায়াত গ্রহণ ও খেলাফাত অর্জনঃ

শিক্ষকতার পর তিনি আপন দাদাজান মাখদুমুল মাশায়েখ সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহ্মাহ) এর নিকট "সিলসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরীয়া মুনাওয়ারীয়া মুয়াম্মারিয়াতে" বায়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর মাহ্বুবে ইলাহী (আলাইহির রাহ্মাহ) এর দরবারে এর ইযাযত ও খিলাফত অর্জন করেন এবং আপন সম্মানিত পিতা মাখদুমুল উলামা শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) হতে " সিলসিলায়ে ক্বাদেরীয়া, চিশতীয়া, আশরাফীয়াতে" বায়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর ইযাযত ও খিলাফত অর্জন করেন।

দ্বীন ও সুন্নীয়তের খেদমতঃ

হুজুর মাখদুমূল মাশায়েখ ও শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) এর রূহানী ফয়েজ এর বরকতে তিনি দ্বীন ও সুন্নীয়তের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এসময়ই তিনি বহু গোমরাহ লোকদের সুন্নীয়াতের নূর দেখান এবং বহু

সাধারণ সুন্নীদের সিলসিলায়ে আশরাফীয়াতে মুরীদ করে অসাধারণ করে তোলেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্ তায়ালা উনার বাহ্যিক অপরূপ সৌন্দর্য্যকে অসংখ্য গুনের দ্বারা সুসজ্জিত করেন। জ্ঞান, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, বিনয়, নম্রতা, আপন মাশায়েখগনের আমানতের রক্ষনাবেক্ষণ, সত্যবাদীতা, সাহসীকতা, একনিষ্ঠতা, সাবধানতা, সহানুভুতি, পরপোকারীতা, হাসিখুশী থাকা, সকলের সাথে আন্তরিকতা বজায় রাখা এমন অসংখ্য পবিত্র গুণের দ্বারা মহান আল্লাহ্ উনার আভ্যন্তরীণ সমস্ত পর্যায়কে পবিত্র করেন।
তিনি দিনরাত আপন বুযুর্গানে কেরামের মিশন এর প্রচার ও প্রসারের কাজে রত থাকেন এবং উনার প্রতিটি কাজের পেছনে উদ্দেশ্যই একই যে কিভাবে এই মিশনকে দায়েম ও ক্বায়েম রাখা যায়। শুধুমাত্র এ ব্যাপারে তিনি, কারো কোন কথা ও বাধাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি এগিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রচন্ড নীরবতা ও ধৈর্য্যশীলতার দ্বারা মাখদূমী মিশনের প্রতি আগত প্রতিটি সমস্যা বাধাঁ ও বাধাঁপ্রদানকারীদের দূর্গ ভেঙ্গে চুরমার করে এগিয়ে যাচ্ছেন। ইখলাস, একনিষ্ঠতা ও দুনিয়াবিমুখতা উনার অন্যতম এমন গুণ যা উনাকে দুনিয়া ও তার ধনসম্পদ হতে অমুখাপেক্ষী করে তোলে। উনার আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান মেধা ও চিন্তাশীলতা এবং জোশপূর্ণ কাজ বাতিল ও পথভ্রষ্টদের মহল কাঁপিয়ে তোলে।

হুজুর সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহ্মাই) এর দৃষ্টিতে

হুজুর সারকারে কালাঁ সৈয়্যদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল জীলানী (আলাইহির রাহ্মাই) হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) কে প্রচন্ড ভালবাসতেন। এমনকি দুনিয়া হতে পর্দা করার পূর্বেও কিছু দিন তো হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাতের সামান্য অনুপস্থিতিতে উনি অস্থির হয়ে উঠতেন, এবং বারবার বলতেন "মাহ্মুদ মিয়াঁকে ডাক তার সাথে আমার জরুরী অনেক কথা আছে" এই ধরনের উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, তিনি আপন প্রিয় নাতীর উপর কতটা ভরসা এবং কত ভালবাসতেন। এর চেয়ে বড় প্রমান আর কি থাকতে পারে যে, হুজুর সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহ্মাই) ইন্তেকালের পূর্বে আপন অসিয়ত নামায় লিখেছিলেন যে, " আমার ইন্তেকালের পরবর্তী ৩য় ও ৪০তম দিনের ফাতেহার অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন মাহমুদ মিয়াঁই করবে। তাকে আমি সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছি। আর আল্লাহ্র রহমতে তিনি উনার কথা মতই উক্ত আয়োজন চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেন।

হুজুর সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহমাই) আপন মজলিসে যখনই খানক্বাহ্ ও মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন, "ইজহার মিয়াঁ খানক্বাহ্ ও মাদ্রাসার জন্য নিজের পুরো জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে, এবং তাঁরই পরিশ্রমে মাদ্রাসা ও খানক্বাহ্ এর কাজ এত উন্নত হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না" এ কথা বলেই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু সাথে সাথেই এ কথা বলে উঠতেন "মাহমুদ মিয়ার মাঝে অনেক দূরদর্শীতা, ধৈর্য্য, সাহসীকতা কর্মস্পৃহা রয়েছে। আমার পূর্ন ভরসা আছে যে, সে এই দায়িত্ব সমূহ পালন করতে পারবে এবং আশা আছে, সে আপন পিতার সংকল্পগুলোকে পরিপূর্ন করবে। একদা কিছু ষড়যন্ত্রকারীরা খানক্বাহ ও মাদ্রাসায় এমন পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল যে, ছাত্র, শিক্ষক ও জিয়ারত কারীদের মাঝে এমন আশংকা দেখা দিয়েছিল যে, হয়ত এখানে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যাবে, কিন্তু যখন হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত (সাহেবে সাজ্জাদাহ্) ধৈর্য্যশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলেন তখন হুজুর সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহমাই) খুশি হয়ে বলেন, " এখন আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, মাহমুদ মিয়াঁ মাদ্রাসা ও খানক্বাহ্র সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবে," এ ধরনের অনেক কথা তিনি বহুলোকদের সামনে করতেন।

ডঃ সৈয়্যদ মাযাহির আশরাফ আশরাফী (পাকিস্তান) তিনি হুজুর সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহমাই) এর সাথে এক সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, হুজুর সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহমাই) ইরশাদ করেন, " আমার দাদা আপন ওয়ালী আহাদ (স্থলাভিষিক্ত) এর ওয়ালী আহাদকে দেখেছেন কিন্তু আমি আমার ওয়ালী আহাদের ওয়ালী আহাদকে শুধুমাত্র দেখিনি বরং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাজ ও দেখেছি। এখন আমি প্রশান্তিতে দুনিয়া ত্যাগ করছি যে, " খানক্বাহে আশরাফীয়া হাসানিয়া সারকারে কালাঁ" নিরাপদ হাতে আছে। "জামে আশরাফ" মাশাআল্লাহ্ পরিপূর্ণ উন্নতির পথে আছে। এর ইমারত পরিপূর্ণ ইসলাম ও তার প্রচারের মারকায হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে।" তিনি আরো বলেন হযরত সারকারে কালাঁ আমাকে ৫ মাস পূর্বেও সাক্ষাতে বলেছিলেন যে, " ইজহার মিয়াঁর বয়স ৬০ বছর হয়ে গেছে এবং হৃদরোগে আক্রান্ত কিন্তু আমার নাতি এবং ইজহার মিয়াঁর জানাশী (স্থলাভিষিক্ত) মাশাআল্লাহ্ অনেক গুনী, আলেম, ফাযেল, নওজোয়ান, মুদাব্বির(জ্ঞানী-,সমাধানকারী) এবং অনেক ধৈর্য্যশীল। বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ হাসানী স্বভাবের অধিকারী মূলকথা এই যে, হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাতকে হুজুর সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহমাই) সহ শায়খে আজম ও খান্দানে আশরাফীয়ার সমস্ত বুযুর্গানে কেরাম প্রচুর ভালবাসেন।

সাহেবে সাজ্জাদাহ্ হিসেবে হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী)

হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) এর পর্দা করার পর ১লা জুন ২০১২ সালে তিনি সাজ্জাদানাশীন হিসেবে অভিষিক্ত হন। হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) এর ৪০ দিনের ফাতেহার অনুষ্ঠান ও হুজুর সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহ্মাহ) এর উরস শরীফের অনুষ্ঠানে, খানদানে আশরাফীয়া হাসানিয়া হোসাইনীয়া আহ্মাদীয়ার সমস্ত মাশায়েখ হাযরাতসহ সমস্ত মুরীদ ও ভক্তগন এর সামনে উনার পবিত্র মাথায় তাজ, খেরকা ও আমামা (পাগড়ী) রাখা হয় সবায় একত্রিতভাবে উনার সাজ্জাদানাশীন হওয়ার পত্রে দস্তখত করেন এবং সবায় একে একে উনার সাথে মুসাফাহা, মুয়ানাকা ও মোবারকবাদ পেশ করেন।

দেশে ও বিদেশে উনার অসংখ্য মুরীদ ও ভক্ত রয়েছেন এবং ধারাবাহিক ভাবে সবসময়ই উনার নিকট লোকেরা বায়াত গ্রহন করে মাখদুমী ফয়েজ পেয়ে ধন্য হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালার নিকট সমস্ত আশরাফীদের পক্ষ থেকে এই দোয়াই রইল যে, মহান আল্লাহ সাহেবে সাজ্জাদাহ্ (আস্তানাহ্ আলীয়া আশরাফীয়া) এর ছায়া মোবারক আমাদের মাথার উপর সর্বদা রাখুন এবং উনার পবিত্র সত্ত্বা দ্বারা সিলসিলায়ে আলীয়া আশরাফীয়ার চরম উন্নতি সাধিত হোক এবং মাখদুমী ডঙ্কা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। আমীন, বিজাহে হাবিবিহী সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়ালা আলিহি আজমাঈন।

হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) এর পবিত্র অবদান

হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্মাহ) যে সকল মহান কাজ পরিপূর্ন করে গেছেন, হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) তার প্রসারতা দুনিয়া ব্যাপি ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর খেদমত জারি রাখার জন্য "সৈয়্যদ মাহ্মুদ আশরাফ দারুত্-তাহ্ক্বীক ওয়া তাস্নীফ" প্রতিষ্ঠা করেন। যার মাধ্যমে দ্বীন, সুন্নীয়াত ও ত্বরিকত এর বিভিন্ন বিষয় এর উপর কোরআন হাদীস মোতাবেক কিতাব রচনা করা হয়।

সৈয়্যদ মাহ্মুদ আশরাফ দারুত তাহ্ক্বীক

হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) ২০১৩ সালের মে মাসে কিছাউছা শরীফে "সৈয়্যদ মাহমুদ আশরাফ দারুত্ তাহ্ক্বীক" প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য:-

১। পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কেরামগনের আরবী ও ফার্সী কিতাবসমূহ অনুবাদ করা।
২। মুসলমানগনের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী সাহিত্য রচনা করা।
৩। আশরাফীয়া সিলসিলার বুযুর্গানে কেরামগনের কিতাব সমূহ জন সাধারনের সামনে নিয়ে আসা।
৪। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকাঈদ, মাসায়েল, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকান্ডের বিরোধীদের হামলার ইলমী বিশ্লেষন মূলক উত্তর বই এবং বক্তব্য আকারে প্রকাশ করা।
৫। পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কেরামগনের খেদমত ও অবদান এর বর্ননা নির্ভরযোগ্য সূত্রে একত্রিত করে প্রকাশ করা।
৬। পূববর্তী বুযুর্গানে কেরামগনের দ্বীনি ও ইলমী কিতাব সমূহ সহীহ সনদ ও সংস্করনে প্রকাশ করা।

আহ্‌লে সুন্নাত রিসার্চ সেন্টার

হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) বাতিল ফেরকাহ্ হতে বাচাঁর জন্য, দ্বীন ও সুন্নীয়াতের হেফাজতের জন্য ২০১৫ সালে মুম্বাইতে " আহ্‌লে সুন্নাত রিসার্চ সেন্টার" প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে সুন্নীয়াতের কিতাব সমূহ প্রকাশ করা হয়। যেন সাধারন মানুষ বুঝতে পারে যে, সঠিক ইসলামের মূলরূপ কি এবং নবীজির সুন্নাতের রূপরেখা কেমন। "আহ্‌লে সুন্নাত রিসার্চ সেন্টার" হতে উর্দূ, হিন্দি এবং ইংরেজি এই ৩ ভাষায় বই প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে নিন্মোক্ত ৩টি বই প্রকাশ হয়েছে।
১। "তার্‌কে রাফয়ে ইয়াদাইন"
(অর্থাৎ নামাজে বারবার হাত তোলার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে)
২। "নামাজ মে নাফ কে নীচে হাথ বান্ধনা"
(অর্থাৎ, নামাজে নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে)
৩। " ফিস্‌ক্বে ইয়াযিদ" (অর্থাৎ, ইয়াযিদ এর পাপাচারের ব্যাপারে)

খানক্বাহে আশরাফীয়া ঃ

হুজুর আ'লা হযরত আশরাফী মিয়াঁ ও হুজুর সারকারে কালাঁ সৈয়্যদ মুখতার আশরাফ আশরাফী আল-জিলানী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর দোয়া ও ফয়েজের বরকতে

হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্‌মাই) " খানক্বাহে আশরাফীয়া হাসানিয়া সারকারে কালাঁ (আলাইহির রাহ্‌মাই) " নামে যে আজিমুশ্বান খানক্বাহ শরীফ নির্মান করেন, বর্তমানে তার দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত সৈয়দ মুহাম্মদ মাহ্‌মুদ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (মদ্দাজিল্লুহুল আলী) আছেন। তিনি খানক্বাহ্ শরীফের আবাসিক ভবন নির্মানের কাজ অব্যাহত রেখেছেন যেন ক্রমবর্ধমান যিয়ারতকারীগণের থাকা, খাওয়া ও মাখদুমপাকের যিয়ারতে কোন সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়।

উরসে মাখদুমী ঃ

খানদানে আশরাফীয়ার পূর্ববর্তী মাশায়েখগণের নিয়ম-নীতি ও ক্রমাধারাকে বজায় রেখে প্রতিবছর ২৬, ২৭ ও ২৮ শে মুহার্‌রামুল হারামে কিছাউছা শরীফে খানক্বাহে আশরাফীয়া হাসানিয়া সারকারে কালাঁতে "উরসে মাখদূমী" বিশালভাবে আয়োজন করা হয়। যেখানে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত হতে উরস শরীফে উপস্থিত হওয়ার জন্য ওলামা-মাশায়েখ ও আশেকানে আউলিয়াবৃন্দ মাখদুম পাক (আলাইহির রাহ্‌মাই) এর দরবারে আসেন এবং আপন আপন ইচ্ছাসমূহ পূরণ করে ফিরে যান। উরস শরীফের অনুষ্ঠান নিম্নোক্ত কার্যাবলির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় ঃ

১। ২৬শে মুহার্‌রাম বাদ আসর জামে আশরাফের ছাত্রদের পক্ষ হতে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যা সাহেবে সাজ্জাদাহ্ হুজুরের পবিত্র হাতে সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর ছাত্রদের সাথে যিয়ারত কারীগণ সারিভাবে হাত বেঁধে দাড়িয়ে হুজুর শায়খে আজম (আলাইহির রাহ্‌মাই) এর লিখিত " **তারানায়ে জামে আশরাফ** " পাঠ করার মাধ্যমে মাখদুম পাক (আলাইহির রাহ্‌মাই) এর দরবারে আরজী পেশ করেন। এর কিছুক্ষণ পরই মাদ্রাসা হতে ফারেগপ্রাপ্ত (শিক্ষাসমাপ্তকারী) ছাত্রদের "**খতমে বোখারী** " অনুষ্ঠানে হুজুর সাহেবে সাজ্জাদাহ্ বোখারী শরীফের শেষ হাদীসের উপর আপন নূরানী ও ইরফানী দরস প্রদান করেন।

২। ২৭ শে মুহার্‌রাম নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র দাড়ি মোবারক ও অন্যান্য তাবাররুকাত হুজুর সাহেবে সাজ্জাদাহ্ এর কিয়ামগাহ্ থেকে খানকাহ্ শরীফে জুলুছের মাধ্যমে আনা হয়। এই দৃশ্য কতটা মনমুগ্ধকর তা একমাত্র উপস্থিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। বাদ-আসর হুজুর সাহেবে সাজ্জাদাহ্ এর পবিত্র হাতে নবীজির দাড়ি মোবারক এবং অন্যান্য তাবাররুকাত দেখার জন্য লোকেদের ভীড় জমে যায়। অতঃপর বাদ এশা জামে আশরাফের ফারেগপ্রাপ্ত ছাত্রদের পাগড়ী (দাস্তারে ফযিলত) হুজুরের পবিত্র হাতে পরিধান করানো হয়।

অতঃপর দেশের বিখ্যাত বক্তাদের আলোচনা ও ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

৩। ২৮ শে মুহার্‌রাম হুজুর সাহেবে সাজ্জাদাহ্ এর নেতৃত্বে হুজুরের কেয়ামগাহ্ থেকে খানক্বাহ্ শরীফ পর্যন্ত জুলুছে গাউছিয়া পরিচালিত হয়। অতঃপর বাদ আসর হুজুর সাহেবে সাজ্জাদাহ্ গাউছেপাক (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর পোষাক পরিধান করে দোয়া ও কুলশরীফের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এটা দোয়া কবুলে সময় এবং মাখদুম পাকের ফয়েজ ও বরকত অঝোর ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। এই রুহানী বরকতময় সময়ে যার দো'আ কবুল হয় সে বড়ই ভাগ্যবান। এভাবেই উরস শরীফের অনুষ্ঠানাদি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং ২৯শে মুহার্‌রাম এর সকাল হতে যিয়ারতকারীগণ বিদায় নেয়া শুরু করেন।

আশরাফে সিমনানী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) থেকে খাজায়ে আজমেরী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) পর্যন্ত ঃ

সিলসিলায়ে চিশতিয়ায় মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) মাত্র ৫ (পাচঁ) জন মুর্শীদে কামেলের মাধ্যমে খাজা গরীবে নাওয়াজ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) পর্যন্ত পৌছান। তিনি শায়েখ আলাউল হক্ব পান্ডুবী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) থেকে ইজাযত ও খিলাফত অর্জন করেন। উনি আখি সিরাজুদ্দীন আইনায়ে হিন্দ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) থেকে উনি মাহবুবে ইলাহী খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (আলাইহির রাহ্‌মাহ) থেকে উনি খাজা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর (আলাইহির রাহ্‌মাহ) থেকে উনি খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) থেকে এবং উনি সুলতানুল হিন্দ আতায়ে রাসূল, খাজায়ে খাজেগাঁ, হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ সৈয়্যদ মঈনউদ্দিন চিশতী সাঞ্জেরী আজমেরী (আলাইহির রাহ্‌মাহ) থেকে ইজাযত ও খিলাফত অর্জন করেন। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উনাদের পবিত্র জীবনের কিছু দিক তুলে ধরা হল ঃ

১। সুলতানুল আরেফীন আলাউল হক্ব পান্ডুবী (আলাইহির রাহ্‌মাহ)

তিনি শাহী খানদানের অধিকারী ছিলেন কিন্তু ছোট থেকেই ফকির ও দরবেশদের সাথে প্রচন্ড ভালবাসা রাখতেন। ঘরে কোন জিনিসের কমতি ছিল না কিন্তু উনার মানব সমাজের চেয়ে বেশি জঙ্গল এবং মহল্লার চেয়ে বেশি মরুঅঞ্চল পছন্দ ছিল। বাল্যকাল থেকেই উনার ইবাদাত বন্দেগী ও বুযুর্গীর চর্চা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে মাহ্‌বুবে ইলাহীর খলিফা আখি সিরাজউদ্দিন আইনায়ে হিন্দ (আলাইহির রাহ্‌মাহ) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করে বুযুর্গীয়াতের উচ্চস্তরের মাকাম হাসিল করেন। বর্ণিত আছে যে, যখন

মাহ্বুবে ইলাহী (আলাইহির রাহমাহ), আখি সিরাজ আইনায়ে হিন্দ (আলাইহির রাহমাহ) কে বাংলা রাজ্যে প্রেরণের নিয়ত করলেন তখন তিনি বললেন, হুজুর! সেখানেতো আলাউল হক্ব নামের এক ব্যক্তি বসবাস করে তার উপস্থিতিতে আমার কি প্রয়োজন? তিনি বললেন যাও ভয় পেয়ো না, সে তোমার খাদেম হবে ! মূলত তেমনই হয়েছিল। আর হযরত আলাউল হক্ব পান্ডুবী (আলাইহির রাহমাহ) থেকেই মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (আলাইহির রাহমাহ) বায়াত ও খেলাফত হাসিল করেন। তিনি সিমনাঁ হতে দুই বছর পীরের সন্ধান করতে করতে এস্থানে এসেই বায়াত হন। তিনি আপন পীরের দরবারে ১২ (বার) বছর খেদমত করেন এবং সেখান থেকেই উনার "জাহাঙ্গীর" উপাধী লাভ হয়। শায়েখ আলা উল হক্ব পান্ডুবী (আলাইহির রাহমাহ) এর পবিত্র মাজার শরীফ পশ্চিম বাংলার মালদাহ্ শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে মালদাহ্ ও আসাম হাইওয়ে রোডের পাশে পান্ডুয়া নাম স্থানে অবস্থিত। উনার পবিত্র উরস শরীফ ২৩,২৪,২৫শে রজবুল মুরাজ্জাব পান্ডুয়া শরীফে পরিপূর্ণ রুহানী নিজামের সাথে পালন করা হয়।

২। শায়েখ আখি সিরাজউদ্দিন আইনায়ে হিন্দ (আলাইহির রাহমাহ)

উনার প্রকৃত নাম উসমান। তিনি অযোদ্ধার বাসিন্দা ছিলেন এ কারনে উনাকে আওধী ও বলা হয়। তিনি মাহ্বুবে ইলাহী (আলাইহির রাহমাহ) এর নিকট মুরীদ হন এবং খেলাফত অর্জন করেন। মাহ্বুবে ইলাহী উনাকে আখি সিরাজউদ্দিন বলে ডাকতেন। তিনি আপন শায়খের হুকুমে বাংলা রাজ্যে এসে রুশ্দ্ ও হেদায়াতের প্রদীপ প্রজ্জলিত করেন। উনার পবিত্র সত্ত্বা হতে পুরো ভারতবর্ষে হেদায়াতের আলো পৌছে যায়। হযরত মাহ্বুবে ইলাহীর সমস্ত খলিফাগণ উচ্চমর্তবার অধিকারী ছিলেন কিন্তু শায়েখ নাছিরুদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলবী (আলাইহির রাহমাহ) ও শায়েখ আখি সিরাজউদ্দিন আইনায়ে হিন্দ (আলাইহির রাহমাহ) এর ব্যাপারই অন্যরকম ছিল। এই দুইজন বুজুর্গ থেকে বহুলোকই হেদায়াতের পথপ্রদর্শক হন। মাখদুম আলাউল হক্ব পান্ডুবী (আলাইহির রাহমাহ) উনার মুরীদ ও খলিফা।

উনার মাজার শরীফ মালদাহ্ জেলায়, মালদাহ্ শহর থেকে ১১ কিঃমিঃ দূরে সা'দুল্লাহ্পুর যাকে বাংলার লোক বিকৃত করে "সাদলাপুর" বলে ডাকে ঘন বন ও আমবাগানের মাঝে অবস্থিত।

এখানে রুহানী ও ফয়জানে ভরপুর সামাঁ অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রোতাগণ সবাই রুহানী প্রশান্তি লাভ করেন। উনার উরস মোবারক ১ও২ শাওয়ালে পান্ডুয়া শরীফে উক্ত স্থানটি সাজ্জাদানাশীনের এহতেমামে ভরপুর রুহানিয়্যাতের সাথে পালন করা হয়। উনি ৭৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩। সুলতানুল মাশায়েখ মাহবুবে ইলাহী সৈয়্যদ খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া (আলাইহির রাহমাহ)

উনার পূর্বপুরুষগণ বোখারার অধিবাসী ছিলেন। উনারা লাহোর হতে বাদায়ুন তাশরিফ নিয়ে আসেন। তিনি বাদায়ুনেই ৬৩৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৬ (ষোল) বছর বয়সে দিল্লী তাশরিফ নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি তালক্বিন ও শিক্ষাদানের মধ্যে ব্যস্ত থাকতেন। অতঃপর তিনি পাক-পাটান্ শরীফ তাশরিফ নিয়ে আসেন এবং হযরত খাজা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর (আলাইহির রাহমাহ) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। মারেফাত ও তাছাউফের সমস্ত ধাপ পরিপূর্ণ করার পর বাবা গঞ্জেশকর (আলাইহির রাহমাহ) বলেন, " হে নিজাম ! যাও এবং ভারতবর্ষ নিয়ে নাও। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পন করলাম এবং এই রাজ্যকে তোমার হাতে দিয়ে দিলাম। মাহ্‌বুবে ইলাহী (আলাইহির রাহমাহ) এর সত্তা এমন পবিত্র সত্তা যা চিশতিয়া সিলসিলাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করেন। উনি এবং উনার সম্মানিত খলিফাগনই দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে হেদায়াত ও দ্বীনের প্রচারের মাধ্যমে খাজা গরীবে নেওয়াজ (আলাইহির রাহমাহ) এর মিশনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছান। তিনি ৭২৫হিজরী দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন। আজ নয়াদিল্লীর চমৎকার এলাকাটি "বাস্তিয়ে হযরত নিজামুদ্দীন" নামে পরিচিত। যেখানে উনার পবিত্র মাযার শরীফ অবস্থিত সে স্থানটি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জিয়ারতের কেন্দ্রস্থল হয়ে রয়েছে। উনার উরস মোবারক প্রতি বছর রবিউস ছানি মাসের ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

৪। খাজা ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশকর (আলাইহির রাহমাহ)

উনার প্রকৃত নাম মাসউদ। তিনি ৫৬৯ হিজরীতে জন্মগ্রহন করেন। বাল্যকাল থেকে আল্লাহ্ তায়ালা উনার মাঝে ফকিরী ও দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জযবা দান করেন। তিনি খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (আলাইহির রাহমাহ) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন এবং মারেফাতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নতি সাধন করেন। খাজা কুতুবউদ্দিন (আলাইহির রাহমাহ) উনাকে বায়াত করানোর পূর্বে একাধারে তিনদিন রোজা রাখার হুকুম দেন। ৩য় দিন এক ব্যক্তি কিছু রুটি হাদিয়া দিলেন, রুটি খাওয়ার সাথে সাথে উনার হাজত ধরে এবং যা কিছু মুখে দিয়েছিলেন সব বের হয়ে গেল তিনি পুরো ঘটনা আপন পীরের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন "ঐ রুটি এক মদ বিক্রেতার কামাই থেকে কেনা হয়েছিল, আল্লাহ্‌র করুনা তোমার পেটকে নাপাকী থেকে পাক

রেখেছেন।" তিনি আবার ৩দিন রোজা রাখলেন। ৩য় দিন ইফতারের সময় হলে ইফতার করার জন্য কোন খাবার ছিল না, এভাবেই রাতের এক প্রহর কেটে গেল। যখন ক্ষুধার তীব্রতা প্রচন্ড বেড়ে গেল তখন তিনি কিছু পাথরের টুকরা মুখে দিলে তা চিনিতে পরিণত হয়ে গেল। তিনি মনে করলেন, এটা হয়তো শয়তানী প্রতারনা এই কারণে তিনি তা মুখ থেকে ফেলে দিলেন। যখন অর্ধরাত অতিক্রম হয়ে গেল এবং ক্ষুধার তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেল তিনি আবার কিছু পাথরের টুকরা মুখে রাখলেন আবারো তা চিনিতে পরিণত হয়ে গেল। তখন তিনি বুঝলেন এটা অদৃশ্যের বস্তু। যখন এ ঘটনা পীরের নিকট বর্ণনা করলেন তখন তিনি বলেন, "যাও তোমার সকল কাজ চিনির মত মিষ্টি হবে"। সেই দিন থেকেই উনাকে গঞ্জেশকর নামে স্বরণ করা হয়ে থাকে।

খাজা গরীবে নেওয়াজ (আলাইহির রাহমাহ) বলেন, "ফরিদ এমন "উক্বাব" পাখি যার ঘর (ঠিকানা) ছিদরাতুল মুনতাহায়," তিনি খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (আলাইহির রাহমাহ) এর নিকট বায়াত হন এবং খাজায়ে আজমেরী ও উনাকে মারেফাতের জাম পান করান। তিনি পাকপাটান শরীফ জেলা- শাহীওয়াঁ পাঞ্জাব, যা পাকিস্তানের একটি বিখ্যাত গ্রাম সেখানে ৬৬৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। উনার পবিত্র উরস শরীফ প্রতি বছর মুহার্‌রামের ৫ ও ৬ তারিখ পাকিস্তানের পাকপাটান শরীফে, ভারতের আজমীর শরীফেও উদ্‌যাপন করা হয় যেখানে লক্ষ লক্ষ আশেকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৫। খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (আলাইহির রাহমাহ)

তিনি মধ্য এশিয়ার "ফারগানা" নামক শহরে, "রোশ" নামক এলাকার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদ শরীফে পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেখানেই উনার সাথে খাজা গরীবে নেওয়াজ (আলাইহির রাহমাহ) এর সাক্ষাত হয়। এর কিছুদিন পরই উনি ভারতে আসেন এবং দিন-রাত আপন পীর ও মুরশীদের খেদমতে রত থাকতেন। তিনি শায়খের মারেফাতের নজরের দ্বারা হাক্বিকাত ও মারেফাতের উচ্চ স্তর অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেন। উনার মনোনিবেশ এত গভীর ছিল যে, তিনি এক মুহূর্ত ও আল্লাহর খেয়াল থেকে অমোনযোগী হতেন না। যখন কোন আগ্রহী সাক্ষাতকারী উনার জিয়ারতে আসতেন তখন কয়েক ঘন্টা পর উনার অনুভূত হত যে, কেউ এসেছেন, অতঃপর কথা বলতেন। মহল্লার মধ্যে কোন ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে কয়েকদিন পর উনি বুঝতে পারতেন। খাজা গরীবে নেওয়াজ উনাকে দিল্লী পাঠান তখন সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাসের আমল ছিল। সুলতান উনার মুরীদ ও উনার প্রতি প্রচন্ড ভালবাসা রাখতেন। খাজা

কুতুবউদ্দিন (আলাইহির রাহমাহ) কে খাজা গরীবে নেওয়াজ ভাই, বন্ধু, মিত্র, সাথী, এবং শহীদ ও মুহিব্ব উপাধিতে ডাকতেন। উনি ৬৩৪ হিজরীতে মেহরুলী শরীফে ইন্তেকাল করেন। যা বর্তমানে নয়া দিল্লীর একটি মহল্লা হিসেবে পরিচিত। উনার উরস মোবারক প্রতি বছর ১২, ১৩, ১৪ ই রবিউল আউয়াল শরীফে পরিপূর্ণ ভক্তি ও আদবের সাথে পালন করা হয়।

৬। খাজায়ে খাজেগাঁ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরী (আলাইহির রাহমাহ)

উনাকে সারওয়ারে কায়েনাত, তাজেদারে মদীনা, রাহাতে ক্বালবওসীনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভারতবর্ষে বেলায়াত প্রদান করে পাঠান। এজন্যই উনাকে নায়েবুন্নাবী, আতাউন্নাবী, আতায়ে রাসূল এবং সূলতানুল হিন্দ বলা হয়ে থাকে। গরীব ও অসহায়দের সাহায্য করা উনার অনেক প্রিয় কাজ ছিল একারণে উনাকে "গরীব নেওয়াজ" ও বলা হয়। তিনি আপন পীর ও মুরশীদ খাজায়ে খাজেগাঁ খাজা ওসমান হারুনী (আলাইহির রাহমাহ) এর একাধারে ২০ বছর খেদমত করেন এবং হাক্বীকাত ও মারেফাতের গুপ্ত রহস্যের ভান্ডার হাসিল করেন। উনার পীর ও মুরশীদ উনাকে খিলাফাত দেয়ার পর বলেন, "যাও আমি তোমাকে আল্লাহর নিকট সমর্পন করলাম, মঈনউদ্দীন আল্লাহর বন্ধু এবং সে আমার মুরীদ হওয়ার ব্যাপারে আমি অনেক গর্ব করি। শিরক, মূর্তিপূজা ও পথভ্রষ্টতায় ঘেরা ভারতে ও এর সাথে আরো অনেক দেশে তিনি হেদায়াতের আলো প্রজ্জলিত করেন এবং এ দেশের বহু অমুসলিম, সাধু ও পন্ডিতদের তিনি চিশতীয়া রঙে রঙীন করে প্রকৃত মুসলমান বানান। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ কামিল খলিফা এবং আরিফগণের জাল বিছিয়ে দেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে ইসলামের যা কিছুই আছে, সবই খাজা গরীবে নেওয়াজের (আলাইহির রাহমাহ) তাবলীগ ও ইরশাদের নিদর্শন। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে উনার নৈকট্যের পর্যায় এমনই ছিল যে, ইন্তেকালের সময় উনার কপাল মোবারকে অদৃশ্যে এই লেখা উঠেছিল যে,

هٰذَا حَبِيْبُ اللّٰهِ مَاتَ فِىْ حُبِّ اللّٰهِ

অর্থাৎ ঃ ইনি আল্লাহর প্রিয় এবং উনার ভালবাসাতেই উনার প্রিয় হয়ে গেছেন (অর্থাৎ, ইন্তেকাল করেছেন) ৬ই রজবুল মুরাজ্জাব ৬৩২ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অনেক জাকজমকপূর্ণভাবে উনার উরস শরীফ পালন করা হয়। লক্ষ লক্ষ আশেক্বগণ ১ল রজব থেকে ৯ই রজব পর্যন্ত উরস শরীফে অংশগ্রহণ করেন। ৬ই রজবে কুল-শরীফ হয়।

খাজা বাবা (আলাইহির রাহমাহ) এর দরবারে জিয়ারতের আদব

বুযুর্গণের এটাই আদব যে, খাজা বাবার দরবারের কোন একজন খাদেমকে নিজের উকিল বানিয়ে মাজার শরীফ জিয়ারত করা। আজমীর শরীফে যারা খেদমতরত আছেন উনাদের মধ্যে খাজা সৈয়্যদ ফখরুদ্দীন গারওয়েযী (আলাইহির রাহমাহ) এর বংশদেরকে খানদানে আশরাফী নিজেদের উকিল হিসেবে গ্রহণ করেন। খাজা ফখরুদ্দীন (আলাইহির রাহমাহ) খাজা গরীবে নেওয়াজ (আলাইহির রাহমাহ) এর পীর ভাই এবং খাছ খাদেম ছিলেন। বর্তমানে উনার আওলাদের মধ্যে মাখদুম জাদা সৈয়্যদ হাদী মিয়াঁ ও মেহেদী মিয়াঁ আছেন। উনাদের " উকিলে আশরাফী " বলা হয়। সমস্ত সিলসিলার মুরীদগণের উচিত যেন উনাদের আপন উকিল বানিয়ে খাজা বাবার দরবারে উপস্থিত হয় এবং হাদিয়া পেশ করে।

বিঃদ্রঃ গাউছুল আলম মাহবুবে ইয়াযদানী সৈয়্যদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (আলাইহির রাহমাহ) থেকে খাজায়ে খাজেগাঁ খাজা গরীবে নেওয়াজ (আলাইহির রাহমাহ) পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী এ কারনে দেয়া হল যেন, আশরাফী সিলসিলার মুরীদগণ মাশায়েখে চিশতীয়ার জান্নাতী বুযুর্গগনের জীবনী জেনে উনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে । এবং এর দ্বারা আমল করে চিশতীয়া ফয়েজের দ্বারা ধন্য হতে পারে।

শাজরায়ে হুসাইনিয়া
মানজুম (ছন্দাকারে)

বাখশদে ইয়া রাব শাফিয়ে দোসিরা কে ওয়াস্তে,
সারওয়ারে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ মুস্তাফা কে ওয়াস্তে।

দ্বীন ও দুনিয়া কি মেরি সাব মুশকিলেঁ আসান কার,
হাযরাতে মাওলা আলী মুশকিল কুশাকে ওয়াস্তে।

দূর কারদে মেরে মাওলা মুঝছে হার কারবোবালা,
ছিবতে আসগার উছ শাহিদে কারবালাকে ওয়াস্তে।

মেরে সাজদোঁ কোভি ইয়া রাব কারদে তু যাইনুল ইবাদ
হাযরাতে সাজ্জাদ রা'সুল আউলিয়াকে ওয়াস্তে।

ইল্‌ম্‌হো বেহরে আমাল আওর হার আমালহো যেরে ইল্‌ম্‌,
হাযরাতে বাক্বার ইমাম ও পেশওয়াকে ওয়াস্তে।

সিদ্‌ক্ব হো গুফতার মে আওর সিদ্‌ক্বী হি কিরদারমে
হাযরাতে সাদিক্ব শাহে সিদকো সাফাকে ওয়াস্তে।

সার ঝুকাদুঁ জাব কাহি সুনলুঁ তেরা পেয়ারা কালাম,
মূসা কাযিম শাহে সাবরো রাযাকে ওয়াস্তে।

দে বুলান্দি মুঝকোভী আপনি রাযায়ে খাছছে,
শাহে হামনামে আলীয়ে মুরতাযাকে ওয়াস্তে।

شجرۂ حسینیہ
منظوم

بخش دے یارب شفیع دوسرا کے واسطے
سرور سید محمد مصطفی کے واسطے
دین و دنیا کی مری سب مشکلیں آسان کر
حضرت مولی علی مشکل کشا کے واسطے
دور کر دے میرے مولی مجھ سے ہر کرب و بلا
سبط اصغر اس شہید کربلا کے واسطے
میرے سجدوں کو بھی یارب کر دے توزین العباد
حضرت سجاد راس الاولیا کے واسطے
علم ہو بہر عمل اور ہر عمل ہو زیر علم
حضرت باقر امام و پیشوا کے واسطے
صدق ہو گفتار میں اور صدق ہی کردار میں
حضرت صادق شہ صدق و صفا کے واسطے
سر جھکا دوں جب کہیں سن لوں ترا پیارا کلام
موسی کاظم شہ صبر و رضا کے واسطے
دے بلندی مجھ کو بھی اپنی رضائے خاص سے
شاہ ہمنام علیء مرتضی کے واسطے

শাজরায়ে হাসানিয়া

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল্ আলামীন। ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াস সালামু আ'লা রাসূলিহি মুহাম্মাদিন্ আশরাফীল আম্বিয়ায়ি ও'য়ালা আ'লিহি ওয়া আস্হাবিহি আজ্মাঈন, ইলা ইয়াওমিদ্দীন।

মাযার শরীফ এবং ইন্তেকালের তারিখ ঃ

১। ইলাহী বাহুরমাতে সাইয়েদে আলাম, ফাখরে বানী আদাম, খাতামূল আম্বিয়া, মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। মদীনা শরীফ, ১২ই রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী।

২। ইলাহী বাহুরমাতে হযরতে মুশকিল কুশা মাওলা আলী মুরতাযা (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)। নাজাফে আশরাফ, ২১ শে রমজান ৪০ হিজরী।

৩। ইলাহী বাহুরমাতে ইমাম হুসাইন আলা জাদ্দিহী (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), কারবালায়ে মুয়াল্লা, ইয়াওমে আশুরা ৬১হিজরী।

৪। ইলাহী বাহুরমাতে সাইয়্যেদুনা ইমাম যাইনুল আবেদীন (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), মদীনা মুনাওয়ারা, ৮ই মহররম ৯৪ হিজরী।

৫। ইলাহী বাহুরমাতে সাইয়্যেদুনা ইমাম বাক্বার (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), মদীনা মুনাওয়ারা, ৭ই জিলহজ্ব ১১৪ হিজরী।

৬। ইলাহী বাহুরমাতে সাইয়্যেদুনা ইমাম জাফার সাদেক্ব (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), মদীনা মুনাওয়ারাহ্, ১৫ই রজব, ১৪৮হিজরী।

৭। ইলাহী বাহুরমাতে সাইয়্যেদুনা ইমাম মূসা কাযেম (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), ৬ই রজব, ১৮৩ হিজরী।

৮। ইলাহী বাহুরমাতে সাইয়্যেদুনা ইমাম আলী রাযা (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), মাশহুর মুক্বাদ্দাস, ২১ শে রমজান ২০৩ হিজরী।

৫০

শাজরায়ে সিলসিলা ক্বাদেরীয়া আশরাফীয়া
ছন্দাকারে ও সংক্ষিপ্তাকারে

ইয়া রাব বা মোহাম্মাদ বেহরে আলী বা হাসান সূলতানে দী মাদাদে
বা হাবীব ওয়া তুঁয়ী হাম কারখী বা সির্‌রী ওয়া জুনাইদ ওয়া আমিঁ মাদাদে
বা আবু বাকর ওয়া আবদুল ওয়াহিদ হাম্ বুল ফারাহ ওয়াপায়ঁ হানকারী
বা সায়িদ ওয়া গাউছে জিলানী বা আলী মাহবুবে তারী মাদাদে
পায় আফলাহ আবূল গায়স ওয়া ফাদেল ওবায়দো জালাল শাহে সিমনা
পায় নুরুল আইন ওয়া বাহরে হাছান বা শাহীদে গোঁশানাশীঁ মাদাদে
বা মোহাম্মাদ ও ব্যাহেরে হোসেন ওলী পাঁয়ে আবদে রাসূল ও নুরুল্লাহ্,
বা হেদায়েত ও পীর এনায়েত শাহ পাঁয়ে নাযার ও নাওয়াজ ও শিফাত মাদাদে।
বা নাওয়াজ ওয়া ছিফাত বাক্বালান্দার হক্ব পায়ঁ মানছাব ওয়া আশরাফ বু আহমাদ
পায় মোখতার ওয়া ইজহার ও মাহমুদ মুরশীদেমান বার মুহামিদ হাজী মাদাদে।

شجرۂ سلسلہ قادریہ اشرفیہ
منظوم و مختصر

یارب بہ محمد بہر علی بہ حسن سلطان دیں مددے
بہ حبیب و طاءی ہم کرخی، بہ سری و جنید و امیں مددے
بہ ابو بکر و عبد الواحد ہم بو الفراح و پئے ہنکاری
بہ سعید و غوث جیلانی بہ علی محبوب تریں مددے
پئے افلح و بو الغیث و فاضل عبید و جلال شہ سمنان
پئے نور العین و بہر حسن بہ شہید گوشہ نشیں مددے
بہ نواز و صفت بہ قلندر حق پئے منصب و اشرف بو احمد
پئے مختار و اظہار و محمود مرشد من بر محامد حزیں مددے

শাজরায়ে ক্বাদেরিয়া জালালিয়া আশরাফিয়া হাসানিয়া বাসরিয়্যাহ

১। বাখশদে ইয়া রাব শাফিয়ে দোসিরা কে ওয়াস্তে,
সারওয়ারে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ মুস্তাফা কে ওয়াস্তে।
২। দ্বীন ও দুনিয়া কি মেরি সাব মুশকিলেঁ আসান কার,
হাযরাতে মাওলা আলী মুশকিল কুশাকে ওয়াস্তে।
৩। দূর কারদে মেরে মাওলা মুঝছে হার কারবোবালা,
ছিবতে আসগার উছ শাহিদে কারবালাকে ওয়াস্তে।
৪। কার আতা হুসনে আমালকে সাথ হুসনে খাতেমাহ্
শাহে হাসান বাসরী আমিরুল আউলিয়াকে ওয়াস্তে।
৫। মেরা সিনা হো ইলাহী আওর হো তেরা হাবীব,
শাহে হাবীব আজমী কি শানে দিলরুবা কে ওয়াস্তে।
৬। ইয়া ইলাহী রাঙ্গে দাউদীমে মুঝকো রাঙ্গদে,
হাযরাতে দাউদে ত্বায়ী খুশনুওয়া কে ওয়াস্তে।
৭। ইয়া ইলাহী আম্‌র্ বিল মা'রুফ কি তৌফিক দে,
হাযরাতে মা'রুফ কারখী বেরিয়াকে ওয়াস্তে।
৮। ইয়া ইলাহী মুঝপে হার সির্‌রে খাফী কারদে জালী,
শাহে সিররী সাক্বতী কে কাশ্‌ফে হাক্বনুমাকে ওয়াস্তে।
৯। ইয়া ইলাহী হো জুনুদে হাক্বমে মেরাভী শুমার,
হাযরাতে শায়খে জুনায়দে পারসা কে ওয়াস্তে।
১০। ইয়া ইলাহী দাওলাতে সিদক্ব ও সাফা কারদে নাসীব,
হাযরাতে বু বাক্‌র শিবলী বা সাফাকে ওয়াস্তে।
১১। এক দেখুঁ এক জানুঁ এক কা হোকার রাহুঁ,
আব্দুল ওয়াহেদ শাহ্ তামীমী কি সাখাকে ওয়াস্তে।
১২। দ্বীন ও দুনিয়াকী আতা কারদিজিয়ে সাব ফারহাতেঁ,
হাযরাতে বুল ফারাহ তারতুসে বা খোদাকে ওয়াস্তে।
১৩। ইয়া ইলাহী হুসনে নিয়্যাত, হুসনে ঈমাঁ কার আত্বা,
বুল হাসান হান্‌কারী পীরে হুদাকে ওয়াস্তে।
১৪। আক্বেবাত মেরী মোবারাক, হো মেরী দুনিয়া সাঈদ,
বু সাঈদ শাহ্ মোবারাক বা খোদাকে ওয়াস্তে।
১৬। আল-গায়াছু, আল-গায়াছু, ইয়া-গিয়াছাল আলামিন,
গাউছে আযাম বান্দায়ে ক্বুদরাত নুমাকে ওয়াস্তে।
১৭। জিকরে হাদ্দাদী কি জালওয়াহ্ রেজিয়াঁ কারদে আত্বা,
শাহ্ আলী হাদ্দাদ মেরে পেশওয়াকে ওয়াস্তে।

১৮। বাখশদে ইয়া রাব মুঝে দারাইনকী সারি ফালাহ্,
উস আলী আফলাহ্‌কে যোহদো ইত্তেক্বা কে ওয়াস্তে।
১৯। মুঝপে ইয়া রাব ঝুমকে বারসে তেরা আবরে কারাম,
হাযরাতে বুল-গায়াছ্ উস ব্যাহরে আত্বাকে ওয়াস্তে।
২০। ফায্‌ল ফারমা আওর মুরদাহ্ দিলকো দেদে জিন্দেগী,
ইবনে ঈসা ফাযেলে হাক্ব আশনাকে ওয়াস্তে।
২১। রাত দিন বারসা কারে যওক্বে ইবাদাত কি ঘাটা,
শাহ্ উবায়দ গায়ছী হাক্ব বেরিয়া কে ওয়াস্তে।
২২। দ্বীনকো মেরে জালালত কার আত্বা, এয় যুলজালাল
শাহ্ জালালুদ্দীন বোখারী গাশতীয়াকে ওয়াস্তে।
২৩। দোনোঁ আলামকি শারাফাত বাখ্‌শ্‌দে মাওলামুঝে
আশরাকে সিমনাঁ মেরে গাউছুল ওয়ারাকে ওয়াস্তে।
২৪। আঁখ মে দে নূর, মেরে রিয্‌ক্ব মেদে বারকাতেঁ।
আবদে রাজ্জাক্ব নূরে আইনে আউলিয়াকে ওয়াস্তে।
২৫। মেরী দুনিয়া হো হাসী, আওর মেরা উকবা হো মাসী,
শাহ্ হাসান সারদার বাযমে আতক্বীয়াকে ওয়াস্তে।
২৬। দিলমেহো ইশ্‌ক্বে মুহাম্মদ, লাব পে হো হাম্‌দে খোদা
শাহ্ মোহাম্মাদ আশরাফে শাহীদ হুদাকে ওয়াস্তে।
২৭। মেরা সার হো আওর সওদায়ে মুহাম্মদ মুস্তাফা,
হাযরাতে সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আউলিয়াকে ওয়াস্তে।
২৮। রাহে হাক্বমে মুঝকো জাঁ বাজিকা জায্‌বা কার আত্বা,
শাহ্ হোসাইনে ছানীকে ছাবরও রাযাকে ওয়াস্তে।
২৯। বারকাতোঁছে ভারদে মেরা কাছায়ে দিল এয় কারিম,
হাযরাতে আব্দুর রাসূল পারসাকে ওয়াস্তে।
৩০। নূরে সে ভারপুর হোযায়ে মেরা দিল মেরা সার,
শাহ্ নূরুল্লাহ্ কি নূরানী যিয়াকে ওয়াস্তে।
৩১। মেরা সারহো আওর হো সার মাস্তীয়ে হুব্বেইলাহ্ ,
শাহ্ হেদায়াতুল্লাহ্ মেরে নাখোদাকে ওয়াস্তে।
৩২। বাস এনায়াতহি এনায়াতহো মেরে আল্লাহ্ কি,
শাহ্ এনায়াতুল্লাহ্ কি মেহরো ওয়াফাকে ওয়াস্তে।
৩৩। ইয়া ইলাহী ফায্‌লে আশরাফ রাতদিন মুঝপাররাহে,
সাইয়্যেদ আশরাফ্ সাহেবে জুদো আত্বাকে ওয়াস্তে।
৩৪। এয় খোদা তেরী নাওয়াযিশ হারঘাড়ী মুঝপার রাহে,
শাহে নাওয়াজ উছ ছাহেবে জুদো ছাখাকে ওয়াস্তে।

৩৫। ইয়া ইলাহী উম্‌র্ ভার খাকে দারে আশরাফ রাহুঁ,
ইছ সিফাত্ আশরাফ কে যুহদো বেরিয়াকে ওয়াস্তে।
৩৬। মাস্ত কারদে, মাস্ত রাখ্ আওর আপনে মাস্তোমে উঠা,
হাযরাতে সাইয়্যেদ কালান্দার কি ওয়েলা কে ওয়াস্তে।
৩৭। ইয়া ইলাহাল আলামিন মানছাব মেরা কারদে বুলান্দ,
সাইয়্যেদ মানছাব আলীকে ইরতেক্বা কে ওয়াস্তে।
৩৮। জিস্ তারাফ্ দেখুঁ নাজার আয়ে মুঝে আশরাফ কা নুর,
হাযরাতে আশরাফ হোসাইন আশরাফ নুমাকে ওয়াস্তে।
৩৯। ইয়া ইলাহী, হাম্‌দ্ ছে তেরী কাভি গাফেল না হুঁ,
শাহ্ বু আহ্‌মাদ হামারে পেশওয়াকে ওয়াস্তে।
৪০। হামপে আহ্‌মাদ কাহো ছায়া, হামপে আশরাফ কা কারাম,
সাইয়্যেদী মুখতার আশ্‌রাফ বা ছাফাকে ওয়াস্তে।
৪১। ইয়া ইলাহী বাখ্‌শ্‌দে হাম সাবকো তু রোযে জাযা,
সাইয়্যেদী ইজহার আশরাফ রাহনুমাকে ওয়াস্তে।
৪২। হাযরাতে মাহ্‌মুদ আশরাফ কী ইয়েহি হে ইলতেজা
খাতেমা বিল খায়রহো খাইরুল ওয়ারাকে ওয়াস্তে।

শাজরাহ সিলসিলায়ে কাদেরিয়া জালালিয়া আশরাফীয়া হাসানিয়া বাসরিয়া।

১। ইলাহী বাহুরমাতে সাইয়েদে আলাম, ফাখরে বানী আদাম, খাতামূল আম্বিয়া, মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। মদীনা শরীফ, ১২ই রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী।
২। ইলাহী বাহুরমাতে হযরতে মুশকিল কুশা মাওলা আলী মুরতাযা (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)। নাজাফে আশরাফ, ২১ শে রমজান ৪০ হিজরী।
৩। ইলাহী বাহুরমাতে ইমাম হুসাইন আলা জাদ্দিহী (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), কারবালায়ে মুয়াল্লা, ইয়াওমে আশুরা ৬১হিজরী।
৪। ইলাহী বাহুরমাতে খাজা বাসরী (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) উরস শরীফ ১৭-ই মুহাররামুল হারাম ১১০হিঃ-
৫। ইলাহী বাহুরমাতে হযরত খাজা হাবীব আজমী (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ ৩ রবিউল আখির ১৫৬ হিঃ-
৬। ইলাহী বাহুরমাতে হযরত শায়খ দাউদ ত্বায়ী (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ ২৭-রবিউল আখির, ১৬৫ হিঃ-
৭। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরত শায়খ মারুফ কারখী (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ ২ মুহাররাম -২০০ হিঃ-

৮। ইলাহী বাহুরমাতো আবুল হাসান সিররী সাক্বতী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ- ৩ রমজান, ৩৫৩ হিঃ-
৯। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা জুনায়েদ বাগদাদী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ ২৭ রজব ২৯৭ হিঃ-
১০। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত আবু বকর শিবলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ-২৭-রজব ৩২৪ হিঃ-
১১। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরত শায়খ আবুল ফায্ল্ আব্দুল ওয়াহেদ তামীমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মাক্বরারাহ ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ, ২২ জামাদিউল আখির, ৪২৫ হিঃ-
১২। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত আবুল ফারাহ তারতুসী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ, ৩ শাবান, ৪৪৭ হিঃ-
১৩। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত আবুল হাসান হানকারী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ ১লা মুহাররাম, ৪৮৬ হিঃ-
১৪। ইলাহী বাহুরমাতে হযরত শায়খ আবু সাঈদ মুবারাক মাখযুমী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ, ১লা মুহাররাম, মতান্তরে ৭-ই শাবান ৫১২হিঃ-
১৫। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত গাউছে আজম মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী সাইয়্যেদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ-১১ই রবিউস সানী ৫৬১ হিঃ-
১৬। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত শায়খ আলী হাদ্দাদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইয়ামান।
১৭। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত শায়খ আবু আফলাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইয়ামান,
১৮। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত শায়খ কুতুব ইয়ামান আবুল গায়ছ ইবনে জামীল (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইয়ামান।
১৯। ইলাহী বাহুরমাতে শায়খ ফাযেল ইবনে ইসা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইয়ামান।
২০। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত শায়খ মুহাম্মদ উবায়দ গায়ছী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইয়ামান।
২১। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাতে সাইয়্যেদ মাখদুম জালালুদ্দীন বোখারী জাহানীয়া জাহাঁগাস্ত (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ওজা শরীফ পাঞ্জাব।
২২। ইলাহী বাহুরমাতে গাউছুল আলাম মাহ্মুবে ইয়াযদানী তারেকুস সালতানাত মাখদুম সুলতান আউহুদ্দীন মীর সাইয়্যাদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ ২৮-শে মুহাররামুল হারাম ৮০৮ হিঃ-
২৩। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত হাজীউল হারামাইন মাখদুমুল আফাক্ব শায়খুল ইসলাম হাযরাত সাইয়্যাদ আব্দুর রাজ্জাক্ব নূরুল আইন, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ ৭-ই যিলহিজ্জা ৮৭২ হিঃ-
২৪। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হাসান খাল্ফে আকবার, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ ৮৮২ হিঃ

২৫। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ মুহাম্মাদ আশরাফ উরফ শাহ্ শাহীদ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ ৯০৯/৯১০ হিঃ
২৬। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
২৭। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ হুসাইন ছানী সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
২৮। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত আব্দুর রাসূল সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
২৯। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ নুরুল্লাহ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩০। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ হিদায়াতুল্লাহ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩১। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ এনায়াতুল্লাহ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩২। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ নাজার আশরাফ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩৩। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ নাওয়াজ আশরাফ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩৪ ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ সিফাত আশরাফ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩৫। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ কালান্দার বাখ্শ্ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ, ১২৫০হিঃ।
৩৬। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যেদ মানছাব আলী সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ,১৩০৭ হিঃ।
৩৭। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত মাওলানা আলহাজ্ব সাইয়্যেদ শাহ্ আবু মুহাম্মাদ আশরাফ হুসাইন সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ, ২৫ মুহার্‌রাম ১৩৪৮হিঃ।
৩৮। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত মাওলানা আলহাজ্ব সাইয়্যেদ শাহ আবু আহ্মাদ আল-মাদউ মুহাম্মাদ আলী হোসাইন আশরাফী জীলানী সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ, ১১ই রজব ১৩৫৫হিঃ।
৩৯। ইলাহী বাহুরমাতে শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন মাখদুমুল মাশায়েখ মাওলানা আলহাজ্ব আবুল মাসউদ সাইয়্যেদ শাহ্ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ, ৯ রজব, ১৪১৭ হিঃ, ২১ নভেম্বর ১৯৯৬ খ্রিঃ।

৪০। ইলাহী বাতুফায়লে ক্বায়েদে মিল্লাত শায়খে তারিক্বাত, রাহনুমায়ে আহ্‌লে সুন্নাত, তাজুল মাশায়েখ মাওলানা আলহাজ্ব সাইয়্যেদ শাহ্ মাহ্‌মুদ আশরাফ সাহেব ক্বিবলা (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আলীয়া আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ।

৪১। ইলাহী বাতুফায়লে আলহাজ্ব শাহ্ সাইয়্যেদ মুখতার আশরাফ উরফ মুহামিদ আশরাফ আশরাফী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) ওয়ালী আহাদে সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ, কিছাউছা শরীফ।

শাজরাহ্ সিলসিলায়ে ক্বাদেরিয়া আশরাফীয়া মুনাওয়ারিয়া মুআম্মারিয়া

১৪। আল-গিয়াছু, আল-গিয়াছু ইয়া গিয়াছাল আলামিন,
গাউছে আজম বান্দায়ে কুদরাত নুমাকে ওয়াস্তে।

১৫। দিলকো ইরফাঁ দে মেরে দিলকো মুনাওয়ার জাল্‌দ্‌কার,
শাহ্ দুলা আওর মুনাওয়ার কি জিয়াকে ওয়াস্তে।

১৬। কার আতা মুঝকোভি আবুল ফাক্বর ফাখরী কা মাক্বাম,
মিলা ইখওয়ান্দ ফাক্বিরে বা নাওয়াকে ওয়াস্তে।

১৭। ইয়া ইলাহী ফাক্বর কী মুঝকো ইমারাত কার আতা,
উস্ আমীরে কাবুলী বা হওসলাকে ওয়াস্তে।

১৮। ইয়া ইলাহী হাম্‌দ্ সে তেরী কাভী গাফেল নাহুঁ,
শাহ্ বু আহ্‌মাদ হামারে পেশওয়াকে ওয়াস্তে।

১৯। আহ্‌মাদে মুখতার কা জিল্লে কারাম সারপার রাহে,
সাইয়েদী মুখতার আশরাফ বা ছাফাকে ওয়াস্তে।

২০। তেরে জিক্‌র ও শুক্‌র কা ইজহার মে কারতা রাহু,
হাযরাতে ইজহার আশরাফ বেরিয়াকে ওয়াস্তে।

২১। ইয়া ইলাহী দ্বীন ও দুনিয়ামে মুঝে মাহ্‌মুদ কার,
ক্বায়েদে মিল্লাত কী পাকিযা দোয়াকে ওয়াস্তে।

২২। এক মুহামিদ হি কিয়া সাবপেহো তেরা কারাম,
ক্বাদেরী দারবারকে সাব আউলিয়াকে ওয়াস্তে।

شجرہ سلسلۂ قادریہ اشرفیہ منوریہ معمریہ

الغیاث الغیاث یا غیاث العالمین
غوث اعظم بندۂ قدرت نما کے واسطے
دل کو عرفاں دے مرے دل کو منور جلد کر
شاہ دولہ اور منور کی ضیا کے واسطے
کر عطا مجھ کو بھی اب الفقر فخری کا مقام
ملا اخوند فقیر باتوا کے واسطے
یاالٰہی فقر کی مجھ کو امارت کر عطا
اس امیر کابلی باحوصلہ کے واسطے
یاالٰہی حمد سے تیری کبھی غافل نہ ہوں
شاہ بو احمد ہمارے پیشوا کے واسطے
احمد مختار کا ظل کرم سر پر رہے
سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے
تیرے ذکر و شکر کا اظہار میں کرتا رہوں
حضرت اظہار اشرف بے ریا کے واسطے
یاالٰہی دین و دنیا میں مجھے محمود کر
قاء و ملت کی پاکیزہ دعا کے واسطے
ایک محامد ہی کیا سب پہ ہو تیرا کرم
قادری دربار کے سب اولیاء کے واسطے

শাজরাহ্ সিলসিলায়ে ক্বাদেরিয়া আশরাফীয়া মুনাওয়ারিয়া মুআম্মারিয়া
(মাজার ও উরস শরীফের তারিখ)

১৪। ইলাহী বাহুরমাতে গাউছে আজম মাহ্বুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী মীর আবু মুহাম্মাদ সাইয়্যেদী মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), বাগদাদ শরীফ, ১১ রবিউস সানী, ৫৬১ হিঃ।
১৫। ইলাহী বাহুরমাতে হযরত শাহ্ দুলা গুজরাতি (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) গুজরাত।
১৬। ইলাহী বাহুরমাতে হযরত শাহ্ মুনাওয়ার এলাহাবাদী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এলাহাবাদ।
১৭। ইলাহী বাহুরমাতে শাহ্ মোল্লা এখওয়ান্দ রামপুরী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) রামপুর।
১৮। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত শাহ্ আমীর কাবুলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কাবুল।
১৯। ইলাহী বাহুরমাতে শায়খূল মাশায়েখ আবু আহমাদ সাইয়্যেদ আলী হুসাইন আশরাফী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সাজ্জাদানাশীঁ, কিছাউছা শরীফ, ১১ রজব ১৩৫৫ হিঃ।
২০। ইলাহী বাহুরমাতে মাখদুমুল মাশায়েখ হাযরাত মাওলানা আলহাজ্ব আবুল মাসউদ সাইয়্যেদ শাহ্ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সাজ্জাদানাশীঁ, কিছাউছা শরীফ ৯ রজব ১৪১৭হিঃ
২১। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত শায়খে আজম মাওলানা আলহাজ্ব সাইয়্যেদ শাহ্ মোহাম্মাদ ইজহার আশরাফ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আলীয়া আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ কিছাউছা শরীফ ২৯শে রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০১২খ্রিঃ বুধবার।
২২। । ইলাহী বাতুফায়লে ক্বায়েদে মিল্লাত শায়খে তারিক্বাত, রাহনুমায়ে আহ্লে সুন্নাত, তাজুল মাশায়েখ মাওলানা আলহাজ্ব সাইয়্যেদ শাহ্ মুহাম্মাদ মাহ্মুদ আশরাফ সাহেব ক্বিবলা (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আলীয়া আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ।
২৩। । ইলাহী বাতুফায়লে আলহাজ্ব শাহ্ সাইয়্যেদ মুখতার আশরাফ উরফ মুহামিদ আশরাফ আশরাফী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) ওয়ালী আহাদে সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ, কিছাউছা শরীফ।

শাজরাহ্ খাজেগান সিলসিলায়ে আলীয়া
চিশতীয়া নিজামীয়া আশরাফীয়া
ছন্দকারে ও সংক্ষিপ্তকারে

ইয়া রাব বা মোহাম্মাদ বেহরে আলী বা হাসান সূলতান দী মাদাদে
বিন যায়েদ ওয়া ফুজায়েল ওয়া ইব্রাহিম ওয়া হুজাইফা আমিনুদ্দি মাদাদে
পায়ঁ মুমশাদ বু ইসহাক আহমাদ হাম শাহ্ মোহাম্মাদ বু ইউসুফ
মাউদুদ শরীফ হাম উছমান বা মঈন ওয়া কুতুবুদ্দীন মাদাদে
বা ফারীদ ওয়া নিজাম ওয়া সিরাজ ওয়া উলা পায়ঁ আশরাফ ওয়া
নুরুল আইন ওয়ালি,
বা হুসাইন ওয়া তাজ ওয়া জাফার হাম হাজি পায়ে শামসুদ্দী মাদাদে
পায়ঁ রাজু আহমাদ ফাতহুল্লাহ বা মুরাদ ওয়া বাহা ওয়া তাওয়াক্কুল মান
বাহরে দাউদ ও নিয়াজ আশরাফ পায়েঁ আশরাফ নেক তারী মাদাদে
বাহুরমাতে শাহ্ আবু আহ্মাদ আঁলা হাযরাত আশরাফী সাজ্জাদানাশীন
আজ ফায়জে কারাম মোখতার আশরাফ সাজ্জাদানাশীন সারকারে কালাঁ
পায়ঁ মোখতার ও ইজহার ও মাহমুদ মুর্শিদে মান বার মুহামিদ হাজী মাদাদে।

شجرہ خواجگان سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ
منظوم و مختصر

یارب بہ محمد بہر علی بہ حسن سلطان دیں مددے
بن زید و فضیل وابراھیم وحذیفہ امین الدیں مددے
پنے ممشاد بواسحاق احمد ہم شاہ محمد بو یوسف
مودود و شریف ہم عثماں بہ معین قطب الدیں مددے
بہ فرید و نظام و سراج و علائے اشرف و نور العین ولی
بہ حسین و تاج و جعفر ہم حاجی پنے شمس الدیں مددے
پنے راجو احمد فتح اللہ بہ مراد و بہا توکل من
بہر داؤد و نیاز اشرف پنے اشرف نیک تریں مددے
بحرمت شاہ بو احمد اعلی حضرت اشرفی سجادہ نشیں
(از فیض کرم مختار اشرف سجادہ نشیں سرکار کلاں)
پنے مختار و اظہار و محمود مرشد من بر محامد حزیں مددے

শাজরাহ্ খাজেগান সিলসিলায়ে আলীয়া চিশতিয়া নিজামীয়া আশরাফীয়া ছন্দাকারে

উঠে হ্যা হাত মেরে রাতদিন দোয়া কে লিয়ে
ঝুকায়ে সারহু শাবওরোজ কিবরিয়াকে লিয়ে,
ইলাহী তেরে কারাম আওর তেরী আত্বা কে লিয়ে।

১। হ্যা বাল বাল মেরা মা'সিয়াত কা গাঞ্জিনা,
ইলাহি তুঝকো দেখাউঙ্গা কেয়ছে মুহ্ আপনা
কারিম কারদে কারাম আপনে মুস্তাফা কে লিয়ে।

২। হামারি দুনিয়া হ্যা এক মুশকিলাত কি দুনিয়া
গুনাহ্গার হ্যা হাম আক্বিবাত কা হ্যা খাতরা,
সাহারা দে দে হামে আপনে মুরতাযা কে লিয়ে।

৩। ইলাহি হুসনে আমাল কি মিলে মুঝে তৌফিক্ব,
তেরী মাদাদ হো বেহের হাল মেরা খায়র রাফিক্ব,
হুজুর খাজা হাসান শাহ্ আউলিয়াকে লিয়ে।

৪। ইলাহী দীদকো মেরী ওহ্ জওকে ওয়াহদাত দে,
যো ওয়াহাম আলামে কাছরাতকে মীটাদে নাক্বশে,
উছ আব্দে ওয়াহিদ সারদার আতক্বিয়াকে লিয়ে।

৫। তু আপনে ফাযল কা মুঝকো বানাদে সারে চাশমা
না ম্যা নাপাছ মেরে কোয়ী ভি রাহে পেয়াসা,
হুজুর খাজা ফুযায়ল এয়ছে না খোদা কে লিয়ে।

৬। তেরি রাযাপে ঝুকায়ে রাহু সারে তাসলিম,
নাছুটে হাতছে দামানে দ্বীনে ইব্রাহিম,
ইলাহী খাজা ইব্রাহীম বাদশাহ্ কে লিয়ে।

৭। জাব আয়েঁ ফে'লে ছাদীদ ওয়া ক্বাবিহ মিযাঁ মে
তো হায্ফ্ মেরে গুনাহোকো তু ফারমাদে,
ছাদীদে দ্বী হোযায়ফা কে ইত্তিক্বা কে লিয়ে।

৮। ইলাহী যোর আত্বা কারদে মেরী হিম্মাত কো,
কে আপনি আঁখোমে রাখলূঁ তেরী আমানাত কো,
আমীনে দ্বী হাবিরাহ্ খোদা নুমাকে লিয়ে।

৯। বাহাক্কে খাজায়ে মুমশাদ যো দোয়া হোমেরি,
তো উসকো দেদে ইলাহী উলু দীওয়ারী,
তু আপনে ফাযলো কারাম কে লিয়ে আত্বা কে লিয়ে।

১০। নামুদ কি হো তামান্না নামুঝকো হো খাহিশে নাম,
রাহু ইলাহী হামেশা গোলামে খাজায়ে শাম,
হুজুর খাজা বু ইসহাক্ব মুক্বতাদা কে লিয়ে।
১১। ইলাহী সাগার আব্দাল কা মিলে জুরআহ্,
কে জিসকো হাযরাত বু আহ্মাদ ওয়ালী নে পিয়া,
তাড়াপ রাহাহু উছি রাহ্মে ফানা কে লিয়ে।
১২। ইলাহী খাব মে ইউ লুত্ফ্ সারমাদি হো যায়ে,
কে মুঝকো দীদে জামালে মুহাম্মাদী হো যায়ে,
ইবনে আবু আহমাদ চিশতী হাক্ব আশনা কে লিয়ে।
১৩। ঝুকারাহে সার তাসলিম লাব পে না আয়ে উফ,
বাহাক্কে নাছিরে দ্বীঁ খাজা আবু ইউসুফ,
জীউঁ মারুঁ তো বাস্ আল্লাহ কী রাযা কে লিয়ে।
১৪। কুছ এয়ছা মুঝপে কারাম কারদে মেরে রাব্বে ওয়াদুদ,
কে কুতুবে দ্বীঁ মেরে শাহ্ খাজায়ে মাউদুদ,
কারুঁ দাওয়াদো মুহাব্বাত মেরে খোদাকে লিয়ে।
১৫। ইলাহী বান্দাহ পে এয়ছাহো তেরা লুত্বফে লাত্বিফ,
বাহাক্কে জিন্দানী খাজা শারীফ ইবনে শারীফ,
কে মারতা জিতা রাহু দ্বীনে মুস্তাফাকে লিয়ে।
১৬। ইলাহী বাড়তী রাহে মেরী দাওলাতে ঈমাঁ
বাহাক্কে হারুনী ইয়ানী খাজায়ে উসমাঁ,
জীউঁ খোদাকে লিয়ে আওর মারুঁ খোদাকে লিয়ে।
১৭। ইলাহী জাউঁ কাহা হোকে ম্যা তেরা মাঙ্গতা,
মেরে মুঈন মাদাদ কার, মাদাদ কার মেরে দাতা,
মুঈনে দ্বীঁ শাহেনশাহে আউলিয়াকে লিয়ে।
১৮। ক্বাবরও হাশর হো ইয়া ম্যা রাহুঁ ইলাহী কাহিঁ
না ছুটে হাত সে দামানে খাজা কুতুবুদ্দীঁ
মেরী দোয়াহে উসি এক মুদ্দাআ কে লিয়ে।
১৯। তেরা গোলামভী গার শীরীঁ কাম হো যায়ে,
তো শাহে গাঞ্জে শাকার তেরা নামহো যায়ে,
ফারীদে দ্বীঁ কী ইয়াকতায়ী কার আত্বা কে লিয়ে।
২০। ইলাহী সাগারে সুলত্বাঁ কা কোয়ী ক্বাতরা,
ইলাহী আবরে কারামাত কা মুঝপে এক ছিটাঁ
নিজামে দ্বীঁ কী মাহ্বুব হার আদাকে লিয়ে।

২১। ইলাহী মেরী বাছীরাত কো ওহ্ তারাক্কী দে,
কে জিস চেরাগ কো দেখুঁ নাজার তুঝিপে পাড়ে,
সিরাজে হাক্ব কে লিয়ে তেরে আয়নাকে লিয়ে।
২২। ইলাহী বান্দাহ্ পে ওহ্ ইলতেফাত ফারমা দে,
যো দ্বীন ও দুনিয়াকো গাঞ্জেনাবাত ফারামাদে,
আলায়ে হাক্ব মেরে সুলতান পাড়ুয়াকে লিয়ে।
২৩। কোয়ী ভি মানজিলে মাক্বছুদ আব নাহো দুশওয়ার,
হার এক কাশতিয়ে উম্মিদ কাহো বেড়া পার,
হুজুর আশরাফ সারদারে কাফেলা কে লিয়ে।
২৪। ইয়াহাভী আচ্ছিহো ইয়া রাব ওয়াহাঁ ভী আচ্ছিহো,
কাহীঁ ভী রোজীমে মেরী কাভী না তাঙ্গীহো,
জানাব বান্দায়ে রাজ্জাক্ব বা খোদা কে লিয়ে।
২৫। জিহাদে নাফ্স কী তাক্বাত মুঝে আত্বা কারদে,
তেরে সেওয়া নামেরা দিল কাহীঁ কিছিছে ডারে,
হোসাইন সাইয়্যেদ কাত্তাল সুরমাকে লিয়ে।
২৬। রাহে ইলাহী না বান্দাহ্ তেরা কাহীঁ মুহতাজ,
তেরী ফাক্বিরীকা সার পার রাহে হামেশা তাজ,
জানাবে তাজে আউধী বা ছাফা কে লিয়ে।
২৭। ইলাহী দাওলাতে ঈসাঁ সে হুঁ মালামাল,
হার আচ্ছে হাল সে বাড়হ্কার হো মেরা ইসতেক্বলাল,
জানাবে সাইয়্যেদ জাফার শাহে হুদা কে লিয়ে।
২৮। দে ওহ্ রওশনী যো রওশান কারে জামীন ও জামা,
ওহ্ রওশনী যো বানে সাইয়্যেদ চেরাগে জাহাঁ,
উঠায়ে হাত হুঁ ইয়া রাব উসি জিয়াকে লিয়ে।
২৯। হো লাবপে হাম্দে খোদ আওর যাবাঁ হো ওয়াক্বফে দুরুদ,
হো এয়ছি জিন্দেগী তো জিন্দেগীভি হো মাহমুদ,
জানাবে সাইয়্যেদ মাহ্মুদ পারসাকে লিয়ে।
৩০। যাবাঁ ওয়া দিলপে রাহে লা ইলাহা ইল্লাহু,
বাহাক্কে হাযরাতে সুলতানো সাইয়্যেদ রাজু,
ইলাহী তেরেহি খওফ্ ও তেরী রাযা কে লিয়ে।
৩১। আগার হো মুঝপে ইলাহী তেরে কারামকি মাদাদ,
তো দিলমে জিক্রে খোদাহো যাবাঁ পে হাম্দ্,
জানাবে সাইয়্যেদ আহ্মাদ কে ইত্তিকা কে লিয়ে।

৩২। ফাক্বির হো কে মে সামঝু কে হো গায়াহু শাহ্,
আগার কারাম কারে মুঝপে হুজুর ফাত্হুল্লাহ্,
ইলাহী ভীক্ দে উস্ মেরে পেশওয়াকে লিয়ে।
৩৩। ইলাহী সুয়াল সুনলে গারীবো কী ইতনিসি ফারিয়াদ,
কে হার সুয়াল কী আগোশ মে হো মেরী মুরাদ,
মুরাদ মেরী কাশ্তী কে উস না খোদাকে লিয়ে।
৩৪। মুঝে মিলে মেরী ক্বিমাত মুঝে হে ইসকা ইয়াকীঁ,
কারাম কারেঁ যো মেরে হালপার বাহাউদ্দীঁ,
মে কাররাহা ইলতেজা উসি বাহাকে লিয়ে,
৩৫। যাইফ বান্দাহ্কে বাযুকো ইউঁ কাওয়ি কারদে,
যো দোজাহাঁ সে ইলাহী মুঝে গানী কারদে,
শাহে তাওয়াক্কুল আলী সাহেবে গেনাকে লিয়ে।
৩৬। ইলাহী হাযরাতে দাউদকা সুনুঁ নাগমা,
বাস্ এক ওয়াজদ্ মে হো যায়ে ত্যায়ফানা ও বাক্বা,
জানাবে সাইয়্যেদ দাউদ রাহনুমা কে লিয়ে।
৩৭। ইলাহী সাদ্ক্বাহ্ ও হাজ্ব হো কে রোজাহো কে নামাজ,
জাহাভী হো ওহ্ বানে তেরী বাজ্ম্ রাযো নেয়ায,
নেয়ায আশরাফ সারদার বা ছাফা কে লিয়ে।
৩৮। হামারী কাশতিয়ে মাক্বছাদ কো উসকা সাহিলদে,
ইলাহী আপনী ইবাদাত কা যওক্বে কামিল দে,
জানাবে আশরাফ হোসাইন এয়সে বেরিয়াকে লিয়ে।
৩৯। আযিযে দিল মুঝে কারদে আগার খোদায়ে আযিয,
তো এক চিজ বানে উস্কা বান্দায়ে নাচিজ,
আলী হোসাইন খুশ আতওয়ার খুশ আদাকে লিয়ে।
৪০। ইলাহী জামে মুহাব্বাত কা কারদে মাত্ওয়ালা,
পিউঁ মে মুরশীদে বারহাক্বকা রাতদিন পেয়ালা,
হুজুর সাইয়্যেদ মুখতার বা সাফাকে লিয়ে।
৪১। ইলাহী রাতওদিন তেরে কারাম কি বারিশ হো,
রাহে মুরশীদ কা ছায়া জাব কায়ামাত কী তাবিশহো,
সাইয়্যেদী ইজহার মেরে মুক্বতাদা কে লিয়ে।
৪২। ইলাহী হাযরাতে মাহ্মুদ আশরাফ পেহী নেহি মাউক্বুফ,
হার আশরাফী কে লিয়ে দোয়ামে হুঁ মাসরুফ,
তু সাবকো বাখ্শ্ দে ইনসারে আউলিয়া কে লিয়ে।

শাজরাহ্ মাশায়েখে সিলসিলাহ্ আলীয়া
চিশতীয়া নিজামীয়া আশরাফীয়া
মাজার শরীফ ও ইন্তেকালের তারিখঃ

১। ইলাহী বাহুরমাতে সাইয়্যেদ আলাম, ফাখরে বানী আদাম, খাতামূল আম্বিয়া, মুহাম্মাদ মুস্তাফা ( ) । মদীনা শরীফ, ১২ই রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী।

২। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরতে মুশকিল কুশা মাওলা আলী মুরতাযা ( ) । নাজাফে আশরাফ, ২১ শে, রমজান ৪০ হিজরী।

৩। ইলাহী বারহুরমাতে হাযরাত খাজা হাসান বাসরী ( ), বাসরা, ১১০হিঃ।

৪। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা আব্দুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ ( ), বাসরা, ১৭৬হিঃ।

৫। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা ফুযায়ল ইবনে আয়াজ ( ) ১৮৭হিঃ।

৬। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা সুলতান ইব্রাহিম ইবনে আদ্হাম ( ), শাম ১৬৬হিঃ/১৬৭হিঃ।

৭। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা ছাদীদুদ্দীন হুজায়ফা মিরআশী ( ), শাম, ১৪ শাওয়াল।

৮। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা আমিনুদ্দীন হাবিরাহ বাসরী ( ), মুত্তাছিল বাসরা, ১৮শাওয়াল ২৮৭হিঃ/২৮৯হিঃ।

৯। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা মুমশাদ উলু ও দ্বীওয়ারী ( ), ২৯৯ হিঃ।

১০। ইলাহী বাহুরামাতে হাযরাত আবু ইসহাক শামী ( ), উক্কাশাম।

১১। ইলাহী বাহুরমাতে খাজা আবু আহ্মাদ অবদাল চিশতী ( ) হেরাত চিশ্ত্ ৩৫৫ হিঃ।

১২। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা মুহাম্মাদ ইবনে আবু আহ্মাদ চিশ্তী ( ), হেরাত, ৪১১ হিঃ।

১৩। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা নাছিরুদ্দীন আবু ইউছুফ চিশতী ( ), হেরাত চিশ্তী , ৪৫৯ হিঃ।

১৪। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা কুতুবুদ্দীন মাওদুদ চিশতী ( ) চিশ্ত, ৫২৭ হিঃ।

১৫ ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা হাজ্বী শরীফ জিন্দানী ( ) শাম, ৩ রজব, ৬১২ হিঃ

১৬। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজ উসমান হারুনী ( ) মাক্কা মুয়াজ্জামাহ্ , ৬১৭ হিঃ।

১৭। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজায়ে খাজেগাঁ গারীব নাওয়াজ সুলতানুল হিন্দ মুঈনুদ্দীন হাসান সাঞ্জেরী চিশ্‌তী আজমেরী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আজমের শরীফ ৬ রজব , ৬৩৩ হিঃ।

১৮। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা কুতুবুদ্দীন বাখ্‌তিয়ার কাকী আউশী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মেহরুলী, দিল্লী, ১৪ রবিউল আউয়াল, ৬৩৪ হিঃ।

১৯। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা মাসউদ বাবা ফারিদুদ্দীন গাঞ্জে শাকার (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) পাক পাটান, ৬৬৯ হিঃ।

২০। ইলাহী বাহুরমাতে খাজা সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দীন মাহবুবে ইলাহী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) দিল্লী।

২১। ইলাহী বাহুরমাতে খাজা উছমান আখি সিরাজুল হাক্ব ওয়াদ্দীন আয়েনায়ে হিন্দ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

২২। ইলাহী বাহুরমাতে খাজা শায়েখ আলাউল হাক্ব গাঞ্জেনাবাত ইবনে সাদ লাহোরী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

২৩। ইলাহী বাহুরামে খাজা গাউছুল আলাম মাহ্‌বুবে ইয়াজদানী মাখদুম সুলতান সাইয়্যাদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

২৪। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত খাজা মাখদুমুল আফাক্ব সাইয়্যাদ আব্দুল রাজ্জাক্ব নুরুল আইন, নাবিরায়ে গাউছে আজাম, সাজ্জাদানাশী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) আস্তানায়ে আশরাফীয়া কিছাউছা শরীফ।

হাসানিয়া চিশ্‌তীয়া সারকারে কালাঁ এর শাখা ঃ

২৫। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ মুহাম্মদ হাসান খালফে আকবার, সাজ্জাদানাশী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

২৬। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ মুহাম্মদ আশরাফ উরফ শাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

২৭। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ মুহাম্মদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) সাজ্জাদানাশী।

২৮। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ হোসাইনে ছানী, সাজ্জাদানাশী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ।

২৯। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ আব্দুর রাসূল, সাজ্জাদানাশী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

৩০। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ নুরুল্লাহ্, সাজ্জাদানাশী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

হোসাইনিয়া চিশ্‌তীয়া এর শাখা ঃ-

২৫। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ হোসাইন কাওাল, খাল্‌ফে ছানী, ওয়ালীয়ে জৌনপুর (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

২৬। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত শাহ্ জাফার (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

২৭। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত হাজ্বী সাইয়্যাদ চেরাগে জাহাঁ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

২৮। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ মাহমুদ শামসুল হাক্ব ওয়াদ্দীন (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

২৯। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ শাহ্ রাজু (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

৩০। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ আহ্‌মাদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

৩১। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ ফাতহুল্লাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

৩২। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ মোহাম্মদ মুরাদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

৩১। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ হেদায়াতুল্লাহ্, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩২। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ আশরাফ, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৩। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ নাযার আশরাফ, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৪। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ নূর আশরাফ, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৫। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ সিফাত, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৬। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ কালান্দার বাখ্শ্, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৭। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ মানছাব আলী, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৩। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ বাহাউদ্দীন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৪। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ তাওয়াক্কুল আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৫। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ দাউদ আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৬। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত সাইয়্যাদ শাহ্ নিয়াজ আশরাফ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

৩৮। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত মাওলানা আলহাজ্ব সাইয়্যাদ শাহ্ আবু মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৩৯। ইলাহী বাহুরমাতে হাযরাত মাওলানা আলহাজ্ব সাইয়্যাদ শাহ্ আবু আহ্মাদ আল মাদউ আলী হোসাইন আশরাফী জীলানী, সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৪০। ইলাহী বাহুরমাতে শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন মাখদুমুল মাশায়েখ হাযরাত মাওলানা আবুল মাসউদ সাইয়্যাদ শাহ্ মুহাম্মদ মুখতার আশরাফ, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৪১। ইলাহী বাহুরমাতে শায়খে আজম মাখদুমুল উলামা হাযরাত মাওলানা আলহাজ্ব সাইয়্যাদ শাহ্ মোহাম্মদ ইজহার আশরাফ আশরাফী জীলানী, সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।
৪২। ইলাহী বাতুফায়লে ক্বায়েদে মিল্লাত, শায়খে তারিক্বাত রাহ্নুমায়ে আহ্লে সুন্নাত, তাজুল মাশায়েখ হাযরাত মাওলানা আল্হাজ্ব আবুল মুখতার সাইয়্যাদ শাহ্ মুহাম্মাদ মাহ্মুদ আশরাফ আশরাফী জীলানী, সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ (মাগফিরুল্লাহ আলী)।

৪৩। ইলাহী বাতুফায়লে হাযরাত মাওলানা আলহাজ্ব সাইয়্যাদ শাহ্ মোহাম্মদ মুখতার আশরাফ উরফ মুহামিদ আশরাফ আশরাফী জীলানী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) ওয়ালী আহাদে সাজ্জাদানাশীঁ, আস্তানায়ে আশরাফীয়া কিছাউছা শরীফ।

বিঃদ্রঃ ক্বায়েদে মিল্লাত (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) এর বড় শাহ্জাদার নাম "মুখতার আশরাফ" এর কারনে হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) এর উপনাম " আবুল মুখতার" যিনি " মুহামিদ মিয়াঁ" নামে প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত।

বংশীয় শাজরাহঃ-

মাজার শরীফ এবং ইন্তেকালের তারিখ ঃ

সাইয়্যেদে আলম, রহমতে আলম, ফাখরে বনী আদম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা মুনাওয়ারাহ্, ১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী

সাইয়্যেদুনা আলী মুরতাযা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) নাজাফে আশরাফ ২১ রমজান ৪০ হিঃ।

১। সাইয়্যেদাহ্ ফাতেমাতুজ্জাহ্রা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ১১হিঃ

২। উনার শাহ্জাদা সাইয়্যোদুনা ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ৫০ হিঃ

৩। উনার শাহ্জাদা সাইয়্যেদুনা হাসান মুছান্না (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মদীনা মুনাওয়ারাহ ৯০ হিঃ

৪। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ্ আল মাহায (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

৫। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা মূসা আল জৌন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইরাক,

৬। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা আব্দুল্লাহ্ ছানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইরাক

৭। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা মূসা ছানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

৮। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা দাউদ মালিক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইরাক

৯। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইরাক,

১০। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ ইয়াহ্ইয়া জাহিদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইরাক,

১১। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা আব্দুলাহ্ আজিল্লী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) জীলান, ইরাক

১২। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা আবু সালেহ্ মূসা জাঙ্গীদোস্ত (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) জীলান, ইরাক।

১৩। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা গাউছে আজম মাহ্বুবে সুবহানী, কুতুবে রাব্বানী, মুহিউদ্দীন সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জীলানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বাগদাদ শরীফ ৫৬১ হিঃ

১৪। উনার শাহ্জাদা, সৈয়্যদ তাজুদ্দীন আবু বাকার আব্দুর রাজ্জাক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

১৫। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ ঈমাদুদ্দীন আবু সালেহ নাছার (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ইরাক।

১৬। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ আবু নাছার মুহাম্মদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ইরাক।
১৭। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ সাইফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া হামুয়ী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হামা শরীফ, শাম।
১৮। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা শামসুদ্দীন জীলানী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হামা শরীফ, শাম।
১৯। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ আলাউদ্দীন আলী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হামা শরীফ, শাম।
২০। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ বদরুদ্দীন হাসান (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হামা শরীফ, শাম।
২১। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা আবুল আব্বাস আহমাদ জীলানী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ইরাক।
২২। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা আব্দুল গাফুর হাসান জীলানী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বাগদাদ।
২৩। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা আবুল হাসান সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) সাজ্জাদানাশীঁ, কিছাউছা শরীফ, ৮৭২হিঃ।
২৪। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ হাসান (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) সাজ্জাদানাশীঁ, কিছাউছা শরীফ, ৮৮২ হিঃ।
২৫। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মাদ আশরাফ শহীদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) সাজ্জাদানাশীঁ, কিছাউছা শরীফ ৯১০ হিঃ।
২৬। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মাদ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) সাজ্জাদানাশীঁ, কিছাউছা শরীফ।
২৭। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ আবুল ফাতাহ্ জিন্দাপীর (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
২৮। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ উসমান (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
২৯। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ আযীযুর রহমান (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩০। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ জামালুদ্দীন (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩১। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ মোহাম্মাদ গাউছ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩২। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ মোহাম্মাদ নাওয়াজ আশরাফ, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কিছাউছা শরীফ।

৩৩। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ তুরাব আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩৪। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ কালান্দার বাখ্শ্ সাজ্জাদানাশীঁ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩৫। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা সৈয়্যদ শাহ্ হাজী সাআদাত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা শরীফ।
৩৬। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা শায়খুল মাশায়েখ, মাহ্বুবে রাব্বানী সৈয়্যদ শাহ্ আলী হুসাইন আশরাফী জিলানী, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), ১১রজব, ১৩৫৫ হিঃ, কিছাউছা শরীফ।
৩৭। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা মাওলা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ আহ্মাদ আশরাফ আশরাফী জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), ১৫ই রবিউল আখির, ১৩৪৭হিঃ, ওয়ালী আহাদ, আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ, কিছাউছা শরীফ।
৩৮। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা মাখদুমুল মাশায়েখ মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ আশরাফী জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), ৯ই রজব, ১৪১৭হিঃ, সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ, কিছাউছা শরীফ।
৩৯। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা শায়খে আজম মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মাদ ইজহার আশরাফ আশরাফী জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), ২৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩হিঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারী বুধবার, সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ, কিছাউছা শরীফ।
৪০। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা ক্বায়েদে মিল্লাত শায়খে তারিক্বাত মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মাদ মাহমুদ আশরাফ আশরাফী জিলানী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী), সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ, কিছাউছা শরীফ।
৪১। উনার শাহ্জাদা, সাইয়্যেদুনা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মাদ মুখতার আশরাফ উরফ মুহামিদ মিয়াঁ আশরাফী জিলানী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী), ওয়ালী আহাদে সাজ্জাদানাশীঁ আস্তানায়ে আশরাফীয়া সারকারে কালাঁ, কিছাউছা শরীফ।

দরূদ শরীফ

আলাহুম্মা ছালিআলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াআলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিকি ওয়া ছালিম সালাতাও ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, সালাতাও ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ, সালাতাও ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন।

ফাতিহার পদ্ধতি

সর্ব প্রথমে অজু করা। এর পর ক্বিবলাহ মুখী হয়ে বসে যে সকল জিনিসে উপর ফাতিহা দিতে হবে, তা সামনে রাখতে হবে। সামনে রাখা কেবল মুবাহ ও জায়িজ। যদি ফাতিহার দ্রব্য ঢাকা থাকে, উম্মুক্ত করে দিতে হবে এবং লুবান-আগরবাতি জ্বালাতে হবে। তারপর মুস্তাহাব নিয়মে ফাতিহা দিবেন। ফাতিহার প্রারম্ভে এগার বার দরূদ শরীফ পড়ে কুরআন শরীফের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করার পর

সুরা কাফিরূন একবার

উচ্চারণ: কূল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন, লা আবুদু মা তাবুদুনা, ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ, ওয়ালা আনা আবিদুম মা আবাততুম, ওয়ালা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ, লাবুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন। অত:পর

সুরা ইখলাছ তিনবার

উচ্চারণ: কূল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুছ ছামাদ, লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকূল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

সুরা ফালাক একবার

উচ্চারণ: কূল আউজু বিরাব্বিল ফালাক্ব, মিন শাররি মা খালাক্ব ওয়ামিন শাররী গ্যাসিক্বিন ইজা ওয়াক্বাব ওয়ামিন শাররিন নাফ্ফাছাতি ফিল উক্বাদ, ওয়ামিন শাররী হাসিদিন ইজা হাসাদ।

সুরা নাস একবার

উচ্চারণ: কূল আউজু বিরাব্বিন নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন্নাস, মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাসিল লাজী ইওয়াসভিসু,ফি ছুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

সুরা ফাতিহা একবার

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আররাহমানির রাহিম, মালিকি ইয়াউমিদদ্বীন, ইয়াকা নাবুদু ওয়াইয়াকা নাসতাঈন, ইহদিনাছ ছিরাতাল মুসতাক্বীম, ছিরাত্বাল লাজীনা আনআমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বালীন। (আমিন)

সুরা বাক্বারা একবার (আলিফ-লাম-মিম থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত)

উচ্চারণ: আলীফ-লাম-মীম, জালিকাল কিতাবু লা রায়বা ফীহি হুদাললিল মুত্তাক্বীন, আল্লাজীনা ইউমিনুনা বিলগায়বি ওয়াইউক্বীমুনাছ ছালাতা ওয়ামিম্মা রাজাক্বনাহুম ইউনফিকুন, ওয়াল্লাজীনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইকা ওয়ামা উনজিলা মিন কাবলিকা, ওয়াবিল আখিরাতিহুম ইউক্বিনুন। উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম, ওয়া উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন।

উচ্চারণ: ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুন ওয়াহিদুন, লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহিম। ইন্না রাহমাতাল্লাহি ক্বারিবুম মিনাল মুহসিনীন। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিররিজালিকুম ওয়ালাকির রাসুলাল্লাহি ওয়াখাতামান নাবীঈন, ওয়াকানাললাহু বিকুল্লি শায়ইন আলিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইয়িকাতাহু ইউছাললুনা আলান নাবীয়ি, ইয়া আইয়ুহাল লাজীনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিমু তাসলীমা। সুবহানা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াছিফুন, ওয়া সালামুন আ'লাল মুরসালীন, ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

درودِ تاج

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ○ دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ ○ اِسْمُہٗ مَکْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِی اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ○ سَیِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جِسْمُہٗ مُقَدَّسٌ مُّعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِی الْبَیْتِ وَالْحَرَمِ ○ شَمْسِ الضُّحٰی بَدْرِ الدُّجٰی صَدْرِ الْعُلٰی نُوْرِ الْهُدٰی کَهْفِ الْوَرٰی مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ○ جَمِیْلِ الشِّیَمِ شَفِیْعِ الْاُمَمِ ○ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْکَرَمِ ○ وَاللّٰہُ عَاصِمُہٗ ○ وَجِبْرَئِیْلُ خَادِمُہٗ ○ وَالْبُرَاقُ مَرْکَبُہٗ ○ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُہٗ وَسِدْرَۃُ الْمُنْتَهٰی مَقَامُہٗ ○ وَقَابَ قَوْسَیْنِ مَطْلُوْبُہٗ ○ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُہٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُہٗ ○ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ○ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ ○ شَفِیْعِ الْمُذْنِبِیْنَ ○ اَنِیْسِ الْغَرِیْبِیْنَ رَحْمَۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ ○ رَاحَۃِ الْعَاشِقِیْنَ ○ مُرَادِ الْمُشْتَاقِیْنَ ○ شَمْسِ الْعَارِفِیْنَ ○ سِرَاجِ السَّالِکِیْنَ ○ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِیْنَ ○ مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ وَالْغُرَبَآءِ وَالْمَسَاکِیْنِ ○ سَیِّدِ الثَّقَلَیْنِ ○ نَبِیِّ الْحَرَمَیْنِ ○ اِمَامِ الْقِبْلَتَیْنِ ○ وَسِیْلَتِنَا فِی الدَّارَیْنِ ○ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَیْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَیْنِ وَالْمَغْرِبَیْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَی الثَّقَلَیْنِ اَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰہِ نُوْرٌ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰہِ یَآ اَیُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِہٖ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا ○

দরূদে তাজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সৈয়্যেদিনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন সাহেবিত তাজে ওয়াল মে'রাজে ওয়াল বোরাকে ওয়াল আলাম। দাফিয়্যিল বালায়ে ওয়াল ওবায়ে ওয়াল কাহ্‌তে ওয়াল মারাদে ওয়াল আলাম। ইছমুহু মাকতুবুন মারফুউন মাশফুউন মানকুশুন ফিল্লাওহে ওয়াল কালাম। ছাইয়্যেদিল আরবে ওয়াল আজাম। জিছমুহু মোকাদ্দাছুন মোয়াত্তারুন মোতাহ্‌ হারুন মোনাওয়ারুন ফিল বাইতি ওয়াল হারাম। শামছিদ্দোহা বাদরিদ্দোজা সাদরিলউলা নুরিল হুদা, কাহ্‌ফিল ওয়ারা মিছবাহিয জুলাম। জামিলিশ শেয়ামে, শাফি'ইল উমামে সাহিবিল জু'দে ওয়াল কারাম। ওয়াল্লাহু আছিমুহু ওয়া জিব্‌রিলু খাদিমুহু ওয়াল বোরাকো মারকাবুহু ওয়াল মিরা'জু সাফারুহু ওয়া সিদরাতুল মোনতাহা মাকামুহু ওয়া ক্বাবা ক্বাওসাইনে মাতলুবুহু ওয়াল মাতলুবু মাকসুদুহু ওয়াল মাকসুদু মওজুদুহু সাইয়্যেদিল মোরসালিনা খাতামিন নবীয়্যিনা শাফি'য়িল মোজনেবিনা আনিছিল গারিবীনা, রাহমাতাল্লিল আলামিনা, রাহাতিল আশেকিনা, মোরাদিল মোশতাক্বিনা শামছিল আরেফিনা, সিরাজিস সালিকিন মিছবাহিল মোকাররাবিনা, মুহিব্বিল ফোকারায়ে ওয়াল গোরাবায়ে ওয়াল মাসাকিনা, সাইয়্যেদিস সাক্কালাইনে নাবীয়্যিল হারামাইনে ইমামিল ক্বিবলাতাইনে ওয়াসিলাতিনা ফিদ্‌দারাইন, সাহেবে ক্বাবা ক্বাওসাইনে মাহবুবে রাব্বিল মাশরিকাইনে ওয়াল মাগরিবাইন, জাদ্দিল হাসানে ওয়াল হোসাইনে মাওলানা ওয়া মাওলাস সাক্কালাইন, আবিল ক্বাসেমে মোহাম্মদ-বিন আবদুল্লাহ নুরীম্‌মিন্‌নূরীল্লাহ। ইয়া আইয়্যু হাল মোশতাকুনা বিনুরে জামালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিমু তাসলীমা। (দরূদ শরীফ)

সালাত ও সালাম

ইয়া নাবী সালাম আলাইকা
ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
ছালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা

আপ হ্যায়ঁ মাহ্বুবে আলাম
মাযহারে রাহমাত মুজাস্সাম
আপ পার কুরবাঁ রাহেঁ হাম
ওয়িরদ্ রাখতে হ্যায়ঁ ইয়ে হারদাম।

বাখত্ গার বেদার হোতা
খাবমে দীদার হোতা
সাদক্বে ম্যায় সওবার হোতা
মেরে উপার পেয়ার হোতা।

আতিশে ফুরক্বাত মে জালনা
আওর কাফে আফসোস মালনা
মূলকুসে কাবহো নিকাল না
জানিবে তৈয়বা হো চালনা।

আশরাফী শায়দা তুমহারা,
কারকে দুনিয়াসে কানারা
রাখতা হ্যায় তুমছে সাহারা
লো খাবার জাল্দি খোদারা।

সালাম

আফতাবে রিছালাত পে লাখোঁ ছালাম
মাহ্তাবে নাবুয়ত পে লাখোঁ ছালাম

ও আলী জীন্কে দারকে গাদা হ্যায় ওয়ালী
উছ ইমামে বেলায়াত পে লাখোঁ ছালাম।

সাইয়্যিদা ফাতিমা যাওজায়ে মুরতাযা
দুখতারে জানে রাহমাত পে লাখোঁ ছালাম।

ছার ঝুকাইয়া না বাতিল কে আগে কাভী
ইবনে খাতুনে জান্নাত পে লাখোঁ ছালাম।

খাজা বাছরী হাছান শায়খে ওয়াহিদ যামান্
তাজেদারে বেলায়াত পে লাখোঁ ছালাম।

গাউছুল আযাম মেরে খাজায়ে খাজেগান
রাযে দ্বারে ত্বারীকৃত পে লাখোঁ ছালাম।

আশরাফুল আওলিয়া রুহে গাঞ্জে নাবাত
তারিকে বাদশাহাত পে লাখোঁ ছালাম।

গাউছ কী শাকল্ পায়ী তো খাজা কা রাঙ্গ
আশরাফী আলা হাযরাত পে লাখোঁ ছালাম।

ছাদরে বাযমে মাশায়েখ মুহাম্মাদ মিয়াঁ
শাময়ে বাযমে হেদায়াত পে লাখো ছালাম।

সাইয়্যিদি মুর্শিদি ক্বিবলা আক্বা মুখতার আশরাফ
উন্‌কি নুরানী সুরাত পে লাখো ছালাম।

আশরাফী ইয়াদ গার আক্বা সাইয়্যিদ ইযহার
মুহ্‌তামিম জামে আশরাফ পে লাখো ছালাম।

মুর্শীদী হাযরাতে সাইয়্যাদ মাহমুদ আশরাফ
ক্বায়েদে আহলে সুন্নাত পে লাখো ছালাম।

কুল জাহাঁ ভেজতেঁ হ্যায়ঁ ছাভী আশরাফী
খান্দানে নাবুয়াত পে লাখো ছালাম।

উমরী ক্বাযা আদায় করার নিয়ম

এ নামাজ আদায় করার নিয়ম এইযে, প্রথমে দেখবে যে, সে কত সালে বালেগ হয়েছে। অতঃপর দেখবে যে, সে কত বছর বয়স থেকে নামাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করা আরম্ভ করেছে। যেমন, বালেগ হওয়ার পাঁচ বছর পর থেকে সে নামাজ আদায় করা শুরু করেছে। তবে পাঁচ বছরে ক্বাযা নামাজ এভাবে আদায় করবে যে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সাথে সাথে তার ঐ ওয়াক্তের ফরজ ও ওয়াজিব (বিতর) পাচঁ-পাচঁ বার ক্বাযা আদায় করে নিবে। এভাবে এক বছরে পাঁচ বছরের ক্বাযা নামাজ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি প্রতি ওয়াক্তে একবার করে ক্বাযা আদায় করে তবে পাচঁ বছরে কাযা আদায় হয়ে যাবে। তবে ক্বাযা নামাজ আদায়ে গোপনীয়তা রক্ষা করবে। বিতর সহ প্রতিদিনের ২০ রাকায়াত নামাজের ক্বাযা করবে। ক্বাযা নামাজের নিয়ত এইভাবে করবে, " আমি নিয়ত করতেছি প্রথম যোহর বা আসর যা আমার থেকে কাযা হয়েছে।"

অনেক বুযুর্গানে কেরাম রজব ও শাবান মাসে উমরী কাযার নিয়তে ৪ রাকায়াত অতিরিক্ত নামাজ আদায় করার কথা শিক্ষা দেন। এটা এ কারনে যে, বাকি নামাজগুলো আদায় করার সাথে সাথে যেন অতিরিক্ত ৪ রাকায়াত দ্বারা নিজের লজ্জাবস্থার কথা আল্লাহর নিকট প্রকাশ করে যে, আমি পূর্বে যে নামাজ ছেড়ে দিয়েছি বা দেরি করেছি তার জন্য।

রোজা এবং জাকাতের ও একই হুকুম যে, যদি কেউ ফরজ রোজা বা যাকাত আদায় না করে তবে তার নফল রোজা বা সদক্বাহ্ কবুল হবে না। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, নফল ইবাদতের সওয়াব সেই পায়, যে তার জিম্মায় থাকা ফরজসমূহ আদায় করে নিয়েছে অর্থাৎ ওভারটাইম কাজের অতিরিক্ত বেতন সেই পায় যে তার ডিউটি আদায় করে নিয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ম

তাহাজ্জুদের নামাজ দুই রাকায়াত করে ১২ রাকায়াত এভাবে আদায় করবে যে, ১ম রাকায়াতে সূরা ফাতেহার পর ১২ বার সুরা ইখলাস, ২য় রাকায়াতে ১১ বার, এভাবে ১ বার করে কমাতে কমাতে শেষ রাকায়াতে ১ বার পড়বে নতুবা অন্য সুরা ও পড়তে পারে।

ইশরাক্ব এর নামাজের নিয়ম

সূর্য উদিত হওয়ার ২০ মিনিট পর ২ রাকায়াত করে ৪ রাকায়াত ইশরাক্বের নফল নামাজ আদায় করবে।

চাশ্‌ত্‌ এর নামাজের নিয়ম

সূর্য উদিত হওয়ার দুই তিন ঘন্টা পর ২ রাকায়াত করে ৪ রাকায়াত চাশ্‌তের নফল নামাজ আদায় করবে। আউয়াবিনের নামাজ ছাড়বে না। মাগরীবের নামাজের পর ২ রাকায়াত করে ২০ রাকায়াত আর না হলে কমপক্ষে ৬ রাকায়াত এভাবে পড়বে যে, প্রতি রাকায়াতের সূরা ফাতেহার পর ১১ বার সূরা ইখলাস পড়বে।

মুসাব্বায়াতে আশার

এটা দৈনন্দিন অবশ্যই ওয়াজিফার মধ্যে রাখবে, প্রাথমিক অবস্থায় হোক বা শেষ অবস্থায় এবং যে ব্যক্তি এ ওয়াজিফা আদায় করবে তার হাশর সমস্ত ওয়াজিফা পাঠকারীদের সাথে হবে অর্থাৎ যে এই মুসাব্বায়াতে আশার পাঠ করল সে যেন, সমস্ত ওয়াজিফা সমূহ আদায় করে নিল এবং সমস্ত সওয়াব পেল ঃ

পাঠ করার নিয়মঃ সূর্যদয়ের সময় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।

বিসমিল্লাহ সহ সুরা ফাতেহা ৭বার, বিসমিল্লাহ সহ সুরা নাস ৭বার, বিসমিল্লাহ সহ সুরা ফালাক ৭বার, বিসমিল্লাহ সহ সুরা ইখলাস ৭বার, বিসমিল্লাহ সহ সুরা ক্বাফিরুন ৭ বার, বিসমিল্লাহ সহ আয়াতুল কুরসী ৭বার, নিম্নোক্ত কালেমা তামজীদ সাতবার পাঠ করবে-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

তারপর সাতবার পাঠ করবে- عَدَدَ مَاعَلِمَ اللّٰهُ وَزِنَةَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَمِلَاءَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ

আদাদ মা আলিমাল্লাহু ওয়াযিনাতা মা আলিমাল্লাহু ওয়ামালায়া মা আলিমাল্লাহু।

তারপর সাতবার পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ-

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া নাবিয়্যিকা ওয়াহাবীবিকা ওয়ারাসুলীকান নাবিয়্যিল উম্মীয়ি ওয়ালা আলিহী ওয়া আসহাবিহি ওয়াবারিক ওয়া সাল্লিম।

অতঃপর ৭ বার এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিমান তাওয়ালাদা ওয়ারহামহুমা কামা রাব্বায়ানী ছাগীরা, আল্লাহুম্মাগফির লি জামিয়িল মু'মিনিনা ওয়ালা মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতি আল আহইয়াই মিনহুম ওয়াল আমওয়াত বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অতঃপর ৭ বার এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ يَارَبِّ افْعَلْ بِىْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَاٰجِلًا فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَامَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বীফআল বী ওয়া বিহিম আজিলাও ওয়া আজালান ফিদ্দীন ওয়াদ্দুনিয়া ওয়া আখিরাতি মা আন্তা লাহু আহ্‌লু ওয়ালা তাফআল বিনা ইয়া মাওলানা মা নাহ্‌নু লাহু আহ্‌লুন ইন্নাকা গাফুরুন, হালিমুন, জাওওাদুন, কারীমুন, মালিকু, বাররু, ররাউফুর রাহীমু।

অতঃপর ৬বার এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ بِرِفْعَتِكَ يَارَافِعُ وَتَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্‌দীনী বিরিফআতিকা ইয়া রাফিয়ু ওয়া তাওয়াফফানী মুসলিমাও ওয়ালহিক্বনী বিছ্‌ছালিহীন।
অতঃপর "ইয়া জাব্বার" ২১ বার।
অতঃপর এই দোয়া ৩ বার অথবা ১ বার পড়বে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الدَّيَّانِ - سُبْحَانَ اللّٰهِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ - سُبْحَانَ اللّٰهِ الشَّدِيْدِ الْاَرْكَانِ - سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمُسَبِّحِ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ - سُبْحَانَ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَشْغَلُهٗ شَاْنٌ عَنْ شَاْنٍ -

سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَاْتِىْ بِالنَّهَارِ- (بعد فجر)

سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِالنَّهَارِ وَيَاْتِىْ بِاللَّيْلِ- (بعدعصر)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِكَ عَلٰى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِكَ عَلٰى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ- سُبْحَانَ مَنْ لَّهٗ لُطْفٌ خَفِىٌّ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ- يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ - سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহিল আলিয়্যিদ দাইয়্যানি সুবহানাল্লাহিল হান্নানিল মান্নানি সুবহানাল্লাহিশ শাদিদিল আরকানি, সুবহানাল্লাহিল মুছাব্বিহি ফি কুল্লি মাকানিন, সুবহানাল্লাহি মানলা ইয়াশগুলুহু শানুন আন শানিন।
(ফজরের পর পড়বে) - সুবহানা মাই ইয়াজহাবু বিল লাইলি ওয়া ইয়াতি বিন নাহারি।
(আসরের পর পড়বে) সুবহানা মাই ইয়াজহাবু বিন নাহারি ওয়া ইয়াতি বিল লাইলি।
সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিকা আলা আফওয়িকা বা'দা কুদরাতিকা সুবহানা মান লাহু লুত্‌ফুন খাফিয়্যুন ফা সুবহানাল্লাহি হিনা তুমছুনা ওয়া হিনা তুছবিহুন ওয়া লাহুল হামদু ফিস সামাওয়তি ওয়াল আরদি আশিয়্যাও ওয়াহিনা তুজহারুন, ইয়ুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া ইয়ুখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাই ওয়া ইউহয়িল আরদা বাদামাউতিহা

ওয়াকাযালিকা তুখরাজুন, সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াছিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

দৈনন্দিন ওয়াজিফা

১) প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ আয়াত কোরআন তেলাওয়াত করবে।
২) বাদ মাগরীব ১০০ বার কালেমায়ে তাইয়্যেবা।
৩) বাদ এশা ১০০০ বার সুরা ইখলাস এবং ১০০০ বার এই দরুদ শরীফ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى بِاَنْ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়া ছাল্লিমু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা বিআন তুছাল্লিয়া আলাইহি।

নফল রোজা

* প্রতি আরবি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে।
* ঈদুল ফিতর এর পর ৬টি রোজা।
* ঈদুল আদ্বহার মাসের ১ম তারিখ থেকে ৯ম তারিখ পর্যন্ত
* এবং মুহার্‌রাম মাসের ১ম তারিখ থেকে ১০ম তারিখ পর্যন্ত রোজা রাখবে। এটা সম্ভব না হলে ৮ এবং ৯ তারিখের রোজা বাদ দিবে না। কেননা এতে অনেক সাওয়াব আছে।
* রজবের ২৭ তারিখ।
* শাবানের ১৫ তারিখ।
* এবং প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোজা রাখবে।

মুর্শিদ ক্বিবলার নসিহত/উপদেশ

* খারাপ সঙ্গ এবং হারাম রিযিক্ব থেকে দূরে থাকবে।
* সর্বদা সুন্নাতের উপর আমল করবে।
* এবং আপন মুরশিদ হতে যে ওয়াজিফা ও আমল পেয়েছ তার উপর আমল করবে।
* অপরের অযথা কথায় কখনো মনযোগ দিবে না।

* মনে রাখবে যে, যেই কোন ধরনের সফলতা অর্জিত হয় তা আপন পীরের ওয়াসিলায়ই অর্জিত হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

ختم غوثيه شريف

(*) استغفار اولياء - ١١ بار
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ جَمِيْعِ مَا كَرِهَ اللّٰه قَوْلاً فِعْلاً نَاظِرًا وَلاَ حَوْلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ
(*) درود شريف - ١١ بار
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى بِاَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ-
(*) سوره فاتحه شريف - ١١ بار
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ - اٰمِيْنَ-
(*) سوره الم نشرح - ١١ بار
اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ - فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ-
(*) سوره اخلاص - ١١١١ بار
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ-
(*) كلمه تمجيد - ١١١ بار
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ-

(*) يَا حَیُّ يَا قَيُّوْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِيْنَ - ۱۱۱ بار

(*) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ - ۱۱۱ بار

(*) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ - ۱۱۱ بار

(*) رَبِّ اِنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰاحِمِيْنَ - ۱۱۱ بار

(*) وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ - ۱۱۱ بار

(*) درود شريف - ۱۱ بار

(*) يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُنْظُرْ حَالَنَا يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ اِسْمَعْ قَالَنَا - ۱۱ بار

(*) يَا شَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِیْ شَيْئاً لِلّٰهِ - ۱۱ بار

(*) فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِیْ عَلَيْنَا كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الاَبْرَارِ - ۱۱ بار

(*) استغفار ملائكه - ۱۱ بار

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

(*) شجره شريف

(*) ميلاد شريف

(*) مناجات

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
খাতমে গাউছিয়া শরীফ

(১) ইস্তিগ্‌ফারে আউলিয়া ১১ বার ঃ

আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্ জামীয়ি মা কারিহাল্লাহু ক্বাউলান্ ফি'লান্ নাযিরান ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

(২) দরূদ শরীফ ১১ বার ঃ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়াসাল্লিম আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা বি আন তুছাল্লিয়া আলাইহি।

(৩) সুরা-এ-ফাতিহা শরীফ ১১ বার

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর্‌রাহ্‌মানির রাহীম মালিকি ইয়াউমিদ্দীন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন ইহ্‌দিনাচ্ছিরাত্বায়াল মুস্তাকীম। ছিরাত্বাল্লাযীনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম গায়রিল মাগ্‌দুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্‌লীন। আমীন!।

(৪) সুরা- এ- আলাম্ নাশ্‌রাহ ১১ বারঃ

আলাম্ নাশ্‌রাহ লাকা ছাদরাকা ওয়া ওয়াদায়ানা আনকা ভিযরাকাল্লাযী আন্‌ক্বাদ্বা যাহরাকা ওয়ারাফা'না লাকা জিক্‌রাকা। ফা ইন্না মায়াল উসরি ইউসরান ইন্না মায়াল উসরি ইউসরান। ফা ইযা ফারাগ্‌তা ফান্‌ছাব ওয়া ইলা রাব্বিকা ফার্‌গাব।

(৫) সুরা-এ- ইখলাছ ১১১১ বার ঃ

কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুচ্ছামাদ। লাম্ ইয়ালিদ ওয়ালাম্ ইউলাদ'ইয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

(৬) কালিমা-এ-তামজীদ ১১১ বার ঃ

সুব্‌হাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যাল আযীম।

(৭) ইয়া হাইউ ইয়া কাইয়্যুমু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায্ যুয়ালিমীন ১১১ বার।

(৮) ইয়া হাউ ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছু ১১১ বার।

(৯) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান্নাছীর ১১১ বার।

(১০) রাব্বি আন্নি মাস্সানিয়াদ্দুররু ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন ১১১ বার।

(১১) ওয়া উফাভভিদু আমরি ইলাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বাছীরুম বিল্ইবাদ ১১১ বার।

(১২) দুরূদ শরীফ ১১ বার ঃ

(১৩) ইয়া রাসুলাল্লাহি উনযুর হালানা-ইয়া হাবীবাল্লাহি ইসমা ক্বালানা ১১ বার।

(১৪) ইয়া শেখ আবদুল ক্বাদির আল জিলানী শাইয়ান লিল্লাহি ১১ বার্

(১৫) সাহ্হিল ইয়া ইলাহী আলাইনা কুল্লা ছা'বিন বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল আব্রার ১১ বার।

(১৬)) ইস্তিগফারে মালায়িকা ১১ বার

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী আস্তাগফিরুল্লাহ্।

(১৭) শাজরাহ্ শরীফ।

(১৮) মীলাদ শরীফ।

(১৯) মুনাজাত।

خواجگان شریف

جب کوئ مہم درپیش ہو تو چاہیے کہ پہلے سفید رومال یا چادر پر شیرینی پران بزرگوں کے نام فاتحہ دیں بجود آدمیوں کے ساتہ جو پانچ وقت کا نمازی ہو پڑھنا شروع کیا جائ بعد ختم اور اذاں بزرگوں کے واسطے سے اپنے مقاصد و کامیابی کیلے بدرگاہ رب العزت میں ملتجی ہوں - انشاء اللہ کامیابی حاصل ہوگی - پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جاءے - فاتحہ - نذرایصال بروح پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتمام انبیاء کرام خلفاء راشدین عشرۃ مبشرہ امہاۃ المومنین ازواج مطہرات اہلبیت کرام . خواجگان نقشبند وحضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وحضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی و حضرت خواجہ فرید الدین گنجشکر و حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی وحضرت خواجہ آخی سراج الحق و الدین و حضرت خواجہ شاہ علاؤالحق گنج نبات و حضرت خواجہ سلطان اوحدالدین میر سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی رحمہم اللہ اجمعین -

ختم خواجگان شریف

(*) درود شریف - ۱۰۰ بار
(*) سورہ فاتحہ مع بسم اللّٰہ - ۷ بار
(*) سورہ الم نشرح مع بسم اللّٰہ - ۷۹ بار
(*) سورہ اخلاص مع بسم اللّٰہ - ۱۰۰۰ بار
(*) سورہ فاتحہ مع بسم اللّٰہ - ۷ بار
(*) درود شریف - ۱۰۰ بار

(*) يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ - ١٠٠ بار

(*) يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ - ١٠٠ بار

(*) يَا اَحَلَّ الْمُشْكِلَاتِ - ١٠٠ بار

(*) يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ - ١٠٠ بار

(*) يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ - ١٠٠ بار

(*) يَا مُنَزِّلَ الْبَرَكَاتِ - ١٠٠ بار

(*) يَا مُفَتِّحَ الاَبْوَابِ - ١٠٠ بار

(*) يَامُسَبِّبَ الاَسْبَابِ - ١٠٠ بار

(*) يَا شَافِيَ الاَمْرَاضِ - ١٠٠ بار

(*) يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ - ١٠ بار

(*) يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغْثِيْنَ اَغِثْنِيْ - ١٠٠ بار

(*) بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - ١٠٠ بار

(*) آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ - ١٠٠ بار

(*) شجره شريف

(*) ميلاد شريف

(*) مناجات

খাতমে খাজেগান শরীফ

যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন সাদা কাপড়ে অথবা চাদরের উপর মিষ্টান্নদ্রব্য রেখে নিম্নে বর্ণিত বুযর্গদের নামে ফাতিহা দিবেন। বেজোড় সংখ্যক মুত্তাকী নামাযী মানুষ দ্বারা পড়াবেন। খতম শেষে ঐসব বুযর্গদের ওয়াসীলাহ্ নিয়ে আল্লাহর দরবারে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করবেন।

ইন্‌শাআল্লাহ্ সাফল্য অর্জিত হবে। পানিতে ফুক দিয়ে তা রোগাক্রান্তদের পান করাবেন।

ফাতিহা ঃ পঠিত সুরা সমূহ এবং তাস্‌বীহ সমূহের সাওয়াব হুযুর সৈয়্যদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম। আম্বীয়া কিরাম, খুলাফায়ে রাশিদীন, আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ, উম্মুহাতুল মুমিনীন আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত, আহলে বায়তে রাসুল (ﷺ) খাজেগানে নক্‌শবন্দ, হযরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশ্‌তী আজমিরী, হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী। হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গান্‌জে শাকার, হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলীয়া মাহবুবি ইলাহী, হযরত খাজা আখী সিরাজুল হক ওয়াদ্দীন, হযরত খাজা শাহ আলাউল হাক্ব গান্‌জে নাবাত এবং হযরত খাজা সুলতান আউহাদুদ্দীন মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী মাহবুবে ইয়াযদানী রাহিমাহুমুল্লাহু আজমাঈন এর পবিত্র আত্মাসমূহে পৌছাতে হবে।

(১) দুরূদ শরীফ ১০০ বার। (ওয়াজীফায়ে উল্লেখিত দুরূদ শরীফ পড়বেন)।

(২) সুরা ফাতিহা ৭ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)।

(৩) সুরা আলাম নাশরাহ ৭৯ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)।

(৪) সুরা ইখলাছ ১০০০ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)।

(৫) সুরা ফাতিহা ৭ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)।

(৬) দুরূদ শরীফ ১০০ বার।

(৭) "ইয়া ক্বাযিয়াল হাজাত" ১০০ বার।

(৮) "ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত" ১০০ বার।

(৯) "ইয়া আহাল্লাল মুশকিলাত" ১০০ বার।
(১০) "ইয়া রাফিয়াদ্দারাজাত" ১০০ বার।
(১১) "ইয়া দাফিয়াল বালিয়্যাত" ১০০ বার।
(১২) "ইয়া মুনাযযিলাল বারাকাত" ১০০ বার।
(১৩) "ইয়া মুফাত্তিহাল আব্ওয়াব" ১০০ বার।
(১৪) "ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাব" ১০০ বার।
(১৫) ""ইয়া শাফিয়াল আম্রাদ্ব" ১০০ বার।
(১৬) "ইয়া মুজিবাদ্দা'ওয়াত" ১০০ বার।
(১৭) "ইয়া গিয়াছাল মুস্তাগিছীনা আগিছ্নী" ১০০ বার।
(১৮) বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন ১০০ বার।
(১৯) আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন ১০০ বার।
(২০) শাজরাহ্ শরীফ।
(২১) মীলাদ শরীফ।
(২২) মুনাজাত।

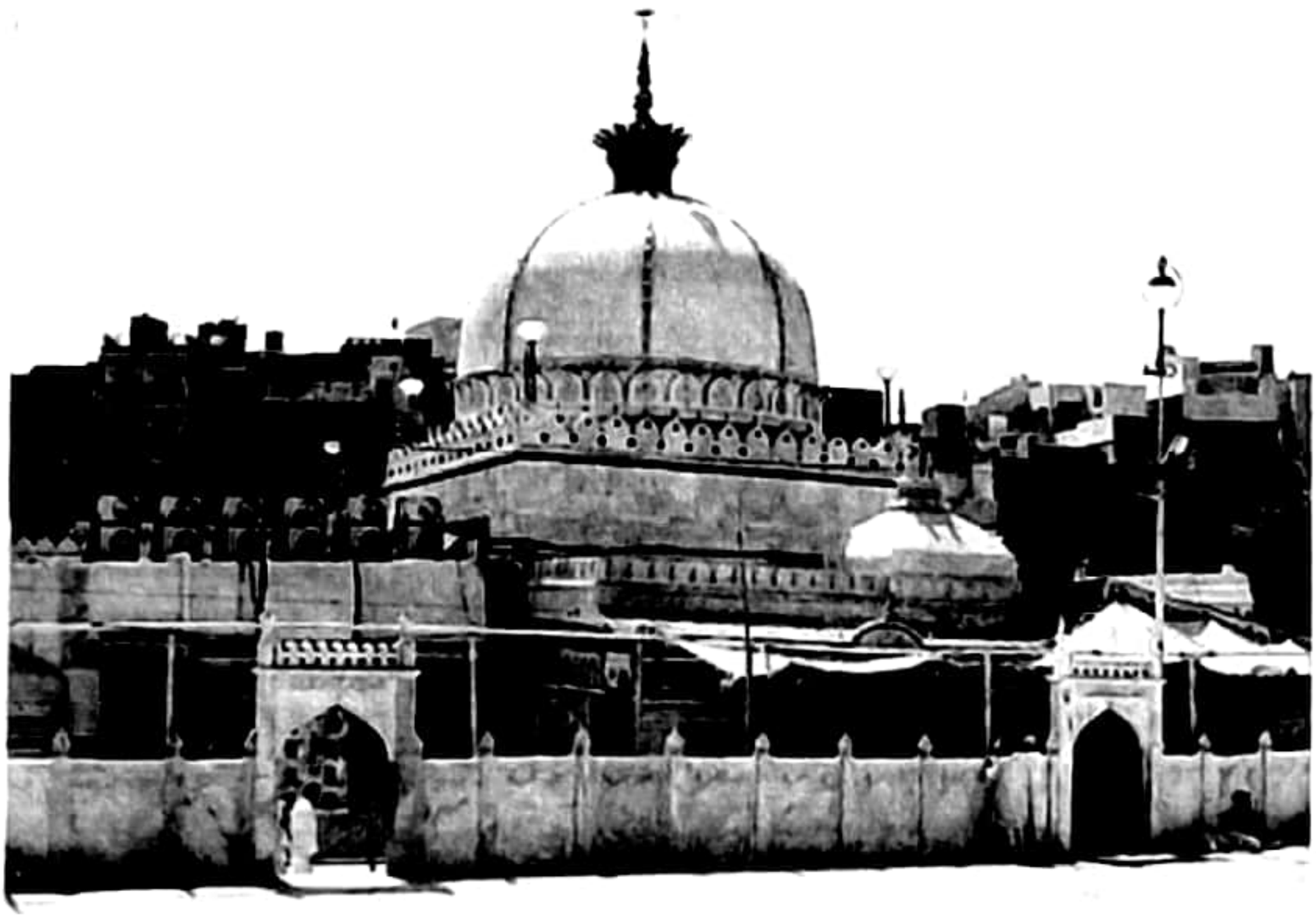

گیارھویں شریف

متبعین اہلسنت والجماعت پرمخفی نہیں کہ گیارھویں شریف حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے عرس سرا پا قدس کو کہتے ہیں - اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے یا شیرنی پر فاتحہ اور آیات قرآن شریف پڑہ کر یا پڑھوا کر اور مساکین وفقراء یا صالحین طلبہ وعلماء وغیرھم کو کھلاکر یا تقسیم کر کے ان سب کا ثواب اور ھدیہ دعا حضرت غوث پاک رضي اللہ تعالی عنہ کی روح پر فتوح کو پہونچانا - انکی ذات و الاصفات کو و سیلہ کر کے بارگاہ خدا وندی میں اپنی حاجات کی کامیابی کیلئ دعا کرنا - یہ فاتحہ شریف خصوصی طور پرماہ ربیع الثانی کے گیارھویں تاریخ کو اور عموما ہر قمری مہینہ کی گیارھویں تاریخ کو متبعین سلسلہ عالیہ قادریہ کرتے ہیں -اور اسکو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روحانی فیوضات حاصل کرنیکا ایک عظیم ذریعہ جانتے ہیں - یہ عمل شرعی حیثیت بلا شک جائز اور مستحسن ہے جیساکہ محقق علے الاطلاق علامہ شیخ عبد الحق محدث دھلوی رضی اللّٰہ عنہ کی تصنیف منیف "ماثبت بالسنۃ فی ایام السنۃ" سے ثابت ھے -

ختم گیارهویں شریف

(*) درود غوثیه شریف - ۱۱ بار

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْکَرَمِ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِکَمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ

(*) آیة الکرسی مع بسم اللّٰه - ۱۱ بار

(*) سورة تکاثر مع بسم اللّٰه - ۱۱ بار

(*) سوره کافرون مع بسم اللّٰه - ۱۱ بار

(*) سوره اخلاص مع بسم اللّٰه - ۱۱ بار

(*) سروه فلق مع بسم اللّٰه - ۱۱ بار

(*) سوره ناس مع بسم اللّٰه - ۱۱ بار

(*) سوره فاتحه مع بسم اللّٰه - ۱۱ بار

(*) آلم سے مفلحون تک مع بسم اللّٰه - ۱۱ بار

(*) درود غوثیه - ۱۱ بار

(*) قصیده غوثیه شریف

(*) شجره قادریه شریف

(*) میلاد شریف

(*) مناجات

গিয়ারাবী শরীফ

"আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত" এর অনুসারীদের নিকট স্পষ্ট যে, "গিয়ারবী শরীফ" হযরত গাউছে গাউছে আযম, মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রাব্বানী শেখ সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ) এর উরস শরীফকে বলে। অর্থাৎ খাদ্য সামগ্রী অথবা মিষ্টিজাত দ্রব্যের উপর ফাতিহা, কুরআন শরীফের আয়াত সমূহ পড়ে বা কারো দ্বারা পড়িয়ে এগুলো ফকীর-মিসকিন, নিক্‌কারবান্দাগণ ও উলামা কিরামদের মধ্যে বন্টন করে এসব পুণ্য কাজের সওয়াব গাউছে পাক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর রূহ পাকে পৌছিয়ে দেয়া। তাঁর পবিত্র সত্ত্বাকে ওয়াসীলাহ্ করে নিজেদের হাজাতসমূহ পূরনের জন্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা। এ ফাতিহা শরীফ বিশেষ করে রবিউচ্ছানী চাঁদের একাদশ তারিখে এবং সাধারণতঃ প্রতি চন্দ্র মাসের ১১ তারিখে সিলসিলায়ে আলীয়া ক্বাদিরীয়ার অনুসারীগণ পালন করেন। এটাকে হুযুর গাউছে পাক (রাঃ) এর রূহানী ফুয়ুযাত হাছিল করার এক অনন্য মাধ্যমে হিসেবে বিশ্বাস করেন। এ কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে জায়িয এবং মুস্তাহাব, যা পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রধান মুহাদ্দিছ আল্লামা শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দিহলাভী (রাঃ) (ওয়াফাত ১০৫২ হিঃ) এর রচিত "মা-ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্ ফী আইয়্যামিস্‌সানাহ্" কিতাব দ্বারা প্রমাণিত।

খতমে গিয়ারবী শরীফ ঃ

(১) দুরূদে গাউছিয়া ১১ বার ঃ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সৈয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন মা'দানিল জুদি ওয়াল কারাম মাম্বায়িল ইলমি ওয়াল হিকাম ওয়াল আলিহী ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম।

(২) "আয়াতুল কুরসী" ১১ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)

(৩) "সুরা-এ-তাকাছুর ১১বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)

(৪) "সুরা-এ-কাফিরুন ১১ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)

(৫) "সুরা-এ-ইখলাছ ১১ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)

(৬) "সুরা-এ-ফালাক্ব ১১ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)

(৭) "সুরা-এ-না'স ১১ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)

(৮) "সুরা-এ-ফাতিহা ১১ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)
(৯) "আলিফ-লাম-মীম" হতে "মুফলিহুন" পর্যন্ত ১১ বার।
(১০) দুরূদে গাউছিয়া ১১ বার।
(১১) ক্বাছীদা-এ-গাউছিয়া শরীফ।
(১২) মীলাদ শরীফ
(১৩) মুনাজাত।

বারাবী শরীফ

খতমে বারবী শরীফ ঃ
(১) দুরূদে গাউছিয়া ১২ বার ঃ
আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সৈয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন মা'দানিল জুদি ওয়াল কারাম মাম্বায়িল ইলমি ওয়াল হিকাম ওয়াল আলিহী ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম।
(২) "আয়াতুল কুরসী" ১২ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)
(৩) "সুরা-এ-তাকাছুর ১২বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)
(৪) "সুরা-এ-কাফিরুন ১২ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)
(৫) "সুরা-এ-ইখলাছ ১২ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)
(৬) "সুরা-এ-ফালাক্ব ১২ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)
(৭) "সুরা-এ-না'স ১২ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)
(৮) "সুরা-এ-ফাতিহা ১২ বার। (বিস্‌মিল্লাহ সহকারে)
(৯) "আলিফ-লাম-মীম" হতে "মুফলিহুন" পর্যন্ত ১২ বার।
(১০) দুরূদে গাউছিয়া ১২ বার।
(১১) ক্বাছীদা-এ-গাউছিয়া শরীফ।
(১২) মীলাদ শরীফ
(১৩) মুনাজাত।

হালক্বায়ে যিকির এর নিয়ম ঃ

* যিকিরকারীরগনের মধ্যে যিনি অধিক অভিজ্ঞ উনাকে যিকির পরিচালনার মূল বানিয়ে, সবাই গোল হয়ে, আপন সিনা, উনার সিনা বরাবর রেখে, এভাবে চারজানু হয়ে বসবে যে,
* ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তারপাশের আঙ্গুল বাম পায়ের হাটুর বিপরীতে শিরা ধরবে।
* এভাবে শুরু করবে যে "লা" কে বাম পায়ের হাটু থেকে ডান পায়ের হাটু অতঃপর ডান কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং "ইলাহা" কে ডান কাঁধ থেকে নিয়ে " ইল্লাল্লাহ্" কে পুরো শক্তি দিয়ে সিনার বাম দিকের নীচে জার্‌ব্ দিবে।
* সে সময় "ইল্লাল্লাহ্" এর আওয়াজ মুখ বন্ধ করে দিবে যেন আওয়াজ ক্বালব এর মধ্যে প্রকম্পিত হয়।
* সমস্ত যিকির কারীগণ তার আওয়াজ পরিচালকের সাথে এবং সিনা উনার বরাবর রাখবে।
* " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ' ২০০ বার।
* " ইল্লাল্লাহ্ " ৪০০ বার।
* " আল্লাহু " ৬০০ বার।
* " হাক্বহু " ১০০ বার।
* যিকির সমূহ সুন্দর আওয়াজের সাথে করবে।
* যখন একটি যিকিরের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সবাই দাড়িয়ে যাবে এবং দুইহাত মিলিয়ে " লা " বলে এইভাবে হাত উপরে উঠাবে যেভাবে হাতুড়ি হাতে নিয়ে উঠানো হয়। "ইলাহা" উপরে শেষ হবে, অতঃপর " ইল্লাল্লাহ্ বলে এভাবে দুই হাতকে জোড়ে নীচে আনবে যেভাবে কোন বস্তুর উপর হাতুড়ি মারা হয়।
* অতঃপর অত্যন্ত ভক্তি ও আদবের সাথে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়বে।
* যখন সমস্ত যিকির শেষ হয়ে যাবে তখন আপন মুরশীদের তাছাউর (ধ্যান) করবে।
* অতঃপর যিকির পরিচালক খত্‌মে যিকিরের দোয়া পড়বে এবং সবাই আমিন পড়বে।
* অতঃপর তাকবিরে আশেক্বাঁ পড়বে।

বিঃদ্রঃ যিকিরের অন্যান্য নিয়ম ও তাঁর নূর ও সূরাত আপন মুরশীদের নিকট শিখবে।

খতমে যিকিরের দোয়া

এই মুনাজাত হাত উঠিয়ে যিকির পরিচালক পড়বেন এবং সবাই "আমিন" বলবে এবং মুনাজাত শেষে মুখের উপর হাত বুলিয়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ وَالْعَالَمِيْنَ شَفِيْعِ الْعُصَاةِ وَالْمُذْنِبِيْنَ مُتَمِّمِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ مُطَهِّرِ الْقُلُوْبِ عَنْ دَ نَسِ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ- اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا ذَاكِرِيْنَ وَاَمِتْنَا ذَاكِرِيْنَ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَةِ الذَّاكِرِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا عَاشِقِيْنَ وَاَمِتْنَا عَاشِقِيْنَ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَةِ الْعَاشِقِيْنَ- اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا عَارِفِيْنَ وَاَمِتْنَا عَارِفِيْنَ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَةِ الْعَارِفِيْنَ- اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا مَسَاكِيْنَ وَاَمِتْنَا مَسَاكِيْنَ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ - اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ وَالْاِيْمَانِ وَاَمِتْنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَاحْشُرْنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَلَقِّنَا كَلِمَةَ الْاِيْمَانِ - اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا فِىْ حَيَاةِ الْعُلَمَاءِ وَاَمِتْنَا بِمَوْتِ الشُّهَدَاءِ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَةِ الْاَوْلِيَاءِ وَاَدْخِلْنَا-وَالْجَنَّةَ مَعَ الْاَ نْبِيَاءِ - اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا سُعَدَاءَ وَ اَمِتْنَا سُعَدَاءَ وَ احْشُرْنَا فِىْ زُمْرَةِ السُّعَدَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَابِا الْاِيْمَانِ وَ لَاتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْارَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِاُسْتَاذِنَا وَلِمَشَاهِ خِنَا وَلِاِخْوَانِنَا وَلِاَصْحَابِنَا وَلِاَحْبَابِنَا وَلِاَرْبَابِنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ وَلِمَنْ تَابَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ وَلِمَنْ حَضَرَ اِلَيْنَا وَلِمَنْ غَابَ عَنَّا وَلِمَنْ اَسَّسَ بِنَاءَ هٰذَا الْمَكَانِ - اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فِى الدُّنْيَا زِيَارَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الْاٰخِرَةِ لِقَاءَهٗ وَشَفَاعَتَهٗ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

মুনাজাতঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদীনা মুহম্মাদীন সাইয়্যিদিস সাদাতে ওয়া আলামিনা শাফিয়িল উছাতি ওয়াল মুজনিবিনা মুতাম্মিমা মাকারিমিল আখলাক্বে মুতাহ্হারিল কুলুবি আন দানাসিশ্ শিরকি ওয়াননিফাক্বি ওয়া আলা আলিহিত তাইয়্যিবিনা ওয়া ইতরাতিহিত ত্বাহিরিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আন আসহাবিহি আজমাইনা আল্লাহুম্মা আহয়িনা যাকিরিনা ওয়া আমতিনা যাকিরিনা ওয়াহশুরনা ফি যুমরাতিয যাকিরিনা আলাহুম্মা আহ্য়িনা আশিক্বিনা আল্লাহুম্মা আহ্য়িনা আরিফিনা ওয়া আমিতনা আরিফিনা ওয়াহ্শুরনা ফি যুম্রাতিল আরিফিনা আল্লাহুম্মা আহ্য়িনা মাছাকিনা ওয়া আমিতনা মাছাকিনা ওয়াহ্শুরনা ফি যুমরাতিল মাছাকিনা আল্লাহুম্মা ছাব্বিতনা আলাল ইসলামি ওয়াল ঈমানী ওয়া আমিতনা আলাল ঈমানী ওয়াহ্শুরনা আলাল ঈমানী ওয়া লাক্বিনা কালিমাতাল ঈমানী, আল্লাহুম্মা আহ্য়িনা ফি হায়তিল উলামায়ে ওয়া আমিতনা বিমাউতিশ শুহাদায়ে ওয়াহ্শুরনা ফি যুমরাতিল আউলিয়ায়ী ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মাআল আম্বিয়ায়ী, আল্লাহুম্মা আহ্য়িনা সুআদাআ ওয়া আমিতনা সুআদাআ ওয়াহ্শুরনা ফি যুমরাতিস সুআদায়ে রাব্বানাগফিরলানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমানী ওয়ালা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লাল্লিল্লাযিনা আমানু ইন্নাকা রাউফুর রাহিম। রাব্বানাগফির লানা ওয়ালি ওয়ালি দাইনা ওয়লি উছতাদিনা ওয়ালি মাশাইখিনা ওয়ালি ইখওয়ানিনা ওয়ালি আসহাবিনা ওয়ালি আহ্বাবিনা ওয়ালি আরবাবিনা ওয়ালি জামিয়িল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতি ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসিলিমাতি ওয়াল আহ্ইয়ায়ি মিনহুম ওয়াল আমওয়াতি ওয়ালিমান তাবাআ বাইনানা ওয়া বাইনাহুম ফিল খাইরাতে ওয়ালিমান হাদ্বারা ইলাইনা ওয়ালিমান গাবা আন্না ওয়ালিমান আস্সাসা বিনাআ হাযাল মাকানি আল্লাহুম্মার যুক্বনা ফিদ্দুনিয়া যিয়ারাতা সাইয়্যিদিনা মুহম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াফিল আখিরাতি লিক্বাআহু ওয়া শাফাআতাহু, সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

তাকবীরে আশেক্বাঁ

* সুবহো শাম মার্‌দা রা
* মারদানে সুবহো শামরা
* মাযিদ যিক্‌রা রা
* আজমাতো বুযুর্গী জামালো জালালে খোদায়ে রা
* নূরে পাকে মুস্তাফা রা
* চাহার ইয়ার বা ছাফারা
* সারে ঝুলফী আসলে ত্বহাও ইয়াসীঁ রা
* দাওয়াযদাহ্ ইমাম চাহারাদাহ্ মাসূমে পাক রা
* আহ্‌লে বায়ত রা আউলিয়া রা
* আম্বিয়া রা আসফিয়া রা আতক্বিয়া রা
* যুহ্‌হাদ রা ইবাদ রা মাশায়েখে রা সাদাত রা
* উলামায়ে শারিয়াত রা পীরানে তারিক্বাতরা
* রাওয়ান্দাগানে রাহ্ রা
* জাওয়িন্দেগানে দারগাহে হাক্ব রা আয়িম্মায়ে কিবাররা
* ক্বুবুলে তাআত ও নিগাহে জুদাশতে ঈমাঁ ওয়া খুশনুদী মারদে খোদায়ে রা
* রাদ বালায়ে কোরী শায়েতাঁ রা
* সালামাতি সাহেবে সাজ্জাদাহ্ মাআ ফারজান্দানো খুলাফা ও মুরীদীঁ ওয়া মুতাক্বিদাঁ বারায়ে মাযিদ দাওলাতে দারাইন ওয়া শওক্ব ও যওক্ব মুহাব্বাত ও ইখলাসে কাওনাইন হারকে বাদার ওয়েশে দারওয়েশযাদেগাঁ বাসিদকো ইখলাস যাহির ও বাতিন দার আয়াদ কারাশ বার আম্‌দ ওয়া হারকে দার উফতাদ্‌কার উবার উফতাদ।
* বারায়ে ইনহেজামে লাশকারে কুফ্‌ফারে ও নুসরাতে আসকারে ইসলাম দ্বীনদার ইয়ালী মুহাম্মাদ দাওয়াজদাহ্ ইমাম হাম সুবহো শাম তাকবির বার আরেম।
* আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।
" ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সলামু আলাইকা ইয়া সাহিবায যামানি শাইয়ান লিল্লাহি রিজালাল্লাহিস সালিহিনা।
" বারগুযিদায়ে রাহমান ঃ আম্বিয়ায়ে যি শান,
" খানদানে মুস্তাফা ও মুজতাবা, চাহার ইয়ার বা সাফা।

" সুহাদায়ে দাশ্‌তে কারবালা।
" মুহাম্মাদ দোস্ত হাবিবুল্লাহ।
" দোস্ত আলী ওয়লিউল্লাহ।
" দোস্ত ইয়া কারিমাল্লাহি, ইয়া রাহিমাল্লাহ দোস্ত
" আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি।
" আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খালিলার রাহমানি
" দাস্ত ও কাল্লাহ বার জামি নেহাম, পেশে খাজেগাঁ চিশ্‌ত।

বিঃদ্রঃ দাগটানা ওযিফা পড়ার সময় যিকির পরিচালকের দিকে আপন ডান গাল মাটিতে লাগাবে।

নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দীদার লাভের যিকির

নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেহারা মোবারক স্বরণ করে দুরুদ শরীফ পাঠ করবে এবং ডান দিকে " ইয়া আহ্‌মাদ " বামদিকে " ইয়া মুহাম্মাদ " এবং ক্বালবের উপর " ইয়া রাসূলাল্লাহ্ "। এভাবে ১০০০ বার যিকির করবে। ইনশাআল্লাহ্ এর দ্বারা স্বপ্নে স্পষ্টভাবে নবীপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দীদার লাভ হবে।

সমস্ত বিপদ ও মুসিবত দূর করার এবং উন্নতি ও সফলতা অর্জনের যিকির

যে কোন বিপদ বা হাজত পূরণের জন্য " আসমায়ে হুসনা " (আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নাম) থেকে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ নাম মোবারাক এর যিকির করবে। তিন জারব্ বা চার জারব্ হিসেবে করবে।
" যেমন রিযিকের জন্য "ইয়া রায্‌যাকু"।
" রোগের আরোগ্যতার জন্য " ইয়া শাফি"।
" কষ্ট ও পেরেশানী থেকে উদ্ধারে " ইয়া হাফীজু"।
" দারিদ্রতা মুক্তির জন্য " ইয়া ছামাদু "।
" শত্রু হতে মুক্তির জন্য " ইয়া মুজিল্লু"।
" অন্তরের প্রশান্তির জন্য " ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম "।

আউলিয়ায়ে কেরামের ইস্তেগফার

"আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন জামিই মা কারিহাল্লাহু ক্বাওলান, ফেলান, সামআন, নাযিরাও ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম"।
এই ইস্তেগফার দৈনিক ১০০ বার পাঠকারীকে কিছু বছর পরেই গুনাহ্ থেকে হেফাজত করে নেয়া হয়।

ফেরেস্তাহ্গণের ইস্তেগফার

"সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযিম ওয়াবিহামদীহী আস্তাগফিরুল্লাহ।
এই ইস্তেগফার দৈনিক ১০০ বার পাঠকারী অধিক রিযিকের অধিকারী হন।

ইস্তেখারায়ে গাউছিয়া

যখন কোন বড় কাজ সামনে আসে এবং ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে না পারে যে, সে কি করবে, অথবা যদি এ ব্যাপার জানা না থাকে যে অমুক উদ্দেশ্য পূরণ হবে কি না ?
তবে ঐ বিষয় জানার জন্য সর্বপ্রথম অজু করবে অতঃপর দুই রাকাত নফল নামাজ ইস্তেখারার নিয়তে পড়বেঃ সালাম ফেরানোর পর ঃ
* বিসমিল্লাহ্ সহ সূরা ফাতেহা ১১ বার।
* বিসমিল্লাহ্ সহ সূরা ইখলাস ১১ বার।
* কালেমায়ে তামজিদ ১বার পড়বে।
* অতঃপর ১১ বার " ইয়া শায়খ আব্দাল ক্বাদির আগিছনী " পাঠ করবে।
* অতঃপর ২ রাকাত নফল নামাজ এভাবে পড়বে যে, প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতেহার মধ্যে " নাসতাইন" পর্যন্ত পাঠ করে চোখ বন্ধ করে শরীর ঢিলা করে "ইহদিনাস্সিরাতাল মুস্তাকিম" এতবার পড়তে থাকবে যেন চেহারা নিজে নিজেই ডান বা বামদিকে ঘুরে যায়।
* অতঃপর সূরা ফাতেহা শেষ করে আরো অতিরিক্ত ১০ বার সূরা ফাতেহা পড়ে ১১বার পূর্ণ করবে। অতঃপর সূরা ইখলাস ১১ বার পড়বে।
* অতঃপর রুকু ও সিজদাহ্ করে প্রথম রাকায়াত পূর্ণ করবে।

* অতঃপর ২য় রাকায়াতে সূরা ফাতেহা ১১ বার সূরা ইখলাস ১১ বার সাধারণভাবে আদায় করে নামাজ পূর্ণ করবে।
* যদি নামাযে চেহারা ডান দিকে ফিরে তবে কাজ পূর্ণ হবে আর বামদিকে ফিরলে হবে না।
* এভাবে একাধারে তিনদিন আমল করলে চেহারা ডানদিকে ফিরে যাবে এবং কাজ হয়ে যাবে।

বিঃদ্রঃ এ আমল পরীক্ষিত।

ঝগড়া বিবাদ, ভয় ও আতংক থেকে হেফাজতের জন্য

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যখন তোমরা শত্রুদের চক্রান্ত ও তাদের ব্যাপারে ভয় করবে তখন এ দোয়া পাঠ করবে।

" আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম"।

ঝগড়া-বিবাদ শত্রুতা অত্যাচার, জান-মাল, সন্তান-সন্তুতি সবার হেফাজতের জন্য দৈনিক ১০০ বার উক্ত দোয়া পাঠ করবে। এবং বিপদগ্রস্থ থাকলে প্রতি নামাজের পর ১২ বার করে পাঠ করে নিজের উপর দম করবে। ইনশাআল্লাহ দুশমনের উপর বিজয়ী হবে।

রিযিক্বে উন্নতি এবং কাজ আদায়ের জন্য

" এশার নামাজের পর খোলা আকাশের নীচে দাড়িয়ে খালি মাথায় একাধারে ৪১ দিন "ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাব" ৫০১বার পাঠ করবে। শুরুতে এবং শেষে ৫ বার করে দরুদ শরীফ পাঠ করে খুব কাতর হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে।

বিঃদ্রঃ চাহিদা, রিযিকে উন্নতি এবং ঋণ পরিশোধের জন্য এ আমলটি পরীক্ষিত।

বিচারক থেকে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য

"এ্যায় জাহাঙ্গীর পীর, এয় মাখদুম, না রাওয়াদ আয দারাত কাসে মাহরুম, ব্যাহরে আওলাদে খেশ এয় আশরাফ হাকিমে ওয়াক্তরা বুকুন মাহকুম"।
বিঃদ্রঃ অফিসার, জজ অন্যান্যদের আয়ত্বে আনার জন্য এই রুবায়ী পাঠ করতে থাকবে। যখন বিচারকের সামনে আসবে এই রুবায়ী পাঠ করে নিজের উপর দম করে নিবে, ইনশাআল্লাহ্ বিচারক মেহেরবান হবেন (এটি পরীক্ষিত)।

মুশকিল আসানের জন্য

বাগিরদাবে বালা উফতাদা কাস্তি, যায়ীফানে শিকাস্তারাতুপুশতি, বাহাক্কে খাজায়ে উসমানে হারুনী, মাদাদ কুন ইয়া মুঈনাদ্দীন চিশতী। বিঃদ্রঃ ইচ্ছাপূরণ, শত্রুতা হতে মুক্তি ও সমস্ত প্রকার বিপদ হতে মুক্তির জন্য এই রুবায়ী প্রতি নামাজের পর পড়তে থাকবে এটা অনেক উপকারী আমল।

জান ও মালের হেফাজতের জন্য

আলীক্বান, মালীক্বান, তালীক্বান, খানীক্বান, মাকলুক্বান, কাফিয়ান, শাফিয়ান, ইরতাদ্বা, মারতাদ্বা, বিহাক্কে ইয়া বুদুহু ওয়া নুনাযিযলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল্লিল মু'মিনিনা ওয়ালা ইয়াযিদুজ জোয়ালেমিনা ইলাখাসারা, বিহাক্কে ইসাতান, সালান, সালিয়াসান, লাওসান, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।
বিঃদ্রঃ এই দোয়াকে প্রত্যেক নামাজের পর কমপক্ষে ১১ বার পড়বে।

অন্তর ও মেধাশক্তি বৃদ্ধির জন্য

যদি পড়ায় মন না বসে, কোরআন মুখস্ত না হয়, পাঠ মনে না থাকে, কথা মনে না থাকে, জ্ঞানর্জনে সফলতা অর্জিত না হয়, তবে এমন ব্যক্তি সূরা মুদ্দাস্সির (২৯ পারা) সকালে পাঠ করবে।
সাথে সাথে বিসমিল্লাহ্ সহ সূরা "আলাম নাশরাহ্ লাকা " পুরো সূরা চিনির প্লেটে জাফরান দ্বারা লিখে পানিতে ধুয়ে পান করবে। এবং এই সূরাকে তাবিজ বানিয়ে পরিধান করবে। এর সাথে সাথে নিম্মোক্ত আয়াতগুলো রুটির টুকরায় বা বিস্কুটে লিখে ৭দিন খাওয়াবে।

* শনিবারে ঃ (পারা ঃ ১৮) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَق
* রবিবারে ঃ (পারা ঃ ১৬) رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا
* সোমবারে ঃ (পারা ঃ ৩০) سَنُقْرِءُ كَ فَلَا تَنْسٰى
* মঙ্গলবারে ঃ (পারা ঃ ৩০) اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى
* বুধবারে ঃ (পারা ঃ ২৯) لا تحرک به لسانک لتعجل به
* বৃহস্পতিবার ঃ (পারা ঃ ২৯) ان علينا جمعه وقرانه فاتبع قرانه

বিঃদ্রঃ এই আমল ৫ বা ৭ সপ্তাহ্ ধারাবাহিকভাবে করলে অবশ্যই সফল হবে।

হৃদরোগ ও হার্টএটাক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যঃ

প্রতিদিন প্রত্যেক নামাজের পর যখন মন অস্থির ও পেরেশান হয়ে উঠে তখন এই দোয়াটি ৭ বার পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ الْعَظِيْمِ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ دِلْ مَارَاكُنْ مُسْتَقِيْمْ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَاهَادِىْ يَاوَلِىَّ الْاَيَادِىْ-

" বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" " লা হাওলা ওয়ালা কুউয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম, ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহ্মানু, ইয়া রাহিমু"।

দিল মারা কুন মুসতাক্বিম, বাহাক্কে ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন, ইয়া হাদী, ইয়া ওয়ালীয়্যাল আয়াদী।

নোট ঃ প্রত্যেক দোয়া পাঠের শুরু এবং শেষে ৩/৫/৭/৯/১১ বার দুরুদ শরীফ অবশ্যই পড়ে নিবে যেন কবুল হওয়ার উপযুক্ত হয়।

রাস্তা ভূলে গেলেঃ

রাস্তা ভুলে গেলে কোন সাহায্যকারী না থাকলে উচ্চস্বরে আযান দিবে ইনশাআল্লাহ রাস্তা পেয়ে যাবে।

খাবারের দোয়াঃ

যখন খাবার শুরু করবে তখন "বিসমিল্লাহ্" পড়ে ডান হাতে খাওয়া শুরু করবে।
খাবার শেষে এই দোয়াটি পাঠ করবে

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

" আল-হামদুলিল্লাহিল্লাযি আত্বআমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমিন।"
বিঃদ্রঃ খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা ভুলে গেলে, খাবার শেষে **"বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়াল আখিরাহু"** পড়বে।

যানবাহনে আরোহন করার দোয়াঃ

" আল-হামদুলিল্লাহি, সুবহানাল্লাযি সাখখারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন।"

নৌকায় আরোহনের দোয়াঃ

"বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বি লা গাফুরুর রাহীম।"

আয়না দেখার সময় দোয়াঃ

"আল্লাহুম্মা আনতা হাস্‌সানতা খালক্বি ফাহাস্‌সিন খুলক্বী।

বিপদগ্রস্থ লোক দেখলে এই দোয়া পড়বেঃ

কোন ব্যাক্তি যদি কোন বিপদ গ্রস্থ লোক দেখে যেমন, মদখোর, জুয়ারী, সুদখোর, কুষ্টরোগী ইত্যাদি তবে এই দোয়া পড়লে ইনশাআল্লাহ্ সে ঐ রোগে আক্রান্ত হবে না।
" আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আফানী মিম্মাবতালাকা বিহি ওয়া ফাদ্দালানী আলা কাছিরিম মিম্মান খালাক্বা তাফদ্বীলা।"

আগুন নিভানোর দোয়াঃ

কোন স্থানে আগুন লাগলে মাটির উপর "ইয়া নারু কুনী বারদাও ওয়া সালামান আলা ইবরাহীম" পড়ে দম্ করে উক্ত আগুনের উপর নিক্ষেপ করবে ইনশাআল্লাহ আগুন নিভে যাবে।
ঐ সময়ে আযান দেওয়া ও উত্তম।

রিযিক্বে বরকতের জন্যঃ

প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে একুশ টুকরা রুটির উপর " اَلْعَدْلُ " লিখে খাবে।
প্রথম টুকরায় " بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ " " اَلْعَدْلُ " লিখে খাবে।

আর বাকি টুকরা গুলোতে শুধু " اَلْعَدْلُ " লিখে খাবে।

মল-মূত্র ত্যাগের পূর্বের দোয়াঃ

বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবাইছ।
পরের দোয়াঃ
আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়াজাআলাল মাআ তুহুরা।

অজুর দোয়া সমূহঃ

অজুর জন্য ক্বিবলার দিকে মুখ করে বসে এই দোয়া পড়বে।
"আউযুবিল্লাহি মিনাশশাইত্বানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, নাওয়াইতু আন আতাওয়াদ্দাআ লিরাফইল হাদসে।"
দুইহাতের কবজি পর্যন্ত ধোয়ার সময় পড়বেঃ "আল্লাহুম্মাসক্বীনী মিন হাউদিন নাবীয়্যিকা কাসাল লাআযমা বাদাহু আবাদান।
কুলি করার সময় পড়বে ঃ "আলাহুম্মা আইন্নি আলা তিলাওয়াতিল কুরআনি ওয়া যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।
নাকে পানি দেয়ার সময় পড়বে ঃ "আলাহুম্মা আরিহ্নী রা-ইহাতাল জান্নাতি ওয়ালা তুরিহনী রা-ইহাতান নারী"
মুখ ধোয়ার সময় পড়বেঃ আলাহুম্মা বায়্যিদ্ব ওয়াজহি ইয়াওমা তাবইয়াদ্যু উজুহুঁওওয়ালা তুসওয়িদ্ ওয়াজহি ইয়াওমা তাস্ওয়াদ্দু উজুহু।"

ডান হাত ধোয়ার সময় পড়বেঃ " আল্লাহুম্মা আত্বিনী কিতাবী বিয়ামীনি ওয়া হাসিবনী হিসাবাই ইয়াসিরা।"
বাম হাত ধোয়ার সময় পড়বেঃ " আল্লাহুম্মা হাররামা শারী ওয়া বুশরা আলান্নারী।
মাথা মাসেহের সময়ঃ আল্লাহুম্মা জিল্লানী তাহ্‌তা জিল্লা আরশীকা ইয়াওমা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লা আরশীকা।"
উভয় কান মাসেহ করার সময় ঃ " আল্লাহুম্মাজ আল্‌নী মিনাল্লাযিনা ইয়াসতামিউনাল ক্বওলা ফাইয়াত্তাবিউনা আহ্‌সানাহ॥"
ঘাড় মাসেহের দোয়া ঃ আল্লাহুম্মা আতিক্ব রাক্ববাতি মিনান্নারি"।
ডান পা ধোয়ার সময় ঃ " আল্লাহুম্মা ছাব্বিত ক্বাদামী আলাস্‌সিরাতি ইয়াওমা তাজিল্লুল আক্বদাম।"
বাম পা ধোয়ার সময় ঃ আল্লাহুম্মাজআল যাম্‌বি মাগফুরাও ওয়া সা'য়ী মাশকুরাও ওয়া তিজারাতী লানতাবুরা।"
বিঃদ্রঃ অজুতে প্রতি অঙ্গ ধোয়ার সময় যদি শুধু দুরুদ শরীফ পড়ে তাও যথেষ্ট ও উত্তম।

অজুর শেষে এই দোয়া পড়বে।

" আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবিনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্যিরিন ওয়াজ আলনী মিন ইবাদিকাস্ সালিহিন আল্লাযিনা লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্‌যানুন।"
অজুর অবশিষ্ট পানি দাড়িয়েপান করবে, এতে শারীরিক রোগ ও অন্তরের পেরেশানী দূর হয়।

এ পানি পানের দোয়া ঃ

" আল্লাহুম্মাশফিনী বিশিফাইকা ওয়া দাওয়িনি বিদাওয়াইকা ওয়া আসিমনী মিনাল আহওয়ালী ওয়াল আমরাদ্বী ওয়াল আওজা।"

আশুরার নামাযের নিয়ম ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ নানা প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া আনন্দ উৎসব করে। কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শুধু আনন্দ লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না বরঞ্চ তাহারা ঐ পর্বসমূহে নানা ধরনের ইবাদাত-বন্দেগী করিয়া বহু সওয়াবের অধিকারী হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করেন। পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক রমজান মাসের ফজীলত ছাড়াও অন্য যে চারটি মাসের নাম উম্মতিদিগকে নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। ঐ মাসগুলো হল-যিলক্বাদ, যিলহজ্জ, মহররম ও রজব। (ইবনে মাজাহ) বরকত পূর্ণ উল্লেখিত চারটি মাসের উল্লেখযোগ্য মাস হল মহররম। হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হইতে বর্ণিত আছে হযরত রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা আল্লাহর প্রিয় মাস মহররমের প্রতি সম্মান দেখাইও। যেই ব্যক্তি মহররম মাসের প্রতি সম্মান দেখায় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে সম্মানিত করিবেন এবং দোযখ হইতে মুক্তি দান করিবেন। (ইবনে মাজাহ)

হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য হাদিসে এরশাদ করিয়াছেন, " আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এই আশা রাখি যে, আশুরার রোজা উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের সমস্ত ছগীরাহ্ গোনাহের কাফফারা স্বরূপ হইবে। হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন রমজানের রোজা ফরজ হইবার পূর্বে আশুরার দিনে রোজা ফরজ ছিল। পরে রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, " যেই ব্যক্তি আশুরার রোজা রাখে সে ষাট বৎসর দিনে রোজা রাখার এবং রাত্রিতে ইবাদত করার সওয়াব পাইবে। (তিবরানী)।

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে- কোন একসময় আশুরার তারিখে হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোজা রাখিলেন এবং সাহাবাগণকেও রোজা রাখিতে হুকুম দিলেন। তখন সাহাবাগণ আরজ করিলেন- হে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ! ইহাতো ইহুদী ও নাছারাগণের ধারণার সম্মানিত দিবস। আমরাও কি উহাদের অনুসরণ করিব? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যদি বাচিয়া থাকি তবে আমি আগামী বৎসর আশুরার পূর্বের দিনটিতেও (অর্থাৎ ৯ই মহররম) রোজা রাখিব। উহারা একদিন রোজা রাখে আমরা দুইদিন রোজা রাখিব। তাহা হইলে আর উহাদের অনুসরণ করা হইবে না। (মুসলিম শরীফ)

হযরত রাসুলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমাইয়াছেন- কোন মোমীন যদি বিশ্ব পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাহে খরচ করে তথাপি সেই ব্যক্তি আশুরার দিন ইবাদত করার পরিমান সওয়াব পাইবে না। যেই ব্যক্তি এই দিনে রোজা রাখিবে তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। উহার যে কোন দরজা দিয়ে সেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

আশুরার দিনটি অনেক ফজিলত, বরকত ও পূণ্যময় দিন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন, আশুরার দিনে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর উপর এবং অন্যান্য নবীদের উম্মতের উপর রোজা রাখা ফরজ ছিল। এইদিনে দুই হাজার পয়গাম্বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দুই হাজার পয়গম্বরের দোয়া আল্লাহর দরাবারে কবুল হইয়াছিল (কিতাবে রাজিন)।

সিলসিলায়ে আশরাফীয়ার মধ্যমণি হযরত গাউছুল আলম মাহবুবে ইয়াজদানী সুলতান সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এবং উনার অনুসারী বুজুর্গগণ এই পবিত্র ও বরকতময় দিনে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য উনাদের পালনীয় নফল ইবাদত ও তসবিহ্ তাহলিদ সমূহের বর্ণনা নিম্মে দেওয়া হইল ঃ

আশুরার রাত্রের (৯ই মহররম দিবাগত রাত্রে) নফল এবাদাতঃ

আশুরার রাত্রে একশত রাকাত নফল নামাজ পড়া, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর তিনবার করে সুরা এখলাস, এবং সমস্ত নামাজ শেষ করে সালামে পর সত্তর বার নিম্মের দোয়া পাঠ করা-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-

(সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।)

এবং সোবহে সাদেক উদয় হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে চার রাকায়াত নামাজ পড়া,প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে তিনবার আয়াতূল কুরছি এবং পনের বার সুরা এখলাস পাঠ করা এবং সালাম ফিরানোর পর একশত বার সুরা এখলাস পাঠ করা । উক্ত নামাজের অসংখ্য সওয়াব বর্ণনা রহিয়াছে।

যদি অন্তরে মধ্যে মারেফাতের আলো থাকে তাহলে জামালে মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দিদারে উদ্দেশ্যে দু'রাকাত সালাতুল ওমর আদায় করিবে, ইনশাল্লাহ্ তায়ালা জেয়ারতে নবী নসীব হয়ে ধন্য হইবে।

আশুরার দিনে নামায ও তাসবিহ দোয়া সমূহঃ

মহরমের দশ তারিখে যখন সূর্য উচুঁতে উঠবে, তখন সালাতে আশুরার নিয়তে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল্ কুর্সী ও দ্বিতীয় রাকাআতেঃ

(ওয়ালাও্ আনযাল্ না হাযাল্ কুরআন) সুরা হাশরের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। যদি মুখস্ত না থাকে, তা হলে তিনবার করে সূরা এখলাস পাঠ করবে। সালাম ফেরানোর পরে দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

يَااَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ وَيَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَ اَوَّلَ مَا خَلَقْتَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَتَخْلُقُ اٰخِرَمَا تَخْلُقُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ اَعْطِنِىْ فِيْهِ خَيْرَمَا اَوْلَيْتَ فِيْهِ اَوْلِيَاءَكَ وَاَنْبِيَاءَكَ وَاَصْفِيَاءَكَ مِنْ ثَوَابِ الْبَلَا يَاوَ اَشْرَفَ مَا اَعْطَيْتَهُمْ فِيْهِ مِنَ الْكَرَامَةِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

ইয়া আও্ওয়ালাল আও্ওয়ালিনা ওয়া ইয়া'আখিরাল্ আখিরীনা লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্তা আও্ওয়ালা মা'খালাক্তা ফি হা'যাল ইয়াওমি ওয়া তাখলুকু, আখিরা মা' তাখলুকু ফী হাযাল ইয়াওমি আ'তিনি ফীহি খাইরা মা আও্লাইতা ফীহি আওলিয়াআকা আম্বীয়াআকা ওয়াআসফীয়াআকা মিনছাওয়াবিল বালাইয়া ওয়া আশরাফা মা আতাইতাহুম ফীহি মিনাল কারামাতি বিহাক্কি মুহাম্মাদীন আলাইহিস সালাম।

জাওয়াহেরে খামাছার মধ্যে হযরত হাজী হাদিম প্রকাশ শেখ মোহাম্মদ গাউছ গাওয়ালিয়াবি শাত্বয়ী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) তরিকায়ে শাত্বারিয়ার বুজুর্গানে কেরামগণের রেওয়াতের মাধ্যমে বর্ণনা রয়েছে যে, এক সালামের সাথে ছয় রাকাত নফল নামাজ পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতের মধ্যে সুরা আশ্সামশ এবং ওয়াদ্দুহা, সুরা ইজা জুলজিলাতিল আরদু, সুরা এখলাস এবং সুরা ফালাক ও সুরা নাস একবার পাঠ করবে এবং উক্ত নামাজটি শেষ করে সিজদায়ে গিয়ে সাত বার সুরা কাফিরুন পাঠ করতঃ দুই হাত তুলে প্রার্থনা করবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِمَّنْ دَعَاكَ فَاَجَبْتَهٗ وَاٰمَنَ بِكَ فَهَدَيْتَهٗ وَرَغَبَ اِلَيْكَ فَاَعْطَيْتَهٗ وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهٗ وَاقْتَرَبَ مِنْكَ فَاَدْنَيْتَهٗ اَللّٰهُمَّ امْدُدْ بِعَيْشِىْ فِى الْخَيْرَاتِ مَدًّا وَاجْعَلْ لِىْ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ وُدًّا اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ الْاِيْمَانَ بِكَ وَاَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنَ الْبَلَايَا وَاَسْاَلُكَ حُسْنَ الْعَاقِبَةِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ-

আল্লাহুম্মাজ আলনি মিম্মান দা'আকা ফাআজাবতাহু ওয়াআমানা বিকা ফাহাদাইতাহু ওয়া রাগিবা ইলাইকা ফা'আতাইতাহু ওয়াতাওয়াক্কাল আলাইকা ফাকাফাইতাহু ওয়াক্তারাবা মিন্কা ফাআদ নাইতাহু, আল্লাহুম্মা আম্দুদ বিআইশী ফিল খায়রাতি মাদ্দান ওয়াজআঁল-লি ফী কুলুবীল, মুমিনিনা উদ্দান আল্লাহুম্মা আস্আলুকাল ঈমানা বিকা ওয়াআস্'য়ালুকাল আফীয়াঁতা মিনাল বালাইয়া ওয়া আস্আলুকা হুস্নাল আঁকীবাতি ফিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ইয়া যাল্যালালী ওয়াল ইকরাম্।

উক্ত দোয়াটি পাঠ করার পর নিম্মের দোয়াটি সত্তর বার পাঠ করবেঃ

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

হাস্‌বি 'য়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নিমান্ নাসীর।

আশুরার দিনে যে ব্যক্তি এ দোয়াটি পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আশুরার দিন লাতায়েফে আশরাফীর বর্ণনা মতে দোয়াটি একবার এবং জাওয়াহের খামছার বর্ণনা সাতবার এই দোয়াটি পাঠ করবে, ইন্‌শাআল্লাহ পুরো বছর সে মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যদি সে বছর তার মৃত্যু নির্ধারিত থাকে, তাহলে সে বছর তার এই দেয়া পাঠের সুযোগ হবে না। আশুরার দিন নিজের পরিবার পরিজনের প্রত্যেককে একত্রিত করে এ দোয়াটি পাঠ করানো উচিত। দোয়াটি হযরত যয়নুল আবেদিন (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত। দোয়াটি এই-

بسم الله الرحمن الرحيم

سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْأَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَاَسْأَلُكَ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِهٖ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَهُوَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

সুবহানাল্লাহা মিল 'আল মিজানি, ওয়া মুনতাহাল্ ইলমি ওয়া মাবলাগার রিদ্বা ওয়াঝিনাতাল আরশি ওয়ালা মাল্‌জা ওয়ালা মান্‌জা মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি সুবহানাল্লাহি আদাদাশ্ শাফয়ি ওয়াল ওয়াত্‌রি ওয়াঁআদাদাল কালিমাতিত্‌তা'ম্-মাতি ওয়া আসআলুহুস সালামাতা বিরাহ্‌মাতিহি ওয়ালা হাও্‌লা ওয়ালা কুও্‌ওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলীইল আযীম, ওয়াহুয়া হাস্‌বী ওয়া নি'মাল ওয়াক্বীল, ওয়া নিঁমাল মাওলা ওয়া নিঁমান নাসীর। ওয়াসাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিও ওয়া আলিহি আজমাঈন্।)

হযরত মাখদুম সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী মাহবুবে ইয়াজদানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে হযরত নিজামউদ্দিন ইয়েমেনী (রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র আশুরার দিন মাশায়েখ কেরামগণের আমল হিসেবে চার রাকাত সালাতুল খাছুমান এর নামায পড়বে। উক্ত নামাজ পড়ার দ্বারা শত্রুর সকল প্রকার অনিষ্ট হতে মাহফুজ হয়ে যাবে এবং সমস্ত দুশ্‌মন তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে আয়াতুল কুরসী তিন বার, সুরা ইখলাস পচিঁশ বার, দ্বিতীয় রাকাতের সুরা তাকাছুর একবার ও সুরা ইখলাস এগারবার, তৃতীয় রাকাতে সুরা ক্বাফিরুন তিনবার ও সুরা ইখলাস এগারবার, চতুর্থ রাকাতে সুরা ইখলাস্ এগারবার, অথবা প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে সুরা ইখলাস এগার বার, অথবা প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে ফাতেহার পরে সুরা ইখলাস এগার

বার পাঠ করবে।

সালাম ফেরানোর পরে দুরুদ শরীফ পাঠ করার পর চারকুল তিনবার করে পাঠ করবে।

তারপর ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

(সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি) তিনবার এবং

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا-

(আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া কামা রাব্বায়ানি ছাগীরা) তিনবার এবং

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ালিল মোমিনিনা ওয়াল মোমিনাত) তিনবার পড়বে। তারপর চারশত বার পড়বে

اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

(আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিও ওয়া আতুবু ইলাইহি।)

হযরত গাউছুল আলম মাহবুবে ইয়াজদানী সুলতান সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এরশাদ করেছেন, আমি দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মাশায়েখীনে কেরামের সাথে মিলিত হয়েছিল প্রত্যেকের আমলই এইরূপ ছিল যা আশুরার আমলের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, যে দোয়ায়ে আশুরাটি হযরত জয়নুল আবেদিন (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে এবং হায়াত বৃদ্ধির জন্য পড়া হয় উক্ত দোয়াটি পাঠ করার পর দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে এবং এই দোয়াটি একবার পাঠ করবেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

يَافَارِجَ كُرَبِ ذِى النُّوْنِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَيَاجَامِعَ شَمْلِ يَعْقُوْبَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَيَاسَامِعَ دَعْوَةِ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَيَارَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهَا صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاقْضِ حَاجَاتِنَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَطَوِّلْ عُمْرَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

ইয়া ফা রিজা কুরাবী য়িন্‌নুনি ইয়াওমা আশুরাআ ওয়া ইয়া জামিয়া শাম্‌লি ইয়াকুবা ইয়াওমা আশুরাআ ওয়া ইয়া সামিয়া দাওয়াতি মুসা ওয়া হারুনা ইয়াওমা আশুরাআ ওয়া ইয়া রাহমানাদ্‌ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়ারাহিমুহা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদীও ওয়াআলা আলি সায়্যিদিনা মুহম্মাদীন, ওয়াসাল্লি ওয়াসাল্লিম্‌ আলা জামিয়িল আম্বীয়ায়ি ওয়ালমুরসালিনা ওয়াক্‌দি হাজাতিনা

ফিদ্‌দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়াতাওয়িল উমরানা বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন। এ দোয়া পাঠ করলে আয়ুতে বরকত হয়।

তারপর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে উভয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা এখলাছ দশবার করে পাঠ করবে এবং সালামের পর আয়াতুল কুরছি ও দরূদ শরীফ নয় বার করে পাঠ করবে এবং এই নামাযের ছাওয়াব হযরত ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর রূহে পাকের উপর বখশীস করে দিবে।

এক রেওয়াতের মধ্যে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) স্বয়ং মহররম চাঁদের দশ তারিখের দিন সব সময় ঐ নামাজটি আদায় করতেন এবং তার নিয়ম এই ভাবে ছিল যে প্রতি রাকাতের সুরা ফাতেহার পর আলাম নাশরাহ একবার এবং সুরা ইজাজায়া পচিশ বার। সালামের পর দুরূদ শরীফ পাঠ করতঃ এই দোয়া পাঠ করবে অতঃপর নিজের হাজত এবং উদ্দেশ্য সফলের জন্য দুই হাত তুলে ফরিয়াদ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِلٰهِىْ بِحُرْمَتِ الْحُسَيْنِ وَاَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَجَدِّهٖ وَبَنِيْهِ فَرِّجْ عَمَّا اَنَا فِيْهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ ٥

(বিসমিল্লাহিল রাহমানির রাহিম ইলাহী বিহুরমাতি হোছাইন ওয়া আখিহি ওয়া উম্মিহী ওয়া আবীহি ওয়া জাদ্দিহী ওয়া বানিহি ফাররিজ আম্মা আনা ফিহি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহী সাইয়িদিনা মুহাম্মাদীন ওয়া আলিহী আজমায়ীন।) আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ রহমত অবতীর্ণ করুক তারই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সায়্যেদেনা হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রূহে পাকের উপর এবং উনার আউলাদগণের সকলের উপর।

অতএব এই সকল দিন সমুহে রোজা ও নফল এবাদত বুজুগদ্বীনের নিয়ম অনুসরণ করা সর্ব উত্তম কাজ। কারণ এই পবিত্র দিনের এবাদতের ওসিলায় আল্লাহ আমাদের ক্রন্দন ও এবাদত পছন্দ হয়ে যেতে পারে এবং যদি এই বরকতে তিনি আমাদের সমস্ত গোনাহকে মাফ করে দিয়ে তাঁর নেক বান্দাদের পথে চলার তৌফিক দান করেন- ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

"রাহমতে হক্ব বাহানা মিজোয়ি"

অর্থাৎ আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাকে তাহার রহমতের অংশীদার করতে চান তখন তিনি একটি ওসিলা খুজেন।

কবরের অবস্থা জানার নিয়মঃ

সর্বপ্রথম ২১বার "ইয়া রাব্বু " পড়বে অতঃপর আকাশের দিকে তাকিয়ে "ইয়া রুহু" পড়বে।
অতঃপর কবরের দিকে " ইয়া রুহাররুহি" এর জারব দিবে। তবে কবর বাসীর অবস্থা জাগরনে বা স্বপ্নে বুঝতে পারবে।

নফল দুই রাকায়াত নামাজে আশরাফীয়া ঃ

কোন নেক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চন্দ্র মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এশার নামাজের পর দুই রাকায়াত নফল নামাজ এভাবে আদায় করবে যে, উভয় রাকায়াতেই "সূরা ফাতেহার পর ১বার আয়াতুল কুরসী ও ১১ বার সুরা ইখলাস পড়বে।
নামাজ শেষে তার সাওয়াব গাউছুল আলাম মাহবুবে ইয়াযদানী সুলতান সৈয়্যদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর রূহ মোবারকে বখশে দিবে।
অতঃপর ১১ বার দরুদ শরীফ পড়ে খালি মাথায় ২০০ বার এই শের পড়বে।

"এ্যায় আশরাফে জামানা জামানে মাদাদ নুমা,
দারহায়ে বাস্তারা যে কালিদে কারামকুশা।"

অতঃপর ১১বার দরুদ শরীফ পড়বে এবং আপন উদ্দেশ্য পূরনের দোয়া করবে। ইনশাআল্লাহ্ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। এই আমল কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত করবে।

সুরা ফাতেহার আমলঃ

মাহবুবে ইলাহী খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ হয় তখন " সূরা ফাতেহা এভাবে পড়বে। বিসমিল্লহির রাহমানির রাহিমিল হামদু লিল্লাহি রাব্বি আলামিন। অতঃপর "আররাহ্মানির রাহিম" তিনবার পড়বে। সূরা শেষ করে ৩ বার " আমীন " পড়বে। ইনশাআল্লাহ দোয়া কবুল হবে।

আশরাফী খানদানের বুযর্গানে কেরামগণের ওরস শরীফের তারিখঃ

১। তারিকুস্ সালতানাত, মাহবুবে ইয়াযদানী, গাউছুল আলাম, মাখদুম সৈয়্যদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ২৮মুহাররাম, ৮০৮ হিঃ।
২। মুখদুমুল আফাক্ব, সৈয়্যদ হাজী আব্দুর রাজ্জাক নুরুল আইন (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), ৮৭২হিঃ।
৩। আহসানুল উজুহ ওয়া আকবারুল উক্বুহ সৈয়্যদ হাসান, খালফে আকবার, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ৮৮২হিঃ।
৪। মুরশীদুল আনাম, মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ আবু মুহাম্মাদ আশরাফ হোসাইন, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ২৫মুহাররাম, ১৩৪৮হিঃ।
৫। হাম শাবিহে গাউছুস সাক্বালাইন মাহ্বুবে রাব্বানী মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ আলী হোসাইন আশরাফী জিলানী, কিছাউছবী, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ১২রজব, ১৩৫৫ হিঃ।
৬। আলিমে রাব্বানী আরিফে হাক্কানী মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ আহ্মাদ আশরাফ আশরাফী জিলানী কিছাউছবী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ১২ রবিউল আখির ১৩৪৭হিঃ।
৭। মাখ্দুমুল মিল্লাত মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মোহাম্মাদ আশরাফী জীলানী, মুহাদ্দীসে আজমে হিন্দ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ১৬ রজব।
৮। মাখদুমূল মাশায়েখ সাইয়্যেদুনা, মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মোহাম্মাদ মুখতার আশরাফ আশরাফী জিলনী, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), ৯ রজব ১৪১৭হিঃ।
৯। মাখদুমূল উলামা, শায়খে আজম, মাওলানা সৈয়্যদ শাহ্ মোহাম্মাদ ইজহার আশরাফ আশরাফী জিলানী, সাজ্জাদানাশীঁ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কিছাউছা মুক্বাদ্দাসা, ৩০রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩হিঃ।
১০। আনওয়ারুল মাশায়েখ সাইয়্যেদুনা ওয়া মাওলানা আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মোহাম্মাদ আনোয়ার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু), ১৪ই রবিউল আউয়াল ১৪৩৭হিঃ।

গাউছুল আলম (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর অমূল্য বানী

ইলম বিহীন পরহেজগার ব্যক্তি শয়তানের অনুগত হয়।

আমল বিহীন আলেম হলো রাঙতা বিহীন আয়নার মতো। হযরত এর একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি দশটি উৎকৃষ্ট মানের তলোয়ার সহ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ সামনে পড়ল। এমতাবস্থায় হাতিয়ার গুলি ব্যবহার ছাড়া রক্ষা পাবেনা। তেমনি কোন লোক অপরিসীম পন্ডিত্য অর্জন করল কিন্তু আমল করা হতে বিরত রইলে সে কিছুতেই নাজাত লাভ করবে না।

যে ব্যক্তি বেমানান কোন স্থানে এলেমের আলোচনা করে সে ব্যক্তির কথাবার্তার মাঝ হতে দুই অংশ নুর নষ্ট হয়ে যায়।

কেউ যখন জেনে যায় যে, সে মাত্র এক সপ্তাহের মতো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে তবে তার উচিত ইলমে ফেকাহ (শরিয়তের ব্যবহারিক জ্ঞান) চর্চায় মনোনিবেশ করা। কেননা দ্বীনি একটি মাসয়ালার জ্ঞান হাসিল করা এক হাজার রাকাত নামায হতে শ্রেয়।

প্রত্যেক বুজুর্গের কোন বানী স্মরণ রাখতে চেষ্টা কর। সেটা সম্ভব না হলে অন্তত পক্ষে তাদের নাম মনে রাখবে, তাতে যথেষ্ট উপকৃত হবে।

কোন সুফী সাধককে দেখে যদি যাচাই করতে না পার তবে তাকে অপমান বা উপহাসযোগ্য মনে করো না, কিংবা হেয় ভেবনা।

বাদশাহ ও শাসকদের সাথে দরবেশগণের যোগাযোগ করা উচিত এবং তাদেরকে সুন্দর উপায়ে সংশোধন করা অপরিহার্য।

যখন কোন শহরে পৌছবে তখন সেখানকার বুজুর্গগণের সাথে দেখা করবে এবং তারপর বুর্জুগগণের মাজার সমূহ যিয়ারত করবে।

"মুতওয়াক্কিল" (আল্লাহর উপর ভরসাকারী) এর তিনটি চিহ্ন বিদ্যমান। (১) কারো কাছে কিছু চাইবেনা। (২) যা হস্তগত হয় তা ফেরৎ দেয়না। (৩) এসব যা হাতে আসে সঞ্চয় রাখে না।

প্রকৃত মুতাওয়াক্কিল সেই, যার দৃষ্টি কার্যকরণের পরিবর্তে এর সৃষ্টিকর্তার উপর থাকে।

ভয় ও ভরসার মধ্যেই ঈমান এর উদাহরণ এতটুকু বুঝতে চেষ্টা কর যে পক্ষীর দুইটি ডানার মধ্যে উভয়টির যতক্ষণ শক্তি না আসে ততক্ষণ যেমন সে উড়তে অক্ষম তেমনি ঈমানের ক্ষেত্রে ভয় ও ভরসা।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুসলমানকে যেন কৃপণতা হতে রক্ষা করেন কেননা এটা কাফেরগনের বৈশিষ্ট্য।

যে ব্যক্তি "রিয়াজত ও মুজাহাদাহ" (আধ্যাত্মিক সাধণা ও পরিশ্রম) না করবে, তার মধ্যে দৌলতে মোশাহাদা (বাতেনী দৃষ্টি শক্তি) কখনো অর্জিত হবে না।

খোদার বন্ধু কখনো মুর্খ বা জাহেল হয় না।

কাউকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবেন না । কেননা এমন ব্যক্তিদের (যাদের দেখতে হেয়কর ধারনা করা হয়) মাঝেই খোদার বন্ধুদের অনেকেই আত্মগোপন করে থাকেন।

মুহীব (প্রেমিক) মাহবুবের সত্তা মাঝে বিলীন হওয়ার নামই তাওহীদ।

আহার তিন পর্যায়ের হয়ে থাকে। ফরজ, সুন্নাত ও মুবাহ। যে পরিমাণ মানুষকে মৃত্যু হতে বাচাঁবে তা ফরজ আর যে পরিমাণ আহার্য ইবাদত ও স্বীয় পেশাগত শ্রমে প্রয়োজন তা সুন্নত এবং পেট ভরে আহার গ্রহণ করা মুবাহ।

রাতের বেলা আহার কখনো ত্যাগ করবেনা কেননা এতে দুর্বলতা ও বার্ধক্য সৃষ্টি হয়।

জনৈক দরবেশ একদিন হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রত্যেকের জন্য "রিজিক নির্দিষ্ট থাকার পর তা অর্জনের জন্য ঘুরতে ফিরতে হয় কেন? হযরত উত্তরে বললেন, খোদা তায়ালাই যদি তাকে ঘুরান তাহলে আর প্রশ্ন কেন? অতঃপর হযরত আরো বললেন তোমাদের নিকট সফর ও ঘুরাফিরায় কেবল রিজিক অর্জনটায় চোখে পড়ল। সফরে কত অসংখ্য ফায়েদা রয়েছে তাতো বলে শেষ করার নয়। কামেল অলিগণের জেয়ারত এবং তাদের নিকট হতে উপকৃত হওয়া মাহাত্মপূর্ণ স্থান সমূহ উপস্থিতি এবং সেখানে হতে ফায়েজ হাসিল করা। আল্লাহর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তাঁর অপরিসীম কুদরত প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি কি নগণ্য বলে মনে হয়? জেনে রেখো এসব কারণে ফকীর দরবেশগণ সফরের মনস্থ করে থাকেন রুজী রোজগারের উদ্দেশ্য নয়।

রিজিকের জন্য অধিক পেরেশান হয়োনা এবং মৃত্যুর ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়োনা। রিজিক বন্টনকৃত হয়েছে, যে ভাবেই হোক হস্তগত হবেই আর মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট আছে, তার আগমন আবশ্যম্ভাবী।

বুর্জুগানে কেরামের জীবন বৃত্তান্ত ও জীবনাচার সর্ম্পকে পড়া ও শুনার মাধ্যমে হেদায়াত লাভের আগ্রহীদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়।

কিছু লোকের ধারনা হলো ফকীর দরবেশদের জন্য বাদশাহ ও সরদারদের সাথে মিলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ ধারনাকে আমি মূর্খতা ও দাম্ভিকতা প্রসুত বলেই ব্যাখ্যা করি। কেননা পূন্যবানদের পূন্য যেমন বদকারদের আমলনামায় লিখা হবেনা তেমনি বদকারদের গুনাহ্ ও পূন্যবানদের আমল নামায় লিখা হবেনা। (তিনি আরো বলতেন) বাদশাহ ও বিচারকগণ হয়তো হবে ন্যায়পরায়ন নতুবা জালিম বা অত্যাচারী। যদি ন্যায়পরায়ন ও এবাদত গুজার হয় তবে তাদেরকে দেখলে সওয়াব ও বরকত অর্জিত হয়। হুজুর সরওয়ারে কায়েনাত (ﷺ) এর বানী রয়েছে যে, হাশরের দিন খোদার ন্যায়বান নেতাই হবে সর্বোত্তম। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, এক ঘন্টার ন্যায়পরায়নতা ষাট বছরের এবাদতের থেকে শ্রেয়। পক্ষান্তরে বাদশাহ বা বিচারক যদি জালিম অথবা ফাসিক হয় তবে আলেম ও পীর মাশায়েখ উভয়ের উপর ফরজ হলো তাদের সাথে দেখা করে সত্যের আদেশ ও অসত্যের বারণ এর দিকে উদ্বুদ্ধ করা। আলেম ও পীরগণ ধনসম্পদ হাসিলের উদেশ্যে তাদের কাছে যাবে না বরং সত্য দ্বীনের প্রতি পথ প্রদর্শন, সৎকর্মের প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টিই হবে তাদের উদ্দেশ্য। এভাবে তারা বাদশাহ প্রমুখ নেতৃস্থানীয়দের সত্যিকার কামালিয়াতের পানে পৌছাতে পারবে। ভয় পাবেনা, শাসকদের রুহানী পথের ঘাটতি কিংবা তাদের এবাদতের ক্রটি অপূর্ণতা কামেল দরবেশ ও সূফীর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারবেনা।

সূফীগণের দৃষ্টিতে তাহাজ্জুদ নামাজ হচ্ছে সর্বোত্তম এবাদাত এবং শ্রেষ্ঠতম নফল। তাহাজ্জুদ নামাজ হচ্ছে আল্লাহর ভালবাসার চাবী স্বরুপ। এটা সিদ্দিকগণের চোখের নুর এবং ফরজ নামাজ সমুহ আদায় করতে গিয়ে যে ক্রটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে তা এ নামাজের মাধ্যমে প্রতিকার হয়। শুধু তাই নয় এ তাহাজ্জুদ আরেফ গণের রূহের উল্লাস এবং আবরার গণের জন্য কলবের আনন্দ স্বরূপ।

দ্বীনের ব্যাপার আমার সকল প্রকার সৌভাগ্য এবং দোয়া কবুল হবার মর্যাদা নিয়মিত তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করার বদৌলতেই অর্জিত হয়েছে।

মুরীদের জন্য কতিপয় নির্দেশনা

মুরীদ নিজের পীরের কাছে কোন কথাই গোপন রাখবে না।
মুরীদ নিজের পীরের কোন কথার উপর মন্তব্য করবে না।
মুরীদ মুর্শিদের মধ্যে সত্যবাদীতা বজায় রাখবে।
মুর্শিদের অনুমতি ছাড়া তার কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ না করে।
মুর্শিদের আদেশের বিপরীত কোন কথা বলবে না।
নিজেকে সকলের চেয়ে দুর্বল মনে করবে।
মুর্শিদের আদেশের মধ্যে খিয়ানত করবে না।
মুর্শিদের আদেশ এবং কথাকে ভাল জানবে তাতে কোন সংকোচন করবে না।
উভয় জাহানের মধ্যে কোন বস্তু কম করবে না।
মুর্শিদ যাকে ভাল জানবে মুরীদ ও তাকে ভাল জানবে।

মুরীদের জন্য পালনীয় আদব

মুরীদ বিশ্বাস রাখবে যে, বিজয় একমাত্র মুর্শিদের সোহবতেই সম্ভব।
মুর্শিদ যা কিছু বলবেন তার উপরে সম্মতি থাকবে।
দুনিয়া আখিরাতে কোন কাজ মুর্শিদের অনুমতি ছাড়া না করা।
মুর্শিদের জায়গায় বসবে না।
নিজের স্বপ্ন এবং বাস্তবতার ঘটনা মুর্শিদের দিকে নত রাখবে।
মুর্শিদের কাছে উচ্চ আওয়াজে কথা না বলা।
মুর্শিদ যেই কথাটা গোপন রাখতে চায় সেটা প্রকাশ না করা।
মুর্শিদের অসন্তুষ্টির কোন কথা জিজ্ঞাসা না করা।
মুর্শিদকে নিজের মধ্যে বিকাশ করে দেওয়া।
মুরীদ তার মুর্শিদের কথাটা নকল করে বললে শুনে বুঝতে হবে হযরতের কথা নকল করা হয়েছে।

ইতিহাসে 'দারসে নিযামিয়া' ভিত্তিক মাদ্‌রাসা ও মহান মনীষীগণের বাণী:

ইসলামের ইতিহাসে কোরআন ও হাদীস চর্চার সর্বপ্রথম কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যদি বলতে হয়, তবে তা মসজিদে নববী ছিল। যা নবীজি নিজ হাতে প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকেই সাহাবায়ে কেরাম কোরআন ও হাদীসের জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েন। কালের বিশাল পরিক্রমায় ইসলামের রূপ যখন দুনিয়ায় পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে গিয়েছিল, তখন কোন মুসলিম শিশু যেন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধারাবাহিকতার সাথে একজন প্রকৃত ইসলামি আলেম হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ৪৫০ হিজরীর পরবর্তী সময়ে নিশাপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মাদরাসায়ে নিযামিয়া' যার শিক্ষা কার্যক্রমের সিলেবাসধারাকে 'দারসে নিযামিয়া' বলা হয়।

উক্ত মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত হাসান ইবনে আলী ওরফে নিযামুল মালিক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। প্রথম শিক্ষক ছিলেন ইমাম আব্দুল মালেক জিয়াউদ্দীন ওরফে ইমামুল হারামাইন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। এ মাদরাসার প্রথম শ্রেষ্ঠতম ছাত্র ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

পরবর্তীকালে এ মাদরাসার শ্রেষ্ঠতম ছাত্র হন গাউসুল আযম বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জিলানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

এ শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র নিশাপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ভারতবর্ষসহ সমগ্র দুনিয়াতেই ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এ শিক্ষা ব্যবস্থা যখন প্রায় বিলুপ্তির পথে ছিল, তখন হুজুর শায়খে আযম সৈয়্যদ ইজহার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ঢাকার আশুলিয়ায় 'দারসে নিযামিয়া' ভিত্তিক মাদরাসা 'আল-জামেয়াতুল আশরাফীয়া ইজহারুল উলুম' প্রতিষ্ঠা করেন।

Pdf by Ahmad Raza Ashrafi

https://syedizharashraflibrary.blogspot.com

মহান মনীষীগণের বাণী:

* হুজুর শায়খে আযম সৈয়্যদ ইজহার আশরাফ আশরাফী আল জিলানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রচার একমাত্র 'দারসে নিযামিয়া' শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারাই সম্ভব।

* হুজুর ক্বায়েদে মিল্লাত আলহাজ্ব সৈয়্যদ শাহ্ মুহাম্মদ মাহমুদ আশরাফ আশরাফী আল জিলানী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী বলেন- 'বাতিল ফেরকার মোকাবেলার জন্য একমাত্র 'দারসে নিযামিয়া' শিক্ষাব্যবস্থাই পারে সত্যিকার আলেম তৈরী করতে।

তাই প্রত্যেক সুন্নী নাগরিকের উচিৎ এ প্রক্রিয়ায় আপন সন্তানদের আলেম বানানো, যেন ভবিষ্যত প্রজন্ম ইসলামের শত্রুদের হাত থেকে আশ্রয় পায়।'

সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা

নাম ঃ
পিতার/স্বামীর নাম ঃ
বাড়ী নং ঃ
রোড নং ঃ
ডাকঘর ঃ
গ্রাম ঃ
জিলা ঃ
তারিখ ঃ

کہ داخل سلسلہ شدہ عاقبت کا راو بخیر باد
بحرمت النبی وآلہ الامجاد صلی اللہ علیہ وسلم

পীর কিবলা সীল মোহর

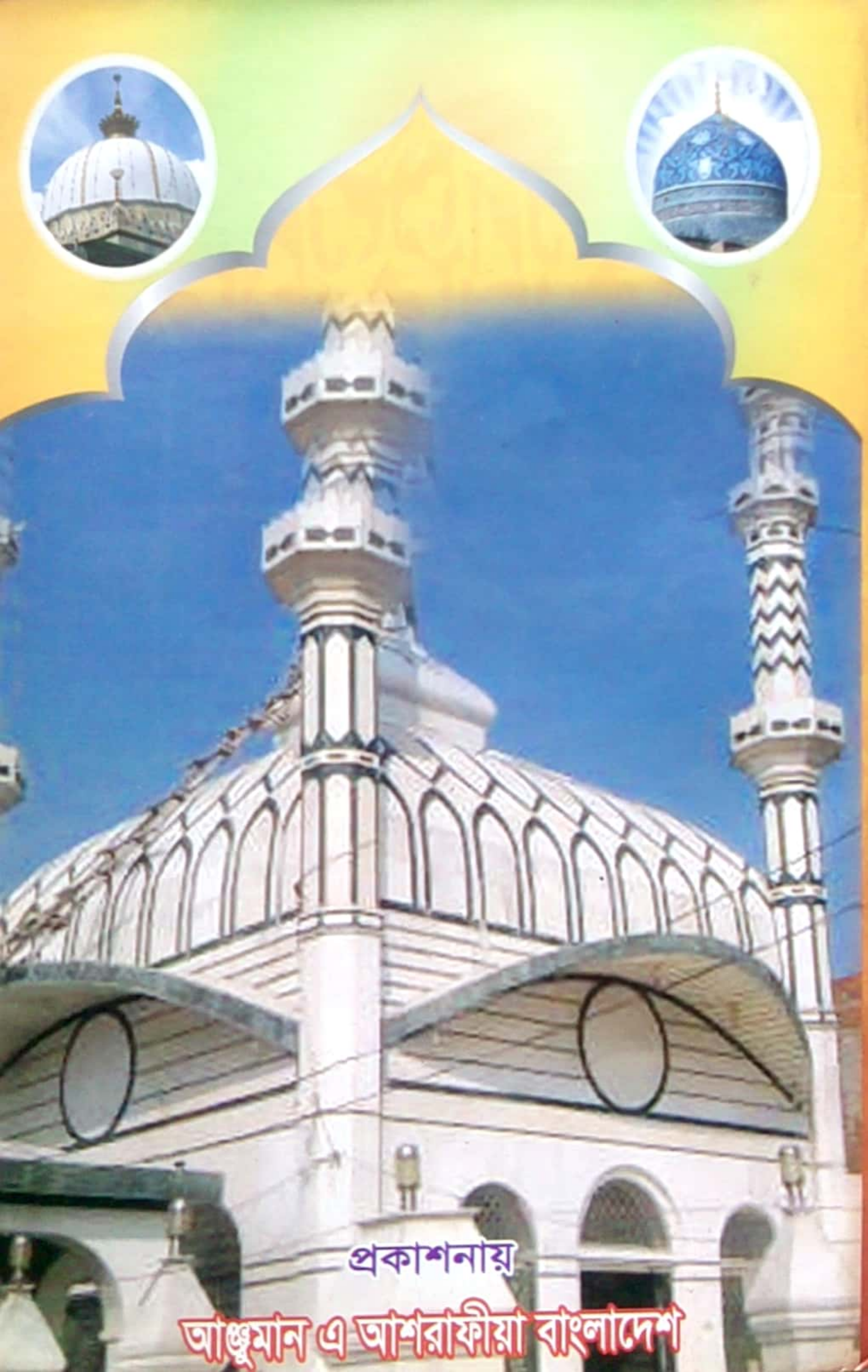

প্রকাশনায়

আঞ্জুমান এ আশরাফীয়া বাংলাদেশ